

মিশকাত শরীফ

॥ তৃতীয় খণ্ড ॥

প্রথম অধ্যায়

নামায শেষে প্রার্থনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

তাকবীর দ্বারা নামায শেষ হয়

হাদীস : ৮৯৫ ॥ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর নামাযের সমাপ্তি বুঝতে পারতাম তাকবীরের মাধ্যমে। -(বোখারী ও মুসলিম)

নামায শেষ করে দোয়া পড়তে হয়

হাদীস : ৮৯৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) সালাম ফিরাবার পর এ দোয়া পড়া পরিমাণ সময়ের অধিক বসতেন না, ‘হে আল্লাহ! তুমি শান্তিময় এবং তোমার কাছেই শান্তি। তুমি বরকতময়, হে প্রতাপ ও সম্মানের অধিকারী।’ -(মুসলিম)

নামায শেষে ইস্তেগফার পড়তে হয়

হাদীস : ৮৯৭ ॥ সওবান (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন নামায শেষ করে বিশ্রাম নিতেন, তিনবার ইস্তেগফার করতেন, তারপর বলতেন, “হে আল্লাহ! তুমি শান্তিময় এবং তোমার কাছেই শান্তি। তুমি বরকতময়, হে প্রতাপ ও সম্মানের অধিকারী।” -(মুসলিম)

ফরজ নামায শেষে আল্লাহর প্রশংসা করতে হয়

হাদীস : ৮৯৮ ॥ মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) বলেন, রাসূল (স) প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর বলতেন, “আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, এই বিশ্ব রাজত তাঁরই, তাঁরই প্রশংসা এবং তিনি সর্বশক্তিমান। হে আল্লাহ! তুমি যা চাও তা কেউ রোধ করতে পারে না এবং তুমি যা রোধ করতে চাও তা কেউ দিতে পারে না এবং কোন সম্পদশালীর সম্পদই তোমা হতে তাকে রক্ষা করতে পারে না।” -(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ্ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই

হাদীস : ৮৯৯ ॥ আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন নামাযের সালাম ফিরাতেন, উচ্চৈশ্বরে বলতেন, ‘আল্লাহ্ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই; তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই, তাঁরই রাজত্ব এবং তাঁরই প্রশংসা। তিনি সর্বশক্তিমান। অন্য কারো কোনো উপায় বা শক্তি নেই, আল্লাহর সাহায্য ছাড়া। আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। আমরা তাঁকে ছাড়া আর কাউকেও পূজি না। তাঁরই নেয়ামত, তাঁরই অনুগ্রহ, তাঁরই উত্তম প্রশংসা। আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। দীনকে আমরা একমাত্র তাঁরই জন্য মনে করি যদিও কাফেরগণ না পছন্দ করে।’ -(মুসলিম)

আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করতে হয়

হাদীস : ৯০০ ॥ সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি তাঁর সন্তানদেরকে এ কয়টি বাক্য শিক্ষা দিতেন এবং বলতেন, রাসূল (স) নামাযের পর এই সকল বাক্য দ্বারা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতেন, ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই কাপুরুষতা, কৃপণতা, অকর্মণ্য বয়স থেকে এবং তোমার কাছে আশ্রয় চাই দুনিয়ার ফিতনা ও কবরের শান্তি থেকে।’ -(বোখারী)।

আল্লাহ যাকে ইচ্ছা দান করেন

হাদীস : ৯০১ ৷ আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদিন নিঃশ্ব মুহাজিরগণ রাসূল (স)-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ঐশ্বর্যশালী লোকেরাই বড় বড় মর্যাদার সওয়াব ও স্থায়ী নিয়ামত নিয়ে গেলেন। রাসূল (স) বললেন, এটা কেমন কথা? তারা বললেন, ঐশ্বর্যশালী লোকেরাও নামায পড়েন যেমন আমরা নামায পড়ি, তাঁরাও রোযা রাখেন যেমন আমরা রোযা রাখি, কিন্তু তাঁরা দান-খয়রাত করেন আর আমরা দান-খয়রাত করতে পারি না, তাঁরা দাস-দাসী আযাদ করেন আর আমরা দাস-দাসী আযাদ করতে পারি না। এটা শুনে রাসূল (স) বললেন, আমি কি তোমাদের একটি বিষয় বলে দিব না, যা দ্বারা তোমাদের হতে এগিয়ে গেছে তাদের মর্তব্য লাভ করবে এবং যাদ্বারা তোমরা তোমাদের পরবর্তীদের চেয়ে এগিয়ে যাবে; আর তোমাদের হতে শ্রেষ্ঠতর কেহ হবে না, কিন্তু তোমরা যা করবে যদি তারা উহার অনুরূপ করে। তারা বললেন, হাঁ, বাতলাইয়া দিন ইয়া রাসূলুল্লাহ! রাসূল (স) বললেন, তোমরা প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩ বার ‘সোবহানাল্লাহ’ ‘আল্লাহ আকবর’ ও ‘আলহামদুলিল্লাহ’ বলবে। রাবী আবু সালেহ বলেন, অতপর দ্বিতীয়বার গরীব মুহাজিরগণ রাসূল (স)-এর খেদমতে এলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের ধনী ভাইগণও এটা শুনেছেন এবং তাঁরাও আমাদের অনুরূপ করছেন। তখন রাসূল (স) বললেন, এটা আল্লাহর দান, যাকে ইচ্ছা করেন তিনি তা দান করেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

কিন্তু আবু সালেহ থেকে পরবর্তী কথাগুলো শুধু মুসলিমই বর্ণনা করেছেন। বোখারীর অপর বর্ণনায় তেত্রিশ বারের পরিবর্তে দশবার ‘সোবহানাল্লাহ’ দশবার ‘আলহামদুলিল্লাহ’ ও দশবার ‘আল্লাহ আকবর’ বলার কথাই রয়েছে।

নামায শেষে তাসবীহ পড়া

হাদীস : ৯০২ ৷ হযরত কা'ব ইবনে উজরা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রত্যেক ফরয নামাযের পরে কতিপয় বাক্য অর্থাৎ, সেগুলি যারা বলবে বা করবে তারা কখনও নিরাশ হবে না- তেত্রিশ বার ‘সোবহানাল্লাহ’, তেত্রিশ বার ‘আলহামদুলিল্লাহ’ এবং চৌত্রিশ বার ‘আল্লাহ আকবর’। -(মুসলিম)

ফরজ নামায শেষে একশ' বার তাসবীহ পড়তে হয়

হাদীস : ৯০৩ ৷ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর তেত্রিশ বার ‘সোবহানাল্লাহ’, তেত্রিশ বার ‘আলহামদুলিল্লাহ’ এবং তেত্রিশ বার ‘আল্লাহ আকবর’ বলেছে, এ হল মোট নিরানব্বই বার, অতপর শত পূর্ণ করার জন্য বলেছে, ‘আল্লাহ ভিন্ন কোনো মা'বুদ নেই, তিনি একক, তাঁর সমস্ত গুনাহ মাফ করা হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনারানিশির ন্যায় (অধিকও) হয়। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শেষ রাতের প্রার্থনা কবুল হয়

হাদীস : ৯০৪ ৷ হযরত আবু উমামা বাহেলী (রা) বলেন, একদা রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন দোয়া দ্রুত কবুল হয়? তিনি বললেন, শেষ রাতের এবং ফরয নামাযের পরের দোয়া। -(তিরমিয)

নামাযে সূরা নাস ও ফালাক পড়া

হাদীস : ৯০৫ ৷ হযরত উকবা আমের (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাকে প্রত্যেক নামাযের পর ‘মুআক্কাত’ পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন। -(আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী ও বায়হাকী)

আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত আল্লাহকে স্মরণ করা

হাদীস : ৯০৬ ৷ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যারা ফজরের নামাযের পর হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময় বসে আল্লাহর স্মরণ করে তাদের সাথে যোগদান করাকে আমি ইসমাঈল বংশীয় চারজন (লোক) আযাদ করা হতেও উত্তম মনে করি। এরূপে যারা আসরের নামাযের পর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময় বসে আল্লাহর স্মরণ করে তাদের সাথে যোগদান করাকে চারজন (গোলাম) আযাদ করা হতে উত্তম মনে করি। -(আবু দাউদ)

হজ্জ ও ওমরার সওয়াব

হাদীস : ৯০৭ ৷ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআতের সাথে পড়েছে, অতপর সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে আল্লাহর যিকির করেছে, অতপর দু' রাকআত নফল নামায পড়েছে, তার জন্য হজ্জ ও ওমরার সওয়াবের ন্যায় সওয়াব রয়েছে।

আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) এটাও বলেছেন- পূর্ণ, পূর্ণ, পূর্ণ, (অর্থাৎ, পূর্ণ হজ্জ ও ওমরার)-(তিরমিযী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হযরত ওমর (রা)-এর জন্য দোয়া

হাদীস : ৯০৮ ৷ হযরত আব্বাস ইবনে কাসস তাবেরী বলেন, আমাদের এক ইমাম, যার উপ নাম আবু রেমসাহ, একদিন আমাদের নামায পড়ালেন, ভ্রাতৃপুত্র বললেন, একদা আমি এ নামায অথবা এর ন্যায় এক নামায রাসূল (স)-এর সাথে পড়লাম। অতপর তিনি (আবু রেমসাহ) বললেন, হযরত আবু বকর ও ওমর (রা) প্রথম সারিতে তাঁর ডান দিকেই দাঁড়াতেন। নামাযে অপর এ ব্যক্তিও উপস্থিত ছিলেন, যিনি প্রথম রাকআতেই শামিল হয়েছিলেন। রাসূল (স) আমাদের নামায পড়ালেন এবং নিজের ডান দিকে ও নিজের বাঁ দিকে সালাম ফিরালেন, যাতে আমরা তাঁর মুখমণ্ডলের ওস্তা দেখতে পেলাম। অতপর রাসূল (স) আবু রেমসাহর ন্যায় অর্থাৎ, আমার ন্যায় একদিকে সরে বসলেন। এ সময় সে ব্যক্তি, যিনি প্রথম রাকআতও পেয়েছিলেন, তিনি তাড়াতাড়ি সুন্নত পড়ার জন্য দাঁড়ালেন। এটা দেখে হযরত ওমর (রা) ঝট করে দাঁড়ালেন এবং তার বাহুমূলে নাড়া দিয়ে বললেন, বস! আহলে কিতাবগণ এ জন্যই ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের ফরয নামাযের ও সুন্নত নামাযের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। এটা দেখে রাসূল (স) মাথা উঠালেন এবং বললেন, হে খাতাবের পুত্র! আল্লাহ তোমাকে সদা সত্যের সন্ধান দান করুন (তুমি ঠিকই বলেছ) -(আবু দাউদ)

নামাযের শেষে পঞ্চাশবার আল্লাহ আকবার বলতে হয়

হাদীস : ৯০৯ ৷ হযরত যায়দ ইবনে সাবেদ (রা) বলেন, আমাদের বলা হয়েছিল- প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩ বার 'সোবহানালাহ', ৩৩ বার 'আলহামদুলিল্লাহ' এবং ৩৪ বার 'আল্লাহ আকবর' বলতে। এক রাতে এক আনসারীকে স্বপ্নে দেখান হলো এবং জিজ্ঞেস করা হলো যে, আপনাদের কি রাসূল (স) এত এতবার তাসবীহ ইত্তাদি করতে বলেছেন? আনসারী স্বপ্নেই উত্তর করলেন, হ্যাঁ। তখন স্বপ্নের ব্যক্তি বলল, সে তিনটিকে ৩৩ ও ৩৪ এর স্থলে পঁচিশ পঁচিশ বারে পরিণত করবেন এবং পঁচিশবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বাড়িয়ে দিবেন (তাতে একশত বার হইবে)। যখন ভোর হলো, সে আনসারী রাসূল (স)-এর কাছে গেলেন এবং ঘটনা প্রকাশ করলেন। তখন রাসূল (স) বললেন, তাই কর। - (আহমদ, নাসাই ও দারেমী)

প্রত্যেক নামাযের পরে আয়াতুল কুরসী পড়লে বেহেশতী

হাদীস : ৯১০ ৷ হযরত আলী (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি এ মিশরের কাছে দাঁড়িয়ে বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর 'আয়াতুল কুরসী' পড়বে, তার বেহেশতে প্রবেশ করতে মউত ছাড়া আর কিছুই বাধা জন্মাতে পারবে না। আর যে ব্যক্তি শয়নকালে পড়বে, আল্লাহ তায়ালা তার ঘর, তার প্রতিবেশীর ঘর এবং আশেপাশের আরও কতক ঘরকে নিরাপদে রাখবেন। -(বায়হাকী, ওআবুল ইমানে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, হাদীসটি যযীফ।) ২৫৫-২৬৫ * প্রথম অংশ সহীহ (নামায)। আর অপর অংশ জানি। মি. ১/৬০২

আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই দশবার বলতে হয়

হাদীস : ৯১১ ৷ হযরত আবদুর রহমান ইবনে গানম (রা) রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেন তিনি বলেছেন যে, মাগরিব ও ফজরের নামাযের পর সালাম ফিরার পরও পা প্রসারিত করার পূর্বে দশবার বলবে, "আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো অংশী নেই। তাঁরই জন্য সমস্ত প্রশংসা, তাঁরই সমস্ত কল্যাণ, তিনি জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান এবং তিনি সমস্ত বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান।" এ কথার জন্য প্রত্যেক শব্দের পরিবর্তে দশটি নেকী লেখা হবে, তার দশটি গুনাহ মুছে দেয়া হবে, তার দশটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়া হবে। এ ছাড়া এটা তার জন্য প্রত্যেক মন্দ কাজ হতে রক্ষাকবচস্বরূপ হবে এবং বিভাডিত শয়তান হতেও রক্ষাকবচ হবে। অধিকন্তু এটার বদৌলতে তাকে কোনো গুনাহ স্পর্শ করতে পারবে না শিরক ছাড়া এবং সে হবে সমস্ত মানুষ অপেক্ষা উত্তম আমলকারী। কিন্তু যে তার কথা হতেও উত্তম কথা বলবে, সে অবশ্য তা অপেক্ষাও উত্তম। -(আহমদ)

তিরমিযী এটার অনুরূপ হাদীস সাহাবী হযরত আবু যর প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। তাতে 'শিরক ব্যতীত' শব্দ পর্যন্ত ই রয়েছে। এ ছাড়া 'মাগরিবের নামায' এবং 'তাঁর হাতেই সমস্ত কল্যাণ' বাক্যদ্বয়ের বর্ণনা নেই। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ ও গরীব। ২৫৫-২৬০

ফজরের নামাযের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহকে স্মরণ করা

হাদীস : ৯১২ ৷ হযরত ওমর ইবনুল খাতাব (রা) বলেন, রাসূল (স) একবার নজদের দিকে একটি অভিযান প্রেরণ করলেন। তারা বহু গনীমতের মাল লাভ করল এবং দ্রুত ফিরে এল। এটা দেখে আমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি যে এ অভিযানে অংশগ্রহণ করেনি বলল, এ অভিযান অপেক্ষা এত দ্রুত প্রত্যাবর্তনকারী এবং শ্রেষ্ঠ গনীমত লাভকারী

আর কোনো অভিযান আমরা দেখিনি। এটা শুনে রাসূল (স) বললেন, আমি কি তোমাদের এমন এক দলের কথা বলব না, যারা এদের অপেক্ষাও গণীমতলাভে শ্রেষ্ঠ ও প্রত্যাবর্তনে দ্রুত? তারা সে দল, যারা ফজরের জামাআতে शामिल হয়েছে। অতপর সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে আল্লাহর স্মরণ করেছে, এটাই হলো প্রত্যাবর্তনের দ্রুত এবং গণীমতলাভে শ্রেষ্ঠ। তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, হাদীসটি গরীব।

২১২০ - ২১০

দ্বিতীয় অধ্যায়

নামাযের মধ্যে জায়েয এবং নাজায়েয

প্রথম পরিচ্ছেদ

এক নবী ভবিষ্যদ্বাণী

হাদীস : ৯১৩ ॥ হযরত মুয়াবিয়া ইবনে হাকাম (রা) বলেন, একদা আমি রাসূল (স)-এর সাথে নামায পড়ছিলাম, হঠাৎ লোকদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি হাটি দিল। আমি বললাম, ইয়ারহুমুল্লাহ। এতে লোক আমার দিকে তীর দৃষ্টি করতে লাগলো। আমি বললাম, কি হলো! তোমরা আমার দিকে এরূপ দৃষ্টি করছ কেন? এটা শুনে তারা তাদের উরুর উপর নিজেদের হাত মারতে লাগল। যখন আমি বুঝতে পারলাম যে, তারা আমাকে চূপ করাতে চাচ্ছে। কিন্তু চূপ করলাম। অতপর যখন রাসূল (স) নামায শেষ করলেন, তাঁর উপর আমার মাতা-পিতা কোরবান হোক। তাঁর অপেক্ষা উত্তম কোন মুআল্লেম (শিক্ষক) আমি তাঁর পূর্বেও দেখিনি এবং পরেও দেখিনি। খোদার কসম! তখন তিনি আমাকে না কোনরূপ তিরস্কার করলেন, না আমাকে মারলেন, আর না আমাকে গালি দিলেন; বরং বললেন, দেখ, এ নামায, এতে মানুষের কথার ন্যায় কোনো কথা বলা উচিত নয়। এটা শুধু তাসবীহ, তাকবীর ও আল্লাহর কুরআন পাঠেরই নাম। অথবা রাসূল (স) এটার অনুরূপ বললেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি এ সে দিন পর্যন্ত (অনৈসলামী) জাহেলিয়াতের (অভিজ্ঞতার) সাথে জড়িত ছিলাম। এমন সময় আল্লাহ আমাদের ইসলাম দান করেছেন। আচ্ছা, আমাদের মধ্যে কোনো লোক গণক ঠাকুরের কাছে যায় রাসূল (স) বললেন, তাদের কাছে যাবে না। আমি বললাম, আর আমাদের মধ্যে কতক লোক আছে, যারা যাত্রা ইত্যাদিতে শুভাশুভ বিচার করে থাকে। তিনি বললেন, এটা একটি বিষয় বটে, যা মানুষ নিজেদের অন্তরে অনুভব করে থাকে, তবে এটা যেন তাদের সংকল্প হতে বিচ্যুত না করে। তিনি বলেন, আমি পুন জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আর আমাদের মধ্যে কতক লোক মাটিতে রেখা টেনে ভবিষ্যদ্বাণী ইত্যাদি করে থাকে। রাসূল (স) বললেন, হ্যাঁ, নবীগণের মধ্যে একজন নবী এরূপ করতেন, যদি এটার রেখা সে নবীর রেখার অনুরূপ হয় তবে তো ঠিক। -(মুসলিম)

প্রথম দিকে নামাযের সালামে জবাব দেয়া হত

হাদীস : ৯১৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) নামাযে আছেন এমন অবস্থায় আমরা তাঁকে সালাম করতাম এবং তিনিও আমাদের সালামের উত্তর দিতেন। কিন্তু যখন আমরা নাজ্জাশীর কাছে হতে প্রত্যাবর্তন করলাম এবং তাঁকে নামায অবস্থায় সালাম করলাম, তিনি তাঁর উত্তর দিলেন না। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আগে আমরা আপনাকে নামাযের মধ্যে সালাম করতাম আর আপনি আমাদের উত্তর দিতেন? রাসূল (স) বললেন, নামাযের মধ্যে একটি মহৎ কাজ রয়েছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

সিজদার জায়গার মাটি বা কঙ্কর সরান যাবে

হাদীস : ৯১৫ ॥ হযরত মুআইকের (রা) রাসূল (স) হতে সে ব্যক্তি সম্পর্কে বর্ণনা করেন, যে নামাযের মধ্যে সিজদার স্থানের মাটি সমান করে। তিনি বললেন, যদি তা তোমার করতেই হয় তবে শুধু একবার করবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

নামাযরত অবস্থায় কোমরে হাত রাখা যাবে না

হাদীস : ৯১৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন নামাযের মধ্যে কোমরে হাত রেখে দাঁড়াতে। -(বোখারী ও মুসলিম)

নামাযের মধ্যে এদিক সেদিক তাকানো যাবে না

হাদীস : ৯১৭ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একবার আমি রাসূল (স)-কে নামাযের মধ্যে এদিক-সেদিক দেখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি উত্তর করলেন, এটা হচ্ছে শয়তানের ছোঁ মারা। শয়তান ছোঁ মেরে বান্দার নামাযের কিছু পূর্ণতা নিয়ে যায়। -(বোখারী ও মুসলিম)

দোয়া করার সময় উপরের দিকে তাকানো নিষেধ

হাদীস : ১১৮ । হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যারা নামাযের মধ্যে দোয়ায় আসমানের দিকে দৃষ্টি উঠায়, তারা হয়ত তাদের এ কাজ হতে বিরত থাকবে, না হয় তাদের চোখের জ্যোতি কেড়ে নেয়া হবে। -(মুসলিম)

নামাযের সময় সন্তান কাঁধে রাখা যায়

হাদীস : ১১৯ । হযরত আবু কাতাদাহ (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে লোকের ইমামতি করতে দেখেছি, অথচ তখন আবুল আসের কন্যা উমামা তাঁর কাঁধের উপর ছিল। তিনি যখন রুকু করতেন তাকে নামিয়ে দিতেন, আর যখন সিজদা হতে মাথা তুলতেন পুনরায় উঠিয়ে নিতেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

নামাযের মধ্যে হাই তোলা নিষেধ

হাদীস : ১২০ । হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কারও নামাযের মধ্যে হাই আসে তখন সে যেন যথাসাধ্য চেপে রাখে। কেননা, শয়তান তখন তার মুখে প্রবেশ করে। -(মুসলিম)

বোখারীর এক বর্ণনায় হযরত আবু হুরায়রা কর্তৃক বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কারও নামাযের মধ্যে হাই আসে, তখন সে যেন আপন শক্তি অনুযায়ী রোধ করতে চেষ্টা করে এবং 'হা' করে মুখ খুলে না দেয়। নিশ্চয়, এটা শয়তানের পক্ষ হতেই হয়ে থাকে, শয়তান তখন হাসে।

দুষ্ট জিন রাসূল (স)-এর নামায নষ্ট করেছিল

হাদীস : ১২১ । হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, একটি দুষ্ট জিন গত রাতে আমার কাছে আসে যাতে আমার নামায নষ্ট করে দেয়, তবে আল্লাহ তায়ালা আমাকে তার উপর ক্ষমতা দান করেন এবং আমি তাকে ধরে ফেলি। অতপর আমি তাকে ধরে মসজিদের একটি খামের সাথে বেঁধে রাখতে ইচ্ছা করি যাতে তোমরা সকলেই তাকে দেখতে পাও কিন্তু তখন আমি আমার ভাই সুলায়মান নবীর দো'আ স্মরণ করি। তিনি দোয়া করেছিলেন, 'হে পরওয়ারদেগার! আমাকে এমন একটি রাজ্য (ক্ষমতা) দান কর, যা আমার পর আর কারও জন্য না হয়।' অতপর আমি তাকে লাঞ্চিত অবস্থায় ছেড়ে দিই। -(বোখারী ও মুসলিম)

নামাযে কিছু ঘটলে জ্বীলোকেরা হাত মারবে

হাদীস : ১২২ । হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন কারও নামাযের মধ্যে কিছু ঘটে তখন সে যেন 'সোবহানাল্লাহ' বলে। কেননা, হাতের উপর হাত মারা জ্বীলোকে জন্যই। অপর এক বর্ণনায় আছে-'সোবহানাল্লাহ' বলা পুরুষের জন্য এবং হাতের উপর হাতমারা জ্বীলোকের জন্য। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নামাযের মধ্যে কথা বলা নিষেধ

হাদীস : ১২৩ । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, হাবশা গমনের পূর্বে আমরা রাসূল (স)-কে তাঁর নামাযে থাকা অবস্থায় সালাম করতাম, আর তিনি আমাদের উত্তর দিতেন। যখন আমরা হাবশা হতে প্রত্যাবর্তন করলাম, তাঁর কাছে আসলাম এবং তাঁকে নামাযে পেলাম। আমি তখন তাঁকে সালাম করিলাম; কিন্তু তিনি আমার উত্তর দিলেন না, যাবৎ না নামায শেষ করলেন। অতপর বললেন আল্লাহ তাঁর ইচ্ছানুসারে নতুন হুকুম করেন। এবার তিনি যে সকল নতুন হুকুম করেছেন তার মধ্যে একটি হল, 'তোমরা নামাযের মধ্যে কথা বলাবে না।' এটা বলার পর আমার সালামের উত্তর দিলেন। তারপর বললেন, নামায শুধু কোরআন পাঠ ও শুধু আল্লাহর যিকিরের জন্যই। সুতরাং যখন তুমি নামাযে থাকবে তখন তোমার কাজ যেন এটাই হয়। -(আবু দাউদ)

হাতের ইশারার সালামের জবাব দেওয়া যায়

হাদীস : ১২৪ । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, একদিন আমি হযরত বেলাল (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, (পূর্বে) তাঁরা যখন নামাযে রত থাকা অবস্থায় রাসূল (স)-কে সালাম দিতেন তিনি কিরূপে তাঁদের উত্তর দিতেন? বেলাল বলেন, রাসূল (স) হাতের দ্বারা ইশারা করতেন। -(তিরমিযী)

নাসায়ীও অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন; কিন্তু বেলালের স্থলে হযরত সুহায়বকে জিজ্ঞেস করার কথাই রয়েছে।

টীকা :

হাদীস নং : ১১৮ । সুবহানাল্লাহ বা হাতে তালি দেয়া হয় এজন্য যে, যাতে অন্যেরা বুঝতে পারে যে, সে নামাযে আছে। ডান হানের বুক বা হাতের পিঠের ওপর মারবে।

নামাযের মধ্যে হাঁচি দেওয়া যায়

হাদীস : ৯২৫ ॥ হযরত রেফাআ ইবনে রাফে' (রা) বলেন, একদা আমি রাসূল (স)-এর পেছনে নামায পড়ছিলাম হঠাৎ আমার হাঁচি আসল। তখন আমি বললাম, “আল্লাহর প্রশংসা-বহু প্রশংসা, পবিত্র প্রশংসা, বরকতময় প্রশংসা, বরকতজনক প্রশংসা, যে প্রশংসাকে আমাদের প্রভু ভালবাসেন ও পছন্দ করেন।” রাসূল (স) যখন নামায শেষ করলেন জিজ্ঞেস করলেন, নামাযের মধ্যে কে এ কথাগুলো বলল? কেহ উত্তর করিলেন না। তিনি দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন; কিন্তু কেউ উত্তর করিলেন না। তিনি তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন। রেফাআ বলেন, তখন আমি (ভয়ে ভয়ে) উত্তর করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি। রাসূল (স) বললেন, খোদার কসম, আমি দেখিয়াছি-ত্রিশের উপর ফেরেশতা তাড়াহুড়া করছে কে কার পূর্বে এটা নিয়ে উপরে উঠবেন। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাই)

হাই শয়তানের পক্ষ থেকে হয়

হাদীস : ৯২৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নামাযের মধ্যে হাই শয়তানের পক্ষ হতেই। সুতরাং যখন তোমাদের কারও হাই আসে তখন সে যেন সাধ্যানুযায়ী রোধ করতে চেষ্টা করে। -(তিরমিযী)

তিরমিযী ও ইবনে মাজাহর অপর এক বর্ণনায় আছে- সে যেন হাত আপন মুখের উপর রাখে।

মসজিদে গমন করলেই নামাযের মধ্যে গণ্য হয়

হাদীস : ৯২৭ ॥ হযরত কা'ব ইবনে উজরা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ অযু করে এবং আপন অযুকে উত্তমরূপে সমাধা করেন, অতপর নামাযের সংকল্প সহকারে মসজিদের দিকে যেতে থাকে, তখন সে যেন আপন অঙ্গুলীসমূহের মধ্যে ‘তশবীক’ না করে। কেননা, সে তখন নামাযের মধ্যেই আছে। -(আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাই ও দারেমী)

নামাযের মধ্যে এদিক সেদিক ডাকানো উচিত নয়

হাদীস : ৯২৮ ॥ হযরত আবু যর গিফারী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দার দিতে (রহমতের) দৃষ্টি করিতে থাকেন যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা নামাযে রত থাকে এবং এদিক সেদিক না দেখে। যখন সে এদিক সেদিক দেখতে থাকে তখন আল্লাহ তায়ালা আপন দৃষ্টি ফিরিয়ে লন। -(আহমদ, আবু দাউদ, নাসাই ও দারেমী)

সিজদার জায়গায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হয় ১১২০-১১২১*

হাদীস : ৯২৯ ॥ হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (স) বলেছেন, হে আনাস! তোমার দৃষ্টিকে তথায় নিবদ্ধ রাখবে যেখায় তুমি সিজদা দাও। -(বায়হাকী) ১১২০-১১২১ + এটি তথ্যে সত্য

নামাযের মধ্যে এদিক সেদিক দেখা ফরসের কারণ

হাদীস : ৯৩০ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) বললেন- বাবা, নামাযের মধ্যে কখনও এদিক সেদিক দেখিবে না। নামাযের মধ্যে এদিক সেদিক দেখা ফরসের কারণ। একান্তই যদি দেখতে হয় তাহলে নকলে, ফুরয়ে নহে। -(তিরমিযী)

রাসূল (স) নামাযে ডানে বাঁ দেখতেন ১১২২-১১২৩

হাদীস : ৯৩১ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) নামাযের মধ্যে ডানে-বাঁ দেখতেন; কিন্তু ঘাড় পিঠের দিকে মোড়াতেন না। -(তিরমিযী ও নাসাই)

নামাযের মধ্যে হাই, তন্দ্রা আসা শয়তানের কাজ

হাদীস : ৯৩২ ॥ হযরত আদী ইবনে সাবেত আপন পিতার মাধ্যমে আপন দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) বলেছেন, হাঁচি, তন্দ্রা ও হাই তোলা নামাযের মধ্যে আর হারয়ে ও বমি আসা এবং নাক হতে রক্ত পড়া শয়তানের পক্ষ হতে। -(তিরমিযী)

রাসূল (স) নামাযের মধ্যে কাঁদতেন ১১২৪-১১২৫

হাদীস : ৯৩৩ ॥ তাবেরী হযরত মুতাররেফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে শিখরীর তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি একবার রাসূল (স)-এর কাছে গেলাম, তখন তিনি নামায পড়ছিলেন আর তার ছিনায় ডেগের ফুটন শব্দের ন্যায় শব্দ হচ্ছিল অর্থাৎ, তিনি কাঁদছিলেন। অপর বর্ণনায় আছে- তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে নামায পড়তে দেখলাম, তখন তাঁর ছিনায় ক্রন্দনের দরুন জাঁতা পেয়ার ন্যায় শব্দ হচ্ছিল! -(আহমদ)*

এছাড়া পৃথকভাবে নাসাই প্রথমটি এবং আবু দাউদ দ্বিতীয়টি বর্ণনা করেছেন।

নামাযের সময় আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হয়

হাদীস : ৯৩৪ ॥ হযরত আবু যর গিফারী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ নামাযে দাঁড়ায় তখন সে যেন তার সামনের কঁকর মুছার চেষ্টা না করে। কেননা, তখন আল্লাহর রহমত তার সম্মুখীন রয়েছে। -(আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাই ও ইবনে মাজাহ) ১১২৬-১১২৭

*এর মনদে 'আবু নুসর' নামে- ফরসের অপর দিকের বর্ণনা রয়েছে।

নামাযের মধ্যে মুখ মণ্ডলে ধূলাবাণি লাগতে পারে

হাদীস : ৯৩৫ । উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, রাসূল (স) আফলাহ নামীয় আমাদের এক যুবক (ক্রীতদাস)-কে দেখলেন, সে যখন সিজদা করতে যায় (ধূলাবাণি সরানোর জন্য) হুঁ দেয়, তখন রাসূল (স) বললেন, হে আফলাহ! তোমার মুখমণ্ডলে ধূলাবাণি লাগতে দাও। - (তিরমিযী) হাফ্‌য - ২১৬

নামাযের মধ্যে কোমরে হাত দিলে দোষবী

হাদীস : ৯৩৬ । হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নামাযের মধ্যে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ান দোষবীদের শান্তিলাভের চেষ্টাতুল্য। - (শরহে সুন্নাহ) হাফ্‌য - ২১৭

নামাযের মধ্যে সাপ ও বিছু মারা যায়

হাদীস : ৯৩৭ । হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দু'ধরনের কালো শত্রুকে নামাযের মধ্যেও মারতে পার সাপ ও বিছু। - (আহমদ, আবু দাউদ ও তিরমিযী এবং নাসাঈ অনুরূপ অর্থে।)

প্রয়োজনে নামাযের স্থান পরিবর্তন করা যায়

হাদীস : ৯৩৮ । হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) নফল নামায পড়ছিলেন; আর দরজা বন্ধ ছিল। আমি এসে দরজা খুলতে চাইলাম। তখন তিনি কিছু হেঁটে আমার জন্য দরজা খুলে দিলেন। অতপর আপন নামাযের জায়গায় প্রত্যাবর্তন করলেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, অবশ্য দরজাটি কেবলার দিকে ছিল। - (আহমদ, আবু দাউদ ও তিরমিযী নাসাঈও অনুরূপ)

বায়ু নিঃসরণের পর অযু করতে হয়

হাদীস : ৯৩৯ । হযরত তালক ইবনে আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ নামাযের মধ্যে বায়ু নির্গত করে, সে যেন সরে যায় এবং অযু করে নেয়। অতপর নামায পুনরায় পড়ে। - (আবু দাউদ। আর তিরমিযী কম বেশীর সহিত) হাফ্‌য - ২১৮

নামাযের মধ্যে বায়ু বের হলে নামায ছেড়ে দিবে

হাদীস : ৯৪০ । হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ আপন নামাযের মধ্যে বাতকর্ম করবে, তখন সে যেন আপন নাক ধরে বের হয়ে যায়। - (আবু দাউদ)

সালামের পর বায়ু বের হলে নামায হয়ে যায়

হাদীস : ৯৪১ । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ আপন নামাযের শেষ দিকে সালামের পূর্বক্ষণে বসে আছে এমন সময় বাতকর্ম করে, তাহলে তার নামায হয়ে গেছে। হাদীসটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, সন্দেহ দৃঢ় নহে; বরং মুজতারাব। হাফ্‌য - ২১৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জুনুব অবস্থায় নামায জায়েয নেই

হাদীস : ৯৪২ । হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) নামাযের জন্য বের হলেন। যখন নামাযের তাকবীর বললেন নামায ছেড়ে দিলেন এবং তাদের ইশারা করলেন, তোমরা যেমন আছ থাক! অতপর বের হয়ে গেলেন এবং গোসল করলেন। তারপর তাঁর মাথার পানি ঝরছে এ অবস্থায় আসলেন এবং তাদের নামায পড়ালেন। যখন নামায শেষ করলেন, বললেন, আমি অশৌচ (জুনুব) অবস্থায় ছিলাম, অথচ গোসল করতে ভুলে গিয়েছিলাম। - (আহমদ, মালিক আতা ইবনে ইয়াসার হতে মুরসালরূপে)

গরমের কারণে সিজদার সময় কপালের নীচে কিছু দেওয়া

হাদীস : ৯৪৩ । হযরত জাবির (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-এর সাথে যোহরের নামায পড়তাম। খুব বেশি গরমের কারণে আমি এক মুষ্টি কাঁকর নিভাম যাতে আমার হাত শীতল হয়ে যায় এবং কপালের নীচে রেখে চাঁদরের উপর আমি সিজদা দিতে পারি! - (আবু দাউদ, নাসাঈ এটার অনুরূপ।)

টীকা :

হাদীস নং : ৯৪৭ । সন্তবত : এটা এক কিংবা দু'বার চেষ্টা করা সম্পর্কে বলা হয়েছে। দু'বারের বেশি লে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে বলে ফকীহগণ মনে করেন।

শয়তান নামাযের আত্মনের ফুলকি দিয়ে আসে

হাদীস : ৯৪৪ । হযরত আবুদুদারদা (রা) বলেন, রাসূল (স) নামাযে দাঁড়িয়েছিলেন, এমতাবস্থায় ওনলাম তিনি বলেছেন, “আমি তোমা হতে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।” অতপর বললেন, “আল্লাহর অভিলাপ দ্বারা আমি তোমায় অভিলাপ করি” তিনবার করে এবং আপন হস্ত প্রসারিত করলেন যেন তিনি কি জিনিস ধরছেন। যখন তিনি নামায হতে অবসর গ্রহণ করলেন, আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ নামাযে আমরা আপনাকে এমন কতক কথা বলতে ওনলাম যা ইতঃপূর্বে কখনও বলতে শুনি নাই এবং আমরা দেখলাম যে, আপনি আপনার হস্তও প্রসারিত করলেন। তিনি বললেন, আল্লাহর শত্রু ইবলীস আত্মনের একটা ফুলকি নিয়ে এসেছিল যাতে আমার চেহারায় নিক্ষেপ করে। তাই আমি তিনবার বললাম, আমি তোমা হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই, অতপর আমি তিনবার বললাম, আমি আল্লাহর পূর্ণ লানত দ্বারা তোমাকে লানত করি। কিন্তু সে হটল না। তারপর আমি তাকে ধরতে ইচ্ছা করি। খোদার কসম, যদি আমার ভাই সুলায়মান নবীর দোয়া না হত, তাহলে সকাল পর্যন্ত সে এখানে বাঁধা থাকিত এবং মদীনায় হেলেরা তাকে নিয়ে খেলা করত। —(মুসলিম)

নামাযের মধ্যে ইশারা করে সালামের জবাব দেওয়া যায়

হাদীস : ৯৪৫ । তাবেরী হযরত নাকে বলেন, একদা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) এক ব্যক্তির কাছে দিয়ে গেলেন, তখন সে নামায পড়ছিল এবং তাকে সালাম করলেন। সে ব্যক্তির দ্বারা উত্তর দিল। অতপর তিনি তার কাছে আসলেন এবং বললেন, যখন তোমাদের কাউকেও নামায অবস্থায় সালাম করা হয় তখন সে যেন ব্যক্তির দ্বারা সালামের উত্তর না দেয়; বরং আপন হাতের দ্বারা ইশারা করে। —(মালিক)

তৃতীয় অধ্যায়

সিজদায়ে সহু

প্রথম পরিচ্ছেদ

নামাযে সন্দেহ হলে সিজদায়ে সাহু করতে হয়

হাদীস : ৯৪৬ । হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন নামায পড়তে দাঁড়ায়, তখন শয়তান তার কাছে এসে তার নামাযের মধ্যে গোলাযোগ ঘটায়। এমন কি সে বলতে পারে না যে, নামায কয় রাকআত পড়েছে। সুতরাং যখন তোমাদের কেউ এরূপ অবস্থা দেখবে সে যেন বসা থাকতে দু’টি সিজদা করে। —(বোখারী ও মুসলিম)

নামাযে সন্দেহ হলে দু’টি সিজদা করবে

হাদীস : ৯৪৭ । তাবেরী আতা ইয়াসার (রা) হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কারও নামাযের মধ্যে সন্দেহ হয় এবং সে বলতে না পারে, সে কয় রাকআত পড়ছে—তিনি কি চার, তখন সে যেন সন্দেহ (যুক্ত রাকআত)—কে পরিত্যাগ করে এবং নিশ্চিত (তিনি) রাকআতের উপরই ভিত্তি স্থাপন করে। অতপর সালাম ফিরাবার পূর্বে দু’টি সিজদা করে। যদি সে বাস্তবে পাঁচ রাকআতই পড়ে থাকে, তাহলে এ দু’টি সিজদা তার নামাযকে (বিজোড় হতে) জোড়ে পরিণত করবে। যদি সে বাস্তবে চার রাকআতই পড়ে থাকে, তাহলে এ দু’টি সিজদা শয়তানের ষিঙ্কাশ্বরূপ হবে। —(মুসলিম)

কিন্তু ইমাম মালিক আতা হতে এটা মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। মালেকের অপর বর্ণনায় আছে, যদি সে বাস্তবে পাঁচ রাকআতই পড়ে থাকে তাহলে এ দু’টি সিজদা দ্বারা জোড় (ছয় রাকআত) করে নিবে।

রাসূল (স) যোহরের নামায পাঁচ রাকআত পড়েছিলেন

হাদীস : ৯৪৮ । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) একবার যোহরের নামায পাঁচ রাকআত পড়লেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো— ইয়া রাসূলাল্লাহ! যোহরের নামায কি এক রাকআত বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে? তিনি বললেন, সে আবার কি? তাঁরা বললেন, রাসূল (স) নামায যে পাঁচ রাকআত পড়লেন। তিনি বললেন, সে আবার কি? তাঁরা বললেন, নামায যে পাঁচ রাকআত পড়লেন। এটা শুনে তিনি সালাম ফিরাবার পর দু’টি সিজদা করলেন। অপর বর্ণনায় আছে—তিনি বললেন, আমিও তোমাদের ন্যায় একজন মানুষই। আমিও ভুল করে থাকি তোমারা যেরূপ ভুল করে থাক। সুতরাং আমি যখন কিছু ভুলে যাই তখন তোমাদের আমাকে স্মরণ করিয়ে দিবে। অতপর রাসূল (স) বললেন, যখন তোমাদের কারও নামাযের মধ্যে সন্দেহ হয়, তখন সে যেন সত্যে উপনীত হবার জন্য চেষ্টা (তাহাররী) করে এবং চেষ্টার ফলের উপর ভিত্তি করে বাকী নামায সমাপ্ত করে। অতপর সালাম ফিরায়, তারপর দু’টি সিজদা করে। —(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স)-এর জোহর অথবা আসর নামায ভুল হয়েছিল

হাদীস : ৯৪৯ ৥ তাবেরী হযরত ইবনে সীরীন হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেন, একদা রাসূল (স) আমাদের নিয়ে অপরাহ্নের দু'টি নামাযের মধ্যে (যোহর ও আসর) একটি নামায পড়লেন। ইবনে সীরীন বলেন, আবু হুরায়রা (রা) সে নামাযের নাম বলেছিলেন; কিন্তু আমি ভুলে গিয়েছি। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, তিনি আমাদের নিয়ে দু'রাকআত পড়লেন, তারপর সালাম ফিরিয়ে দিলেন। অতপর মসজিদে এলোপাড়াড়ি রাখা একটি কাঠের সাথে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালেন- যেন তিনি খুব রাগান্বিত এবং নিজের ডান হাতকে বাঁ হাতের উপর রেখে নিজের অভুলীসমূহকে পরস্পরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন এবং আপন ডান মুখমণ্ডলকে আপন বাঁ হাতের পিঠের উপর রাখলেন। ইত্যবসরে তুরান্বিতকারী লোকেরা মসজিদের বিভিন্ন দরজা দিয়ে বের হয়ে পড়ল এবং লোক মনে করতে লাগল, নামায বুঝি আল্লাহর পক্ষ হতেই সংক্ষেপ করা হলো। অথচ লোকদের মধ্যে হযরত আবু বকর এবং ওমর (রা) ছিলেন; কিন্তু তারাও তাকে জিজ্ঞেস করতে ভয় পেলেন। লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল, যার হস্তদ্বয় ছিল লম্বা এবং যাকে বলা হত 'যুল ইয়াদাইন'। সে সাহস করে বলল, ইয়া রাসূল্লাহ! আপনি কি ভুলে গেছেন, না নামাযই সংক্ষেপ হয়ে গেল? রাসূল (স) বললেন, আমি ভুলে যাইনি এবং নামায সংক্ষেপও হয়নি। অতপর তিনি লোকদের জিজ্ঞেস করলেন, যুল ইয়াদাইন যাহা বলতেছে ব্যাপার কি তাই? তারা উত্তর করলেন, হ্যাঁ তাই। এটা শুনে তিনি সামনে গেলেন এবং যা ছুটে গিয়েছিল তা পূর্ণ করলেন। অতপর সালাম ফিরালেন। তারপর পুনরায় তাকবীর বললেন এবং সিজদা করলেন পূর্বের সিজদার ন্যায় কিংবা তদপেক্ষাও কিছু দীর্ঘ। অতপর আপন মাথা উঠালেন এবং তাকবীর বললেন। পুনরায় তাকবীর বললেন ও সিজদা করলেন পূর্বের সিজদার ন্যায় কিংবা তদপেক্ষাও কিছু দীর্ঘ। অতপর আপন মাথা উঠালেন এবং তাকবীর বললেন। পুনরায় তাকবীর বললেন ও সিজদা করলেন পূর্বের সিজদার ন্যায় কিংবা তদপেক্ষাও কিছু দীর্ঘ। অতপর আপন মাথা উঠালেন এবং তাকবীর বললেন। এ ঘটনা বর্ণনা করার পর লোক ইবনে সীরীনকে জিজ্ঞেস করলেন, আবু হুরায়রা (রা) কি এটাও বলেছিলেন যে, অতপর রাসূল (স) সালাম ফিরালেন? উত্তরে ইবনে সীরীন বলেন, আমি এ সংবাদ পেয়েছি যে, সাহাবী ইমরান ইবনে হুসাইন বলেছেন, অতপর রাসূল (স) সালাম ফিরালেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

কিন্তু তাঁদের অপর বর্ণনায় আছে, রাসূল (স) আমি ভুলিও নি এবং নামায সংক্ষেপও হয়নি বাক্যের পরিবর্তে বলেছেন, 'এতদভয়ের কোনটাই হয়নি।' তখন যুল ইয়াদাইন বললেন, ইয়া রাসূল্লাহ! এ দুয়ের একটা নিশ্চয় হয়েছে।

নামায ভুল হলে সালামের পূর্বে দু'টি সিজদা করতে হয়

হাদীস : ৯৫০ ৥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুহায়না (রা) বলেন, রাসূল (স) তাদের যোহরের নামায পড়ালেন। কিন্তু প্রথম দু'রাকআতের পর না বসেই দাঁড়িয়ে গেলেন এবং লোকও তার সাথে দাঁড়িয়ে গেল। এমনকি যখন তিনি নামায প্রায় পূর্ণ করলেন আর লোক শেষ সালামের অপেক্ষা করতে লাগল, তখন তিনি বসা অবস্থায়ই তাকবীর বললেন, অতপর সালামের পূর্বে দু'টি সিজদা করলেন, তারপর সালাম ফিরালেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নামায ভুল হলে সিজদায়ে সাহু হলো সমাধান

হাদীস : ৯৫১ ৥ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন, রাসূল (স) তাদের ইমামতি করলেন এবং ভুল করলেন, অতপর দু'টি সিজদা করলেন, তারপর তাশাহুদ পড়লেন এবং এর পর সালাম ফিরালেন। -(তিরমিযী, তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান, কিন্তু গরীব)

সিজদায়ে সাহু না দিলে নামায শুদ্ধ হবে না

হাদীস : ৯৫২ ৥ হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন ইমাম প্রথম দু'রাকআতের পর না বসে দাঁড়িয়ে যায়, তখন যদি সে সোজা হয়ে দাঁড়াবার পূর্বে স্মরণ করে, তাহলে যেন পুনরায় বসে পড়বে। হ্যাঁ, যদি সে সম্পূর্ণ সোজা হয়ে যায় তাহলে সে যেন না বসে; বরং সাহুর জন্য দু'টি সিজদা করে। -(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) আসরের নামাযে তিন রাকআতে সালাম ফিরালেন

হাদীস : ৯৫৩ ৥ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) আসরের নামায পড়ালেন এবং তিন রাকআতে সালাম ফিরিয়ে দিলেন। অতপর আপন ঘরে প্রবেশ করলেন। এটা দেখে এক ব্যক্তি তার কাছে গেল যার নাম ছিল খেরবাক এবং যার হস্তদ্বয় ছিল কিছুটা দীর্ঘ এবং বলল, ইয়া রাসূল্লাহ! অতপর তাকে তার নামাযের ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিল। রাসূল (স) রাগান্বিত হয়ে আপন চাদর টানতে টানতে বের হয়ে আসলেন এবং যখন মানুষের কাছে পৌঁছলেন,

বললেন, এ সত্য বলছে কি? তারা উত্তর করলেন, হ্যাঁ। তখন রাসূল (স) বাকী এক রাকআত পড়ে নিলেন অতপর সালাম ফিরালেন। তারপর সাহুর জন্য দু'টি সিজদা করলেন এবং পুনরায় সালাম ফিরালেন। -(মুসলিম)

নামাযে রাকআত কম হলে পুনরায় কম রাকআত পড়তে হয়

হাদীস : ১৫৪ । হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি নামায পড়তে (রাকআত) কম হয়েছে বলে সন্দেহ করে, সে যেন আর এক রাকআত পড়ে লয়। যাতে সন্দেহ হয় যে, সে এক রাকআত বেশী পড়ল। -(আহমদ)

চতুর্থ অধ্যায় তিলাওয়াতে সিজদা প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) সূরা আন-নাযমে সিজদা করলেন

হাদীস : ১৫৫ । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) সূরা আন নাযমে সিজদা করেছেন এবং তার সাথে মুসলমানগণ ও মুশরিকগণ এবং জিন ও ইনসান সকলেই সিজদা করেছে। -(বোখারী)

রাসূল (স) সূরা আলাকে সিজদা করেছেন

হাদীস : ১৫৬ । হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমরা রাসূল (স)-এর সাথে সূরা ইয়াসসামাউন শাক্কাত এবং সূরা ইকরা-বিসমি রাক্বিকাতে সিজদা করেছি। -(মুসলিম)

সিজদার আয়াত পাঠ করলে সিজদা দিতে হয়

হাদীস : ১৫৭ । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) সিজদার আয়াত পাঠ করতেন আর আমরা তার কাছে থাকতাম, তখন তিনি সিজদা করতেন এবং আমরাও তাঁর সাথে সিজদা করতাম। তখন এমন ভীড় হত, যার কারণে আমাদের কেউ কেউ আপন কপাল রাখার জন্য কোন স্থান পেত না, যাতে সে সিজদা করে। -(বোখারী ও মুসলিম)

কুরআনের সিজদার আয়াতসমূহে সিজদাহ দিতে হয়

হাদীস : ১৫৮ । হযরত যায়দ ইবনে সাবিত আনসারী (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-এর কাছে সূরা ওয়াননাযম পাঠ করলাম, কিন্তু তিনি তাতে সিজদা করলেন না। -(বোখারী ও মুসলিম)

সূরা সোয়াদে সিজদার আয়াত আছে

হাদীস : ১৫৯ । হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, সূরা ছোয়াদ-এর সিজদা জরুরী সিজদাসমূহের অন্তর্গত নয়, তবে আমি রাসূল (স)-কে তাতে সিজদা করতে দেখেছি। অপর এক বর্ণনায় আছে, মুজাহিদ বলেন, আমি ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি সূরা ছোয়াদ-এ সিজদা করব? উত্তরে তিনি এ আয়াত; 'তাঁর (ইব্রাহীমের) বংশধরগণের মধ্যে হচ্ছে দাউদ ও সুলায়মান' পাঠ করতে করতে এ বাক্য পর্যন্ত পৌঁছলেন-“সুতরাং তাদের আদর্শের অনুসরণ কর।” অতপর বললেন, তোমাদের নবী (স) ও তাদেরই একজন যাদের আদর্শের অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। -(বোখারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সূরা হজ্জে দুটি তেলাওয়াতে সিজদা আছে

হাদীস : ১৬০ । হযরত আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাকে কুরআনে পনেরটি সিজদা পড়িয়েছেন। তার মধ্যে তিনটি 'মুফাসসাল' সূরাসমূহে এবং সূরা হজ্জে দুটি সিজদা। -(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

যদি সিজদা না করে তবে তেলাওয়াতে সিজদা পড়বে না ২১৫০-২০৮

হাদীস : ১৬৩ । হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলান্নাহ! সূরা হজ্জের মর্যাদা সমধিক-যেহেতু উহাতে দুটি সিজদা রয়েছে। তিনি বললেন, হ্যাঁ, যে ব্যক্তি সে দুটি সিজদা না করে, সে যেন সে দুটি (আয়াতই) না পড়ে। -(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

যদি সিজদা না করে তবে তেলাওয়াতে সিজদা পড়বে না

হাদীস : ১৬১ । হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলান্নাহ! সূরা হজ্জের মর্যাদা সমধিক-যেহেতু উহাতে দুটি সিজদা রয়েছে। তিনি বললেন, হ্যাঁ, যে ব্যক্তি সে দুটি সিজদা না করে, সে যেন সে দুটি (আয়াতই) না পড়ে। -(আবু দাউদ ও তিরমিযী) ২১৫০-২০২

রাসূল (স) রুকু'র পূর্বে সিজদা করলেন

হাদীস : ৯৬২ । হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, একবার রাসূল (স) যোহরের নামাযে (রুকু'র পূর্বে) একটি সিজদা করলেন। অতপর দাঁড়ালেন; তারপর (নিয়মিত) রুকু' করলেন। এতে সকলে মনে করল, রাসূল (স) সূরা তানখীলুস সিজদা পাঠ করেছেন, যাতে একটি সিজদার আয়াত রয়েছে। -(আবু দাউদ) গ্রন্থ-২০৬

সিজদার আয়াত পাঠ করলে সিজদা ওয়াজিব হয়

হাদীস : ৯৬৩ । হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাদের কোরআন পড়ে শুনাতেন। যখন তিনি সিজদার আয়াতের কাছে পৌছতেন, তখন তরবীর বলতেন এবং সিজদা করতেন, আর আমরাও তার সাথে সিজদা করতাম। -(আবু দাউদ) গ্রন্থ-২০৪

সিজদার আয়াত পাঠ করার সাথে সাথে সিজদা করতে হয়

হাদীস : ৯৬৪ । হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) মক্কা বিজয়ের বছর একটি সিজদার আয়াত পাঠ করলেন, তখন সমস্ত লোক সিজদা করল। তাদের মধ্যে কেউ সওয়ারীর উপরই সিজদা করল আর কেউ যমীনে সিজদা করল। এমনকি কোন কোন সওয়ার ব্যক্তি আপন হাতের উপরই সিজদা করল। -(আবু দাউদ) গ্রন্থ-২০৫

ইসলামের প্রথম দিকে সিজদার প্রচলন ছিল না

হাদীস : ৯৬৫ । হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) মদীনায় আগমনের পর 'মুফাসসাল' সমূহের কোন সূরায় সিজদা করেননি। -(আবু দাউদ) গ্রন্থ-২০৬

তেলাওয়াতে সিজদার দোয়া পড়তে হয়

হাদীস : ৯৬৬ । হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) রাতে সিজদায়ে তেলাওয়াতে এ দোয়া পড়তেন, 'আমার চেহারা সিজদা করল তারই জন্য, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন তারই প্রদত্ত শক্তি ও সামর্থ্য বলে।' -(আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসাই)

সঙ্গে তেলাওয়াতের সিজদা করা

হাদীস : ৯৬৭ । হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এলো এবং বলল, ইয়া রাসূলান্নাহ! এ রাতে নিদ্রিতাবস্থায় আমি সঙ্গে দেখলাম, আমি একটি বৃক্ষের পেছনে নামায পড়ছি। তখন আমি তেলাওয়াতের সিজদা করলাম আর আমার সিজদার সাথে সে বৃক্ষটিও সিজদা করল। তখন আমি শুনলাম বৃক্ষটি বলছে, হে খোদা! এ সিজদার বিনিময়ে তুমি আমার জন্য তোমার কাছে সওয়াব নির্ধারণ করে রাখ, এটার বিনিময়ে আমার একটা গুনাহর বোঝা নামিয়ে দাও, আমার জন্য তোমার কাছে পুজিস্বরূপ জমা রাখ এবং এটা আমার পক্ষ হতে কবুল কর, যেভাবে এটা তুমি তোমার বান্দা দাউদের পক্ষ হতে কবুল করেছ।"

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, অতপর একদা রাসূল (স) একটি সিজদার আয়াত পাঠ করলেন তারপর সিজদা করলেন। তখন আমি তাকে শুনলাম, তিনি উহায় ন্যায়ই বলছেন, যার সংবাদ সে ব্যক্তি তাকে দিয়েছিল। অর্থাৎ বৃক্ষের কথা। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

কিন্তু ইবনে মাজাহ- 'হে খোদা! আমার পক্ষ হতে উহা কবুল কর, যেভাবে উহা তোমার বান্দা দাউদের পক্ষ হতে কবুল করেছ' বাক্য বর্ণনা করেননি। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এক কুরাইশ তেলাওয়াতে সিজদা করল না

হাদীস : ৯৬৮ । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, একদা (মক্কায়) রাসূল (স) সূরা নাজম পাঠ করলেন এবং সিজদা করলেন, আর তার কাছে যারা ছিল তারাও সিজদা করল; কিন্তু কুরাইশের এক বৃদ্ধ এক মুষ্টি কাঁকর অথবা মাটি নিল এবং উহাকে নিজ কপাল পর্যন্ত উঠিয়ে বলল, 'আমার পক্ষে এটা ই যথেষ্ট।' হযরত আবদুল্লাহ বলেন, পরে আমি এ বৃদ্ধকে যুদ্ধে কাকের অবস্থায় নিহত হতে দেখেছি। -(বোখারী ও মুসলিম)

বোখারীর অপর এক বর্ণনায় আছে- সে বৃদ্ধটি হল উমাইয়া ইবনে খালাফ।

সূরা সোয়াদে তেলাওয়াতে সিজদা আছে

হাদীস : ৯৬৯ । হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) ছোয়াদ সূরায় সিজদা করলেন এবং বললেন, দাউদ (আ) এ সিজদা করেছিলেন তওবাস্বরূপ আর আমি এটা করছি (তওবা কবুলের) শুকরিয়া স্বরূপ।

-(নাসাই)

পঞ্চম অধ্যায় নামাযের নিষিদ্ধ সময়

প্রথম পরিচ্ছেদ

সূর্যোদয়ের সময় নামায পড়া যাবে না

হাদীস : ৯৭০ ৷ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যেন সূর্যোদয়ের সময় নামায পড়ার চেষ্টা না করে এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার সময়ও না করে।

অপর এক বর্ণনায় আছে, সূর্যের কিনারা যখন দেখা দেয় তখন নামায মওকুফ করবে যাবৎ না উহার পরিষ্কারভাবে যাহির হয়ে যায়। এরূপে সূর্যের কিনারা যখন অস্ত যেতে আরম্ভ করে, তখনও নামাযও মওকুফ করবে যাবৎ না উহা পূর্ণভাবে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং তোমরা তোমাদের নামায গিহিও না সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত পর্যন্ত। কেননা, সূর্য শয়তানের দু' শিপের মধ্যে উদয় হয়। -(বোখারী ও মুসলিম)

প্রতিদিন নির্দিষ্ট তিনটি সময় নামায পড়া নিষেধ

হাদীস : ৯৭১ ৷ হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, তিনটি সময় নামায পড়তে অথবা তাতে আমাদের 'মুদা' দাফন করতে রাসূল (স) আমাদের নিষেধ করেছেন। (১) যখন সূর্য কিরণময় হয়ে উদ্ভিত হতে থাকে- যাবৎ না উহা কিছু উপরে উঠে যায়। (২) যখন সূর্য দ্বিপ্রহরে স্থির হয়ে দাঁড়ায়- যাবৎ না উহা কিছু পশ্চিমে চলে যায় এবং (৩) যখন সূর্য অস্ত যেতে থাকে- যাবৎ না উহা সম্পূর্ণ ডুবে যায়। -(মুসলিম)

ফজরের ও আসরের নামাযের পর কোন নামায নেই

হাদীস : ৯৭২ ৷ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ফজরের নামাযের পরও কোন নামায নেই- যাবৎ না সূর্য কিছু উপরে উঠে যায় এবং আসরের নামাযের পরও কোন নামায নেই- যাবৎ না সূর্য সম্পূর্ণভাবে অদৃশ্য হলে যায়। -(বোখারী ও মুসলিম)

সূর্যোদয়ের পরেও ফজরের নামায পড়া যায়

হাদীস : ৯৭৩ ৷ হযরত আমর ইবনে আবাসাহ (রা) বলেন, রাসূল (স) মদীনায় আগমন করলেন, অতপর আমিও মদীনায় আসলাম এবং তার কাছে উপস্থিত হলাম। আমি বললাম ইয়া রাসূল্লাহ! আমাকে নামায সম্পর্কে কিছু বাতলান! তিনি বললেন, ফজরের নামায পড়বে, অতপর সূর্য উদ্ভিত হওয়াকালে নামায পড়া হতে বিরত থাকবে- যাবৎ না কিছু দূর উপরে উঠে। কেননা, যখন সূর্য উদ্ভিত হয়, উদ্ভিত হয় শয়তানের দু' শিপের মধ্যে এবং তখন সিজদা করে উহাকে কাফেরগণ। অতপর কিছু (নফল) নামায পড়বে যাবৎ না ছায়া বর্ষার সমপরিমাণ খাট হয়ে যায়। কেননা, তখনকার নামাযে হাযির হন ফেরেশতাগণ এবং সাক্ষ্য দেন উহার। তারপর নামায হতে বিরত থাকবে। কেননা, তখন জাহান্নামকে উত্তপ্ত করা হয়। যখন ছায়া বাড়তে আরম্ভ করবে তখন নামায পড়বে। যাবৎ না আসর পড়া হয়। কেননা, তখনকার নামাযে হাযির হন ফেরেশতাগণ এবং সাক্ষ্য দেন উহার।

অতপর নামায হতে বিরত থাকবে- যাবৎ না সূর্য ডুবে যায়। কেননা, সূর্য ডুবে শয়তানের দু' শিপের মধ্যে; আর তখন সিজদা করে উহাকে কাফেরগণ। আমার বলেন, আমি পুনঃ বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এবার অযু, এ সম্পর্কে আমাকে কিছু বলুন। তিনি বললেন, যে অযুর পানি জোগাড় করে অতপর কুপ্তি করে এবং নাকে পানি দেয়, তারপর উহা ঝেড়ে ফেলে, নিশ্চয় তার মুখমণ্ডলের, মুখগহ্বরের ও তার নাকের ভেতরের গুনাহসমূহ ঝরে যায়। অতপর যখন সে চেহারা ধোয় যেরূপ আল্লাহ তাকে নির্দেশ দিয়েছেন। নিশ্চয় তার মুখমণ্ডলের গুনাহসমূহ পানির সাথে ঝরে যায় তার দাড়ির কিনার দিয়ে।

অতপর যখন সে দুই হাত ধোয় কনুই পর্যন্ত, নিশ্চয় তখন তার দুই হাতের গুনাহসমূহ পানির সাথে ঝরিয়ে যায় তার অঙ্গুলীসমূহের ধার দিয়া। তারপর যখন সে মাথা মাসেহ করে তখন নিশ্চয় তার মাথার গুনাহসমূহ পানির সাথে ঝরিয়ে যায় তার চুলের পাশ দিয়ে। অবশেষে যখন সে আপন পাঁচ ধোয় ছোট গিরা পর্যন্ত, নিশ্চয় তখন তার পায়ের গুনাহসমূহ পানির সাথে ঝরে যায় তার অঙ্গুলীসমূহের কিনার দিয়ে। অতপর যদি সে নামাযের জন্য দাঁড়ায় এবং আল্লাহর হামদ ও ছানা করে ঐ তাঁর মর্যাদা বর্ণনা করে, যার তিনি অধিকারী, সাথে সাথে আপন অন্তরকেও আল্লাহর জন্য নিবিষ্ট করে দেয়, তাহলে সে নিশ্চয় তার গুনাহ হতে পাক হয়ে যায় যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিলেন। সেদিনের ন্যায়। -(মুসলিম)

আসর থেকে মাগরিবের পূর্ব পর্যন্ত কোন নামায নেই

হাদীস : ১৭৪ । তাবেরী হযরত কুরাইব বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস, মিসওয়্যার ইবনে মাখরামাহ ও আবদুর রহমান ইবনে আযহাব (রা) আমাকে হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছে পাঠালেন এবং বললেন, তাকে আমাদের সালাম বলবে এবং আসরের পর দু'রাকআত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। কুরাইব বলেন, অতপর আমি আয়েশা (রা)-এর কাছে গেলাম এবং যা লয়ে আমাকে তাঁরা পাঠিয়েছেন তা তাকে জানালাম। তিনি বললেন, যাও, উম্মে সালামাকে জিজ্ঞেস কর। এটা শুনে আমি তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করলাম। তারা পুনরায় আমাকে হযরত উম্মে সালামার কাছে পাঠালেন। উম্মে সালামা (রা) বললেন, আমি রাসূল (স)-কে নিষেধ করতে শুনেছি। কিন্তু অতপর একদিন তাকে দেখলাম তিনি পড়লেন, তারপর ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন আমি আমার খাদেমকে তাঁর কাছে পাঠালাম এবং বললাম তুমি গিয়ে তাকে বল, উম্মে সালামা বলছেন, ইয়া রাসূলান্নাহ! আপনাকে এ দু'রাকআত সম্পর্কে নিষেধ করতে শুনেছি, অথচ আপনাকে এ দু'রাকআত পড়তেও দেখলাম; তখন তিনি বললেন, হে আবু উমাইয়ার মেয়ে (উম্মে সালামা)! তুমি আমাকে আসরের পর দু'রাকআত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে। ব্যাপার হল, আমার কাছে আবদুল কায়েস গোত্রের কিছু লোক এসেছিল এবং আমাকে যোহরের পরের দুই রাকআত হতে আটকিয়ে রেখেছিল। এ দু'রাকআত সে দু'রাকআতই। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ফজর নামাযের পরে দু'রাকআত সুন্নাত পড়া যায়

হাদীস : ১৭৫ । তাবেরী মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম সাহাবী হযরত কায়স ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূল (স) এক ব্যক্তিকে ফজরের পর দু'রাকআত নামায পড়তে দেখে বললেন, ফজরের নামায কি (ফরয) দু'রাকআতের পর আরও দু'রাকআত পড়িতেছে? সে ব্যক্তি উত্তর করল, রাসূল (স)! আমি ফরযের পূর্বেই দু'রাকআত (সুন্নাত) পড়ি নি, তাই এখন পড়ে নিলাম। (কায়স বলেন, এটা শুনে) রাসূল (স) চুপ রইলেন।

-(আবু দাউদ)

কিন্তু তিরমিযী এটার অনুরূপ বর্ণনা করে বলেন যে, এ হাদীসের সনদ মুত্তাসিল নয়। কেননা, মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম স্বয়ং কায়স ইবনে আমর হতে এটা শুনে ন। অর্থাৎ, হাদীসটি 'মুনকাতে'। এতদ্ব্যতীত শরহে সুন্নাহ ও মাসাবীর বিভিন্ন কপিতে 'কায়স ইবনে আমরের পরিবর্তে 'কায়স ইবনে কাহদ' শব্দ রয়েছে।

রাত দিনে সব নামায পড়া যায়

হাদীস : ১৭৬ । হযরত জুবায়র ইবনে মুজয়েম (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, হে বনী আবদে মনাফ! তোমারা বাধা দিও না যে ব্যক্তি এ ঘরের তাওয়াফ করতে এবং রাত দিনের যে কোন সময় নামায পড়তে চায় তাকে।

-(তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ)

ঠিক দুপুরে নামায পড়া নিষেধ

হাদীস : ১৭৭ । হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (স) মধ্যাহ্নে সূর্য স্থির হওয়ার সময় নামায পড়তে নিষেধ করেছেন, যাবৎ না সূর্য চলে যায়, জুমুআর দিন ব্যতীত। -(শাফেঈ) গ্রন্থ-২০৭

সূর্য চলে না পড়লে নামায পড়া নিষেধ

হাদীস : ১৭৮ । তাবেরী আবুল খলীল (রা) সাহাবী হযরত আবু কাতাদা (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, রাসূল (স) মধ্যাহ্ন নামায পড়াকে নাপছন্দ করতেন, যাবৎ না সূর্য চলে যায়, তবে জুমুআর দিনে নয় এবং তিনি আরও বলেন, মধ্যাহ্ন দোখ উত্তপ্ত করা হয় জুমুআর দিন ব্যতীত। আবু দাউদ এ হাদীস বর্ণনা করেন এবং বলেন যে, আবুল খলীল হযরত আবু কাতাদার সাক্ষাৎ লাভ করেননি। গ্রন্থ-২০৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সূর্য শয়তানের শিং-এর মধ্যে দিয়ে উদয় হয়

হাদীস : ১৭৯ । সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ সুনাবেহী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সূর্য উদয় হতে থাকে আর শয়তানের শিং তার সাথে যুক্ত থাকে। যখন সূর্য কিছু উপরে উঠে শয়তান উহা হতে পৃথক হয়ে যায়। অতপর যখন সূর্য স্থির হয় শয়তান এসে উহার সাথে যোগ দেয়। যখন উহা চলে যায় শয়তান পৃথক হয়ে পড়ে। আবার যখন সূর্য ডুবিতে বসে শয়তান এসে তার সাথে যোগ দেয়। যখন সূর্য ডুবে যায় পুনরায় সে পৃথক হয়ে যায়। রাসূল (স) এসকল সময় নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। -(মালিক, আহমদ ও নাসাঈ)

আসরের নামাযের প্রতি যত্ন নিতে হয়

হাদীস : ৯৮০ । হযরত আবু বাসরাহ গেফারী (রা) বলেন, মুখাম্মাস নামক স্থানে রাসূল (স) আমাদের আসরের নামায পড়ালেন। অতপর বললেন, এ আসরের নামায এমন একটি নামায যা তোমাদের পূর্ববর্তীদের কাছেও উপস্থিত করা হয়েছিল; কিন্তু তারা নষ্ট করে দিয়েছে। সুতরাং যে উত্তমরূপে রক্ষা করবে তার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে। কিন্তু উহার পর কোন নামায নেই যাবৎ না 'শাহেদ' উদিত হয়। আর শাহেদ হইল নক্ষত্র। -(মুসলিম)

আসরের নামাযের পর সুন্নত নামায নেই

হাদীস : ৯৮১ । হযরত মুয়াবিয়া আবু সুফিয়ান (রা) বলেন, তোমরা এমন দু'রাকআত নামায পড়ে থাক- আমরা রাসূল (স)-এর সাহচর্য লাভ করেছি অথচ আমরা তাকে এ দু'রাকআত নামায পড়তে দেখিনি; বরং তিনি এটা হতে নিষেধই করেছেন, অর্থাৎ আসরের পর দুই রাকআত। -(বোখারী)

আসর নামাযের পর সুন্নত পড়া গোনাহের কাজ

হাদীস : ৯৮২ । হযরত আবু যর গেফারী (রা) বলেন, তখন তিনি খানায়ে কাবার সিঁড়িতে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, তোমাদের মধ্যে যে আমাকে চিনে সে তো চিনে আর যে আমাকে না চিনে সে যেন জেনে রাখে, আমি জুনদুব আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, ফজরের নামাযের পর কোন নামায নেই- যাবৎ না সূর্য উদিত হয়, এরূপে আসরের নামাযের পরও কোন নামায নেই- যাবৎ না সূর্য ডুবে যায়; কিন্তু মক্কা ব্যতীত, মক্কা ব্যতীত, মক্কা ব্যতীত। -(আহমদ ও রযীন)

ষষ্ঠ অধ্যায়

জামাআত ও তার ফজিলত

প্রথম পরিচ্ছেদ

জামাআতে নামায পড়ার সওয়াব বেশি

হাদীস : ৯৮৩ । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, জামাআতের সাথে নামায একা নামায অপেক্ষা সাতাশ গুণ অধিক মর্যাদা রাখে। -(বোখারী ও মুসলিম)

জামাআতে নামায পড়ার জন্য বিশেষ তাগিদ আছে

হাদীস : ৯৮৪ । হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, খোদার কসম! আমি ইচ্ছা করেছি কিছু লোকড়ি একত্র করার নির্দেশ দিতে এবং উহা একত্র করা হবে, অতপর আমি নামাযের আযান দিতে আদেশ করব আর আযান দেওয়া হবে; তারপর আমি কাহাকেও হুকুম দিব লোকের ইমামতি করতে, সে লোকের ইমামতি করিবে আর আমি লোকের বাড়ী বাড়ী যাব- অন্য এক বর্ণনায় - যারা জামাআতে হাযির হয়নি এবং তাদের সহ তাদের ঘরে আশুন লাগিয়ে দেব। সে খোদার কসম! যার হাতে আমার জীবন রয়েছে- যদি তাদের কেউ একটা গোশতওয়ালা হাড়ের অথবা দু'টা ভাল খুরের খবর পেত, তাহলে নিশ্চয় এশার নামায হাযির হত। -(বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনাও প্রায় এইরূপ)

রাসূল (স) মসজিদে নামায পড়ার তাগিদ দিয়েছেন

হাদীস : ৯৮৫ । হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর কাছে এক অন্ধ ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূল্লাহ! আমার এমন কোন লোক নেই যে আমাকে হাত ধরে মসজিদের দিকে নিয়ে যায় (অর্থাৎ) লোকটি রাসূল (স)-এর কাছে ঘরে নামায পড়ার অনুমতি চাহিল। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। কিন্তু সে যখন উঠে গেল তিনি তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি নামাযের আযান শুন? সে বলল, হ্যাঁ। রাসূল (স) বললেন, তবে মসজিদে উপস্থিত হইও! -(মুসলিম)

শীত ও বৃষ্টির রাতে ঘরে নামায পড়া যায়

হাদীস : ৯৮৬ । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত আছে, এক শীত ও বাতাসের রাতে তিনি আযান দিলেন। অতপর বললেন, তোমরা নিজ নিজ অবস্থানে নামায পড়। তারপর বললেন, রাসূল (স) মুআযযিনকে আদেশ করতেন- যখন শীত ও বৃষ্টির রাত্রি হত- সে যেন বলে, ওহে! তোমরা নিজ নিজ অবস্থানে নামায পড়। -(বোখারী ও মুসলিম)

নামাযের পূর্বে খানা খেয়ে নিতে হয়

হাদীস : ৯৮৭ । হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কারও রাতের খানা উপস্থিত করা হয়, অপর দিকে (এশার) নামাযের একামত বলা হয়, তখন প্রথমে খানা খাবে এবং সে যেন তাড়াতাড়ি না করে যাবৎ না খাওয়া হতে ঠিকভাবে অবসর গ্রহণ করে। হযরত ইবনে ওমরের এ নিয়ম ছিল যে, যখন তার জন্য খাওয়া উপস্থিত করা হত, অপর দিকে তাকবীর বলা হত, তিনি নামাযে উপস্থিত হতেন না যাবৎ না খাওয়া ঠিকভাবে শেষ করতেন, অথচ তিনি ইমামের কেরাআত শুনতে পেতেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

পায়খানার বেগ দিয়ে নামায পড়া নিষেধ

হাদীস : ১৮৮ । হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, আহাযের উপস্থিতিতে নামায (উত্তম) নহে। তদ্রূপ যখন সে প্রসাব-পায়খানার বেগ ধারণ করতে থাকে। -(মুসলিম)

নামাযের একামত হলে অন্য নামায পড়া উচিত

হাদীস : ১৮৯ । হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন (জামাআতের) নামাযের একামত বলা হয়, তখন ফরয ছাড়া আর কোন নামায নেই। -(মুসলিম)

মেয়েরা মসজিদে যেতে পারে

হাদীস : ১৯০ । হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কারও স্ত্রী মসজিদে উপস্থিত হতে অনুমতি চায়, সে যেন তাকে বাধা না দেয়। -(বোখারী ও মুসলিম)

সুগন্ধি ব্যবহার করে মেয়েরা মসজিদে যাবে না

হাদীস : ১৯১ । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের স্ত্রী যয়নাব (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাদের বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ মসজিদে উপস্থিত হয় তখন সে যেন সুগন্ধি জি স্পর্শ না করে। -(মুসলিম)

সুগন্ধি ব্যবহার করে নামায পড়া নিষেধ

হাদীস : ১৯২ । হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে স্ত্রীলোক কোন রকমের সুগন্ধী ব্যবহার করবে সে যেন আমাদের সাথে এশার নামাযে হাযির না হয়। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মেয়েদের ঘরে নামায পড়া উচিত

হাদীস : ১৯৩ । হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের স্ত্রীলোকদের মসজিদে উপস্থিত হতে বাধা দিও না। কিন্তু তাদের ঘরই তাদের জন্য উত্তম। -(আবু দাউদ)

মহিলাদের বাহিরের নামায অপেক্ষা ঘরের নামায ভাল

হাদীস : ১৯৪ । হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, স্ত্রীলোকের ঘরের নামায তার বাহিরে নামায অপেক্ষা উত্তম এবং তার প্রকোষ্ঠের নামায তার ঘরের নামায অপেক্ষাও উত্তম। -(আবু দাউদ)

মহিলারা সুগন্ধি ব্যবহার করলে নামায হবে না

হাদীস : ১৯৫ । হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি আমার প্রিয় আবুল কাসেম (স)-কে বলতে শুনেছি, সে স্ত্রীলোকের নামায কবুল হবে না যে মসজিদে যেতে খোশবু ব্যবহার করেছে, যাবৎ না সে না-পাকীর গোসলের ন্যায্য গোসল করে। -(আবু দাউদ আহমদ এবং নাসায়ী ও উহার অনুরূপ)

সুগন্ধি ব্যবহারকারী মহিলা যেনাকার

হাদীস : ১৯৬ । হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রত্যেক চক্ষুই যেনাকার। সুতরাং স্ত্রীলোক যখন খোশবু ব্যবহার করে, অতপর জনসমক্ষে যায় তখন সে এরূপ এরূপ অর্থাৎ যেনাকারিনী।

-(তিরমিযী আবু দাউদ ও নাসায়ী উহার অনুরূপ)

দু'টি নামায মুনাফিকদের জন্য ভারী

হাদীস : ১৯৭ । হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) আমাদের ফজরের নামায পড়ালেন। যখন সালাম ফিরালেন আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, অমুক কি উপস্থিত আছে? সাহাবীগণ উত্তর করলেন, না। পুনরায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, অমুক আছে? তারা বললেন, না। তখন তিনি বললেন, এ দু'টি নামায মুনাফিকদের পক্ষে অতি ভারী। যদি তোমরা জানতে এ দু' নামাযের মধ্যে কি সওয়াব রয়েছে, তাহলে জানুর উপর হামান্তুড়ি দিয়াও তোমরা উপস্থিত হতে! জেনে রাখ, প্রথম হুফ হচ্ছে ক্ষেরশতাদের হুফের ন্যায়। যদি তোমরা জানতে প্রথম হুফে কি ফযীলত রয়েছে তাহলে উহার জন্য তাড়াতাড়ি করতে। জেনে রাখবে, কোন ব্যক্তির নামায- যা অপর এক ব্যক্তির সহিত একত্রে পড়া হয়, তা উত্তম তার একা নামায হতে। আর তার দু' ব্যক্তির সাথে পড়া নামায উত্তম হচ্ছে এক ব্যক্তির সাথে পড়া নামায হতে। এরূপে যতই লোক অধিক হবে ততই উহা আব্দুল্লাহ পাকের কাছে প্রিয়তর হবে। -(আবু দাউদ ও নাসায়ী)

টিকা :

হাদীস নং : ১৯৭ । প্রথম কাতার লাভের জন্য আসতে হবে। পরে এসে মানুষকে চলে প্রথম কাতারে যাওয়া গোনাহের কাজ।

জামাআত কায়েম করার নির্দেশ

হাদীস : ১৯৮ ৷ হযরত আব্দুরদা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এমন কোন তিন ব্যক্তি যাদের মধ্যে নামাযের জামাআত কায়েম করা হয় না, তারা গ্রামে থাকুক অথবা জনবিরল অঞ্চলে— নিশ্চয় তাদের উপর শয়তান প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং অবশ্যই তুমি জামাআত কায়েম করবে। কেননা, নেকড়ে বাঘ সে ছাগল ভেড়াকেই খায়, যে দল ছেড়ে একা থাকে। —(আহমদ আবু দাউদ ও নাসাই)

একা নামায পড়লে কবুল হয় না

হাদীস : ১৯৯ ৷ হযরত ইবনে আক্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আযান শুনেছে, আর উহার অনুসরণ করতে যাকে কোন ওয়র বাধা দেয় না তথাপি সে জামাআতে হাযির হয় না, তার সে নামায কবুল করা হবে না। যা সে একা পড়েছে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, রাসূল (স) ওয়র কি? তিনি বললেন, ভয় অথবা রাগ।

—(আবু দাউদ ও দারা কুতনী)

পায়খানা-প্রস্রাব করার পর নামায পড়তে হয়

হাদীস : ১০০০ ৷ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যখন নামাযের তাকবীর বলা হয় আর তোমাদের কেউ পায়খানা-প্রস্রাবের হাজত অনুভব কর, তখন সে যেন প্রথমে পায়খানা-প্রস্রাবের হাজত সেরে নেয়। —(তিরমিযী, মালিক আবু দাউদ ও নাসাই উহার অনুরূপ)

অযরের জন্য দোয়া করতে হয়

হাদীস : ১০০১ ৷ হযরত সওবান (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তিনটি কাজ কারও জন্য জায়েয নয়। (ক) কোন ব্যক্তি মানুষের ইমামতি করতে অথচ তাদের বাদ দিয়ে সে শুধু নিজের জন্য দোয়া করবে। যদি সে এটা করে তাহলে সে তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল। (খ) কেহ কারও ভিতর ঘরের প্রতি দৃষ্টি করবে তাদের কাছে হতে অনুমতি গ্রহণের পূর্বে। যদি সে এটা করে তাহলে সে তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করল এবং (গ) কোন ব্যক্তি নামায পড়বে অথচ সে প্রস্রাব-পায়খানার বেগ ধারণ করেছে যাবৎ না সে উহা হতে হাক্কা হয়। —(আবু দাউদ, তিরমিযী ও এটার অনুরূপ।)

নামাজ দেয়ীতে পড়া আরম্ভ নেই

হাদীস : ১০০২ ৷ হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নামায পিছাবে না খাওয়ার জন্য হোক অথবা অপর কোন (মানবীর) আবশ্যকে। —শরহে সুনাহ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুনাফিকরা নামাযের জামাআত বরখেলাপ করে

হাদীস : ১০০৩ ৷ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমি আমাদের সাহাবী দলকে জানি তারা (কখনও) জামাআত বরখেলাপ করেন না। নামাযের জামাআত বরখেলাপ করে কেবল প্রকাশ্য মুনাফিক অথবা রোগী। আর আমি এটাও দেখেছি যে, রোগী দু'ব্যক্তির মধ্যখানে পথ চলছে যাতে মসজিদে নামায লাভ করতে পারে। অতপর তিনি বলেন, রাসূল (স) আমাদের 'সুনানে হুদা' শিক্ষা দিয়েছেন, আর আযান হয় এমন মসজিদে জামাআতের সাথে নামায পড়া 'সুনানে হুদা'রই অন্তর্গত। অপর এক বর্ণনায় আছে, ইবনে মাসউদ বলেছেন, যে আগামীকাল কেয়মতে পূর্ণ মসলিম হিসেবে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে ভালবাসে। সে যেন এই পাঞ্জিগানা নামাযের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখে যেখানে উহার আযান দেওয়া হয়। কেননা, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের নবীর জন্য 'সুনানে হুদা' নির্ধারণ করেছেন। আর এ পাঞ্জিগানা নামায জামাআতে পড়াও 'সুনানে হুদা'র অন্তর্গত। যদি তোমরা তোমাদের ঘরে নামায পড় যেভাবে এ জামাআত বরখেলাফকারী তার ঘরে পড়ে থাকে, তাহলে তোমরা তোমাদের নবীর সুনত ত্যাগ করলে, আর যদি তোমরা তোমাদের নবীর সুনত ত্যাগ কর তাহলে নিশ্চয় পোমরাহ হয়ে যাবে। অতপর তিনি বলেন, যে ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জন করে এবং উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করে, অতপর ঐ মসজিদসমূহের মধ্যে কোন মসজিদের দিকে গমন করে, সে যে সকল কদম বাড়ায় উহার প্রত্যেক কদমেই তার জন্য আল্লাহ একটি নেকী নির্ধারণ করেন এবং উহা দ্বারা তার একটি পদ উন্নত করেন, এ ছাড়া উহা দ্বারা তার একটি নেকী নির্ধারণ করেন এবং উহা দ্বারা তার একটি পদ উন্নত করেন, এ ছাড়া উহা দ্বারা তার একটি গুনাহ মাফ করে দেন। খোদার কসম, আমি তাদের দেখেছি তারা (কখনও) জামাআত ছাড়তেন না জামাআত ছাড়ে কেবল প্রকাশ্য মুনাফিক। নিশ্চয় পূর্বে এরূপ ব্যক্তিও দেখা গেছে যাকে দু'ব্যক্তি মধ্যখানে তাদের গায়ে ভর দিয়ে মসজিদে আনা হয়েছে যাতে তাকে ছুঁতে দাঁড় করান যায়। —(মুসলিম)

* ২০০৬টি জামাআত দুর্জন। এবং হুজা-সংক্রান্ত অংশটুকু স্থান-। ইবনু
আযযমাহ বলেন- ১০ (কখনও) জামাআত দুর্জন স্থান-। আল-মুনী বলেন- "২২ হাদীসেও পড়ে
মিশকাত আল-শরীফে ও বর্ণনায় রয়েছে। ইবনু তাইমিয়া ও ইবনু কায়িম গ্রন্থেও বর্ণিত।

জামাআতে নামায না পড়লে তার ঘরে আত্মন লাগানোর নির্দেশ

হাদীস : ১০০৪ । হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যদি মুরসমূহে স্ত্রীলোক সকল ও বালক-বালিকারা না থাকত, তাহলে আমি এশার নামাযের জামাআত কায়েম করে আমরা যুবকদের আদেশ দিতাম তারা যেন ঘরে যা আছে সবকে আঙনে জ্বালিয়ে দেয়। -(আহমদ) গ্রন্থ-২২২

আযান হলে মসজিদ থেকে আসা নিষেধ

হাদীস : ১০০৫ । হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, যখন তোমরা মসজিদে থাকবে আর তথায় আযান দেয়া হবে, তোমাদের কেহ যেন তথা হতে চলে না যায় যাবৎ না, নামায আদায় করে। -(আহমদ)

আযানের পর মসজিদ থেকে বের হওয়া শুনাহের কাজ

হাদীস : ১০০৬ । হযরত তাবেরী আবুশা'হা বলেন, একদা এক ব্যক্তি মসজিদে আযান দেওয়ার পর বের হয়ে গেল। এটা দেখে হযরত আবু হুরায়রা (রা) বললেন, এ ব্যক্তি আবুল কাসেম মুহাম্মদ (স)-এর নাফরমানী করল। -(মুসলিম)

আযানের পর বিনা প্রয়োজনে মসজিদ থেকে বাহির হওয়া মুনাফেকী

হাদীস : ১০০৭ । হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা) কর্তৃক বর্ণিত রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি মসজিদে আযান পেয়েছে, অতঃপর সে বের হয়ে গিয়েছে, অথচ সে কোন জরুরী কাজেও বের হয়নি এবং পুনরায় মসজিদে প্রত্যাবর্তনেরও ইচ্ছা রাখে না, সে হল মুনাফিক। -(ইবনে মাজাহ)

ওযর ব্যতীত জামাআত তরক করা না জায়েয

হাদীস : ১০০৮ । হযরত ইবনে আব্বাস (রা) রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি আযান শুনেছে অথচ জামাআতে হাযির হয়নি, তার নামায নেই; কিন্তু যদি তার কোন গ্রহণীয় ওযর থাকে। -(দারাকুতনী)

অন্ধ লোকেরও জামাআতে হাজির হতে হবে

হাদীস : ১০০৯ । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা) বলেন, একবার আমি রাসূল (স)-কে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মদীনা হচ্ছে সরীসূপ ও হিংস্র জন্তুবহল স্থান; আর আমি একজন অন্ধ মানুষ। অতএব, আমার জামাআতে হাযির না হওয়ার পক্ষে রুখসত (অনুমতি) আছে বলে আপনি কি মনে করেন? তিনি বললেন, তুমি 'হাইয়া আলাস সালাহ' ও 'হাই আলাল ফালাহ' শুনে থাক কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূল (স) বললেন, তবে জামাআতে হাযির হবে এবং তাকে 'রুখসত' দিলেন না। -(আবু দাউদ ও নাসায়ী)

উম্মতে মুহাম্মদীর পরিচয় জামাআতে নামায পড়া

হাদীস : ১০১০ । হযরত উম্মাদুরদা (রা) বলেন, একদা আমার স্বামী আবদুরদা অত্যন্ত রাগান্বিত অবস্থায় আমার কাছে উপস্থিত হলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার এ রাগ হবার কারণ কি? তিনি বললেন, খোদার কসম, আমি উম্মতে মুহাম্মদীর পরিচয় এ ছাড়া আর কিছুই জানি না যে, তারা সকলে মিলে একত্রে নামায পড়ে। -(বোখারী)

ফযর নামাযের জামাআত নফল নামাযের চেয়ে উত্তম

হাদীস : ১০১১ । হযরত আবু বকর ইবনে সুলায়মান ইবনে হাসমাহ (রা) বলেন, একদা আমার বাবা সুলায়মান ইবনে আবু হাসমাহকে ফজরের নামাযে গেলেন না। অতঃপর হযরত ওমর (রা) বাজারের দিকে চললেন। সুলায়মান ঘর তখন মসজিদে নববী ও বাজারের মধ্যবর্তী জায়গায় ছিল। হযরত ওমর (রা) পথ চলতে সুলায়মানের মা বিবি শাক্কার সাক্ষাৎ পেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, ফজরের নামাযে সুলায়মানকে যে দেখলাম না। তিনি উত্তর করলেন, সে সার-রাত্রি (নফল) নামায পড়েছে। অতঃপর তার চক্ষুঃয় ঘুমে অভিভূত হয়ে গেছে। এটা শুনে হযরত ওমর (রা) বললেন, আমি ফজরের নামাযের জামাআতে উপস্থিত হই- এটা আমার কাছে সারারাত্রি নফল পড়া অপেক্ষা পছন্দীয়। -(মালিক)

দু'জন লোক হলেই নামাযের জামাআত হয়

হাদীস : ১০১২ । হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দু'ব্যক্তি বা তদপেক্ষা অধিকসংখ্যক হলেই জামাআত হয়। -(ইবনে মাজাহ) গ্রন্থ-২১৬

মহিলারা জামাআতে নামায পড়তে পারে

হাদীস : ১০১৩ । বেলাল ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা আবদুল্লাহ বলেছেন, রাসূল (স) বলেছেন, স্ত্রীলোকদের মসজিদে আপন আপন অংশ গ্রহণ করতে বাধা দিও না যখন তারা তোমাদের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে। তখন বেলাল বললেন, খোদার কসম, আমি তাদের নিশ্চয় বাধা দিব। শুনে হযরত আবদুল্লাহ বললেন, (পামর!) আমি বলছি রাসূল (স) বলেছেন, (তাহাদের বাধা দিও না) আর তুই বলছিস 'আমি নিশ্চয় তাদের বাধা দিব।'।

সালেমের বর্ণনায় আছে, সালেম তার পিতা হতে বর্ণনা করে বলেন, আমার ডাই বেলালের উত্তর শুনে আমার পিতা হযরত আবদুল্লাহ তার প্রতি লক্ষ্য করে তাকে এরূপ ভর্ৎসনা করলেন যে রূপ ভর্ৎসনা তিনি তাকে করতে আমি আর কখনও শুনি নাই এবং বলেন, আমি তাকে রাসূল (স)-এর কথা শুনিয়েছি আর তুই বলিস ঝোদার কসম আমি নিশ্চয় তাদের বাধা দিব। -(মুসলিম)

মহিলাদের মসজিদে যেতে নিষেধ নেই

হাদীস : ১০১৪ ৥ তাবেরী মুজাহিদ থেকে বর্ণিত আছে, একদা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন ব্যক্তি যেন তার পরিবারকে মসজিদে আসতে বাধা না দেয়। এটা শুনে হযরত আবদুল্লাহ বললেন, (পাজি) আমি তোকে রাসূল (স)-এর বাণী শুনিয়েছি আর তুই বলিস এটা! বর্ণনাকারী বলেন, অতপর হযরত আবদুল্লাহ মৃত্যু পর্যন্ত তার সাথে কথা বলেন নি। -(আহমদ)

সপ্তম অধ্যায়

হফের হুকুম

প্রথম পরিচ্ছেদ

নামাযের কাতার সোজা না হলে চেহারা বিকৃত হবে

হাদীস : ১০১৫ ৥ হযরত নোমান ইবনে বশীর (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাদের হফ সোজা করতেন যেন উহার সাথে তিনি তীর সোজা করছেন। যাবৎ না তিনি বুঝতে পারতেন যে, আমরা এটা তার কাছে হতে সম্যকরূপে অনুধাবন করতে পারছি। পরে একদিন তিনি ঘর হতে বের হলেন এবং নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমা বলতে উদ্যত হলেন, এ সময় দেখলেন, এক ব্যক্তির বুক হফ হতে সামনে বেড়ে গেছে। তখন তিনি বলেন, আল্লাহর বান্দাগণ! হয় তোমরা ঠিকমত তোমাদের হফ সোজা করবে, না হয় আল্লাহ তোমাদের চেহারাসমূহের (মধ্যে) বিভিন্নতা সৃষ্টি করে দিবেন। -(মুসলিম)

নামাযে পরস্পর মিলিতভাবে দাঁড়াবে

হাদীস : ১০১৬ ৥ হযরত আনাস (রা) বলেন, একদা নামাযের তাকবীর বলা হল, অতপর রাসূল (স) আমাদের প্রতি মুখ ফিরালেন এবং বললেন, তোমাদের হফ সোজা কর এবং পরস্পরে মিলিত হয়ে দাঁড়াও। নিশ্চয় আমি তোমাদের আমার পিছন দিক হতে দেখে থাকি। -(বোখারী)

নামায পূর্ণ করতে হলে হফ ঠিক করতে হবে

হাদীস : ১০১৭ ৥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা হফ টিক করবে। কেননা, হফ টিক করা নামায প্রতিষ্ঠার অন্তর্গত। -(বোখারী ও মুসলিম)

নামাযে কাতার আকা-বঁাকা করা

হাদীস : ১০১৮ ৥ হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রা) বলেন, রাসূল (স) নামাযে আমাদের বাহুমূলসমূহকে পরস্পরে মিলিয়ে দিতেন এবং বলতেন, সোজা হয়ে দাঁড়াও এবং বিভিন্নরূপে দাঁড়াইও না, তাতে তোমাদের অন্তরসমূহ বিভিন্ন হয়ে যাবে। আর তোমাদের মধ্যে যারা বয়স্ক ও বুদ্ধিমান, তারাই যেন আমার নিকটে থাকে। অতপর যারা বয়স ও বুদ্ধিতে তাদের নিকটবর্তী তারা। তারপর যারা উভয় ব্যাপারে এদের নিকটবর্তী তারা। অতপর আবু মাসউদ বলেন, দুঃখের বিষয়, তোমরা আজ অত্যন্ত ভিন্নমুখী। -(মুসলিম)

মসজিদে হেঁচো করা যাবে না

হাদীস : ১০১৯ ৥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যারা বয়স্ক ও বুদ্ধিমান তারাই যেন আমার কাছে দাঁড়ায়, অতপর যারা এদের নিকটবর্তী। এরূপ তিনি তিনবার বললেন। তারপর বললেন, সাবধান! মসজিদে বাজারের ন্যায় হেঁচো করা হতে বেঁচে থাকবে। -(মুসলিম)

সামনের কাতারে দাঁড়ানোতে সওয়াব বেশি

হাদীস : ১০২০ ৥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) একবার আপন সাহাবীদের মধ্যে কারও কারও নামাযে পিছনে থাকার ভাব লক্ষ্য করে বললেন, সামনে অগ্রসর হও এবং আমার অনুসরণ কর যাতে পশ্চাতে লোকেরা তোমাদের অনুসরণ করতে পারে। কতক লোক সর্বদা এইরূপ পিছনে থাকতে চাবে, ফলে আল্লাহ তাআলাও তাদের শিচ্ছনে রাখবেন। -(মুসলিম)

নামাজে ফেরেশতাদের ন্যায় সারি বাঁধতে হয়

হাদীস : ১০২১ ॥ হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) আমাদের কাছে আসলেন এবং দেখলেন, আমরা বৃত্তাকারে দলে দলে বিভক্ত। তখন তিনি বললেন, তোমাদের আমি বিচ্ছিন্নভাবে কেন লেখছি? অতপর আর একদিন তিনি আমাদের কাছে আসলেন এবং বললেন, কেন তোমরা ফেরেশতাদের ন্যায় সারি বেঁধে দাঁড়াচ্ছ না, যেমন তাঁরা তাঁদের প্রভুর কাছে সারি বেঁধে দাঁড়ায়? আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ফেরেশতাগণ তাদের প্রভুর কাছে কিরূপে সারি বেঁধে দাঁড়ায়? তিনি বললেন, প্রথম প্রথম সারিসমূহ পূর্ণ করে এবং সারিতে পরস্পরে মিলিয়ে দাঁড়ায়। -(মুসলিম)

ত্রীলোকদের জন্য নামাজের শেষের কাতার ভাল

হাদীস : ১০২২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, পুরুষ লোকের হকসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হক হল প্রথম হক এবং সর্বনিকট হক হল শেষ হক, আর ত্রীলোকের হকসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হক হল শেষ হক এবং নিকট হক হল প্রথম হক। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কাতারের কাঁকে শয়তান প্রবেশ করে

হাদীস : ১০২৩ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল করীম (সা) বলেছেন, তোমরা হকসমূহে পরস্পরে মিলিয়ে দাঁড়াবে এবং উহাদের কাছে কাছে রাখবে আর তোমাদের ঘাড়সমূহকে সমপর্যায়ে সোজা রাখবে। সেই খোদার কসম, যার হাতে আমার জ্ঞান রয়েছে। শিটরই আমি শয়তানকে দেখি, সে হকের কাঁকসমূহে প্রবেশ করে, যেন কালো ভেড়ার বাচ্চা। -(আবু দাউদ)

নামাজে প্রথম কাতার আগে পূরণ করবে

হাদীস : ১০২৪ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রথম হককে প্রথমে পূর্ণ করবে অতপর তার সলগ্নু পেছনে ছফকে, যা কমতি থাকে তা যেন সর্বশেষ ছফে থাকে। -(আবু দাউদ)

নামাজে প্রথম রাকাতে সওয়াব বেশি

হাদীস : ১০২৫ ॥ হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ এবং তার ফেরেশতাগণ 'সালাত' পাঠান সেসব লোকের প্রতি, যারা প্রথম হকসমূহের নিকটবর্তী এবং আল্লাহর কাছে সেই পা বাড়ানোর ন্যায় কোনো পা বাড়ানোই এত অধিক প্রিয় নহে, যা ছফ ঠিক করার নিমিত্তে বাড়ানো হয়ে থাকে। -(আবু দাউদ) ২২৭-২২৮

নামাজে ডানদিক থেকে বরকত বর্ষিত হয়

হাদীস : ১০২৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ ও তার ফেরেশতাগণ 'সালাত' পাঠান হকের ডানদিকসমূহের প্রতি। -(আবু দাউদ) ২২৮-২২৯

কাতার সোজা হলে তাকবীর দিতে হয়

হাদীস : ১০২৭ ॥ হযরত নোমান ইবনে বশীর (রা) বলেন, যখন আমরা নামাজের জন্য দাঁড়াইতাম রাসূল (স) আমাদের ছফ ঠিক করতেন। যখন আমরা ঠিক হয়ে যেতাম, তিনি তাকবীরে তাহরিমা বলতেন। -(আবু দাউদ)

নামাজে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হয়

হাদীস : ১০২৮ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) আপন ডানদিকের প্রতি লক্ষ্য করে বলতেন, 'সোজা হয়ে দাঁড়াও, তোমাদের ছফ ঠিক কর।' এরূপে বা দিকের প্রতি লক্ষ্য করে বলতেন, সোজা হয়ে দাঁড়াও, তোমাদের ছফ ঠিক কর। -(আবু দাউদ) ২২৮-২২৯ * ৩০ এই বিষয়ে সহীহ হাদীস রয়েছে।

নামাজে বাহমূল নরম রাখতে হয়

হাদীস : ১০২৯ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে উত্তম লোক তারা, যারা নামাজের মধ্যে নিজেদের বাহমূলসমূহকে নরম রাখে। -(আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) নামাজের পেছনে দেখতেন

হাদীস : ১০৩০ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলতেন, সোজা হও! সোজা হও! খোদার কসম, আমি তোমাদের দেখে থাকি আমার পেছন দিক হতে, যেভাবে তোমাদেরকে দেখে থাকি আমার সামনে। -(আবু দাউদ)

নামাজের প্রথম কাতারে বরকত অবতীর্ণ হয়

হাদীস : ১০৩১ ॥ হযরত আবু উমামা বাহেলী (রা) বলেন, একবার রাসূল (স) বললেন, প্রথম হুকের প্রতি আল্লাহ ও তার ফেরেশতাগণের 'সালাত' হোক। এটা শুনে সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাদ্বাহ! দ্বিতীয় হুকের প্রতিও। তিনি বললেন, প্রথম হুকের প্রতি আল্লাহ ও তার ফেরেশতাগণের 'সালাত' হোক। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাদ্বাহ! দ্বিতীয় হুকের প্রতিও। তিনি বললেন, প্রথম হুকের প্রতি আল্লাহ ও তার ফেরেশতাগণের 'সালাত' হোক। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাদ্বাহ! দ্বিতীয় হুকের প্রতিও। তিনি বললেন, হ্যাঁ, দ্বিতীয় হুকের প্রতিও। রাসূল (স) আরো বললেন, তোমরা তোমাদের হুফ সোজা করবে, তোমাদের বাহমূলসমূহকে একে অন্যের সাথে সমপর্যায়ে রাখবে এবং তোমাদের ভাইদের হাতে উহাদের নরম রাখবে অর্থাৎ তারা মিলাতে চাইলে মিলে যাবে, আর তোমাদের মধ্যকার কাঁকসমূহকে পূর্ণ করবে। কেননা, শয়তান তোমাদের মধ্যে প্রবেশ করে ছোট কাল ভেড়ার বাচ্চার ন্যায়।—(আহমদ)

হুফ মিলিয়ে দাঁড়ালে আল্লাহ খুশি হন

হাদীস : ১০৩২ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা হুফ সোজা করবে, বাহমূলসমূহকে সমপর্যায়ে রাখবে, কাঁকসমূহ পূর্ণ করবে এবং তোমাদের ভাইদের হাতে নরম থাকবে মধ্যখানে শয়তানের (জন্য) ফাঁক রাখবে না। যে ব্যক্তি হুফকে মেলায়, আল্লাহও তাকে মেলান। আর যে ব্যক্তি হুফকে পৃথক করে, আল্লাহও তাকে পৃথক করেন।—(আবু দাউদ)

নাসায়ী শুধু যে ব্যক্তি হুফকে মিলায় হতে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

নামাজে ইমাম মধ্যস্থলে দাঁড়ালে

হাদীস : ১০৩৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ইমামকে মধ্যস্থলে রাখবে এবং পরস্পরের মধ্যকার ফাঁক পূর্ণ করবে।—(আবু দাউদ)

নামাজে পেছনে দাঁড়ানো উচিত নয়

হাদীস : ১০৩৪ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) বলেন, লোক সর্বদা প্রথম হুফ হতে পেছনে থাকতে চাহে, ফলে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে পিছাইতে পিছাইতে দোষ পর্যন্ত পিছিয়ে দেবেন।—(আবু দাউদ)

নামাজের পেছনে দাঁড়ালে নামাজ আবার পড়তে হয়

হাদীস : ১০৩৫ ॥ হযরত ওয়াবেসা ইবনে মা'বাদ (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) এক ব্যক্তিকে হুকের পেছনে একা নামাজ পড়তে দেখলেন এবং তাকে নামাজ পুনরায় পড়তে নির্দেশ দিলেন।—(আহমদ, তিরমিযী ও আবু দাউদ)

অষ্টম অধ্যায়

ইমাম ও মোক্তাদির দাঁড়ানোর স্থান

প্রথম পরিচ্ছেদ

নামাজী দুজন হলে ইমাম বা দিকে দাঁড়াবে

হাদীস : ১০৩৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, একবার আমি আমার খালা উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মুনা (রা)-এর ঘরে রাত্রি যাপন করছিলাম। দেখলাম তখাফ রাসূল (স) তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তে দাঁড়িয়েছেন। আমি গিয়ে তার বাঁ দিকে দাঁড়িলাম। এটা দেখে তিনি আপন পিঠের পেছন দিয়ে আমার হাত ধরলেন এবং এইরূপে আপন পিঠের পেছন দিয়েই আমাকে তার ডান দিকে ঘুরিয়ে দিলেন।—(বোখারী ও মুসলিম)

নামাজী তিনজন হলে ইমাম সামনে দাঁড়াবে

হাদীস : ১০৩৭ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) নামাজ পড়তে দাঁড়ালেন আর আমি এসে তাঁর বাঁ দিকে দাঁড়িলাম। তিনি আমার হাত ধরলেন এবং আমাকে ঘুরাইয়া তাঁর ডানদিকে দাঁড় করালেন। অতপর জাবার ইবনে সাখর এসে রাসূল (স)-এর বাঁদিকে দাঁড়াল। এ সময় তিনি আমাদের উভয়ের হাত ধরলেন এবং ঠেলে আমাদের তাঁর পেছনে দাঁড় করিয়ে দিলেন।—(মুসলিম)

মহিলাগণ নামাজের পেছনে দাঁড়াবে

হাদীস : ১০৩৮ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, একদা আমি ও একজন ইয়াতীম আমাদের ঘরে রাসূল (স)-এর পেছনে নামাজ পড়লাম। আর (আমার মা) উম্মে সুলাইম আমাদের পেছনে।—(মুসলিম)

নামাজে দুজন পুরুষ একজন মহিলা দাঁড়ানোর নিয়ম

হাদীস : ১০৩৯ ৷ হযরত আনাস (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) আমাকে এবং আমার মাকে ধুওয়া আমার খালাকে (সাবীর সন্দেহ আনাস কী বলেছেন) নিয়ে নামাজ পড়লেন। অতপর আনাস বলেন, তখন তিনি আমাকে ডানদিকে এবং স্ত্রী লোকটিকে আমার পেছনে দাঁড় করালেন।—(মুসলিম)

দ্রুত নামাজে শরীক হতে হয়

হাদীস : ১০৪০ ৷ হযরত আবু বাকরা (রা) হতে বর্ণিত আছে, একবার তিনি রাসূল (স)-এর কাছে পৌছলেন। তখন তিনি রুকুতে ছিলেন। এটা দেখে তিনি ছফে পৌছবার পূর্বেই (তাকবীরে তাহরীমা বলে) রুকুতে গেলেন। অতপর এক কদম হেঁটে ছফে পৌছলেন। তিনি এটা রাসূল (স)-কে জানালেন। তিনি বললেন, আত্মাহ তোমার (এবাদতের) লোভ বাড়িয়ে দিল। পুনরায় এরূপ করিও না।—(বোখারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নামাজে তিনজন হলে একজন সামনে দাঁড়াবে

হাদীস : ১০৪১ ৷ হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যখন তিনজন হই, তখন আমাদের মধ্য হতে একজন যেন আগে বাড়িয়ে যায়।—(তিরমিযী)

ইমাম উচু জায়গায় দাঁড়ালে নামাজ হবে না

হাদীস : ১০৪২ ৷ হযরত আশ্মার ইবনে ইয়াসের (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি একদিন মাদায়েনে লোকের ইমামত করছিলেন এবং নিজে উচু জায়গায় দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছিলেন আর লোকসকল তা অপেক্ষা নিচে দাঁড়িয়েছিল। এটা দেখে হযরত হুজায়ফা (রা) আশে বাড়লেন এবং তার হাত ধরলেন। আশ্মার তার অনুসরণ করলেন এবং হুজায়ফা (রা) তাকে নিচে নামিয়ে দিলেন। অতপর হযরত আশ্মার নামাজ হতে অবসর গ্রহণ করলে হযরত হুজায়ফা (রা) তাকে বললেন, আপনি শুনেননি যে, রাসূল (স) বলেছেন, যখন কেউ লোকের ইমামত করে, তখন সে যেন তাদের অপেক্ষা উচু জায়গায় না দাঁড়ায়। হুজুর এটা অথবা এটার অনুরূপ বলেছেন। তখন হযরত আশ্মার বললেন, এ কারণেই তো আমি আপনার অনুসরণ করলাম। যখন আপনি আমার হাত ধরলেন।—(আবু দাউদ)

রাসূল (স)-এর মিশর ছিল ঝাউগাছের কাঠ দিয়ে তৈরি

হাদীস : ১০৪৩ ৷ হযরত সাহল ইবনে সা'দ সায়েদী (রা) হতে বর্ণিত আছে, একদা তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, যে রাসূল (স)-এর মিশর কিসের তৈরি ছিল? তিনি বললেন, উহা জঙ্গলের ঝাউগাছের ছিল। অমুক স্ত্রী লোকের গোলাম রাসূল (স)-এর জন্য উহা তৈরি করেছিলেন। রাসূল (স) উহার ওপর দাঁড়িয়েছিলেন, যখন উহা তৈরি করা হয়েছিল এবং মসজিদে রাখা হয়েছিল। তিনি উহার ওপর উঠে কেবলার দিকে ফিরলেন এবং তাকবীরে তাহরীমা বললেন, আর লোকসকল তার পেছনে দাঁড়াল। তিনি কেরাত পড়লেন এবং রুকু করলেন, লোকও তার পেছনে রুকু করলেন। অতপর তিনি মাথা উঠালেন, অতপর পেছনে সরে এলেন এবং জমিনের ওপর সিজদা দিলেন। পুনরায় তিনি মিশরে উঠলেন অতপর কিরআত পড়লেন, রুকু করলেন, রুকু হতে মাথা উঠালেন, অতপর পেছনে সরলেন এবং জমিনের ওপর সিজদা দিলেন।—বোখারী মোত্তাফাক আল্লাইহির বর্ণনায়ও প্রায় এরূপ রয়েছে। তবে উহার শেষের দিকে রয়েছে, যখন তিনি নামাজ সমাপ্ত করলেন লোকের প্রতি লক্ষ করে বললেন, লোকসকল! আমি এটা এজন্য করলাম, যাতে তোমরা সঠিকভাবে আমার নামাজ অবগত হতে পার এবং আমার অনুসরণ করতে পার।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বালকেরা নামাজের শেষে দাঁড়াবে

হাদীস : ১০৪৪ ৷ হযরত আবু মালিক আশআরী (রা) একদা লোকদের বললেন, আমি কি আপনাদের রাসূল (স)-এর নামাজ কেমন ছিল তা বাতলাইব না? পরবর্তী রাবী বলেন, অতপর তিনি নামাজ কায়ম করলেন। প্রথমে পুরুষের সারি দাঁড় করালেন এবং তার পেছনে মহিলাদের সারি। অতপর তিনি তাদের নামাজ পড়ালেন এবং তারপর তিনি রাসূল (স)-এর নামাজের বর্ণনা দিলেন এবং বললেন, তিনি বলেছেন, এরূপই আমার উম্মতের নামাজ।—(আবু দাউদ)

বয়স্ক লোক প্রথম কাতারে দাঁড়াতে হয়

হাদীস : ১০৪৫ ৷ হযরত কায়স ইবনে ওবাদ তাবয়ী বলেন, একদিন আমি মসজিদে প্রথম ছফে নামাজ পড়ছিলাম, হঠাৎ আমার পেছন হতে এক ব্যক্তি আমাকে সজোরে টানল এবং আমার স্থান হতে সরিয়ে দিল। অতপর সে নিজে আমার স্থানে দাঁড়াল। খোদার কসম, রাগে আমার নামাজ পর্যন্ত হৃদয়ঙ্গম করতে পারলাম না। কিন্তু যখন সে

(আমাদের সাথে) নামাজ শেষ করল, দেখি তিনি যে হযরত উবাই ইবনে কা'ব সাহাবী। তখন তিনি আমায় বললেন, হে যুবক! আল্লাহ তোমায় দুঃখিত না করুন! এটা আমাদের প্রতি রাসূল (স)-এর উপদেশ। আমরা যেন তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াই। অতপর তিনি কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ালেন এবং তিনবার করে বললেন, খান্নারে কাবার রবের কসম, 'আহলে আকদ' ধ্বংস হয়েছে। অতপর বললেন, আমি তাদের ওপর দুঃখিত নই, দুঃখ তাদের ওপর, যারা তাদের গুমরা করে। কায়স বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আবু ইয়াকুব! আপনি 'আহলে আকদ' বলতে কাদের বুঝিয়েছেন। তিনি বললেন, আমার অর্থাৎ শাসকমণ্ডলীকে। -(নাসায়ী)

নবম অধ্যায়

ইমামত করা

প্রথম পরিচ্ছেদ

যে কোরআন ভালো পড়ে সে ইমাম হবে

হাদীস : ১০৪৬ ৷ হযরত আবু মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মানুষের ইমামত করবে সে-ই, যে কোরআন ভালো পড়ে। যদি কোরআন পড়ায় সকলের সমান হয়, তবে যে সুন্নাহ বেশি জানে। যদি সুন্নাহও সকলের সমান হয়, তবে যে হিজরত করেছে সে। যদি হিজরতেরও সকলের সমান হয়, তবে যে বয়সে বেশি। কেউ যেন অপর ব্যক্তির অধিকার ও কমতাহলে ইমামত না করে এবং তার বাড়িতে তার সম্মানের স্থানে না বসে তার অনুমতি ব্যতীত। -(মুসলিম)

তিন ব্যক্তির মধ্যে ভালো কোরআন পাঠকারী ইমাম হবে

হাদীস : ১০৪৭ ৷ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তিন ব্যক্তি হবে, তখন যেন তাদের মধ্য হতে একজন ইমামত করে এবং ইমামতের অধিকারী সে-ই, যে কোরআন অধিক ভালো পড়ে। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উত্তম লোকেরা আজান দেবে

হাদীস : ১০৪৮ ৷ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের আজান যেন তোমাদের উত্তম লোকগণই দেয় এবং তোমাদের ইমামত যেন তোমাদের করী লোকগণই করে। -(আবু দাউদ) ২১০-২১১

মুসাফির ব্যক্তি নামাজের ইমাম হবে না

হাদীস : ১০৪৯ ৷ তাবেরী হযরত আবু আতিয়া উকায়লী (রা) বলেন, সাহাবী হযরত মালিক ইবনে হুয়াইরেস (রা) হাদীস প্রভৃতি আলোচনার জন্য আমাদের মসজিদে আসতেন। এমতাবস্থায় একদিন নামাজের সময় হয়ে গেল, আবু আতিয়া বলেন, তখন আমরা তাকে বললাম, হজুর! আগে যান এবং নামাজ পড়িয়ে দিন। এটা শুনে তিনি বললেন, তোমাদের মধ্য হতে কাউকে আগে বাড়িয়ে দাও। সে বেল তোমাদের নামাজ পড়ায়। তবে আমি বলছি, আমি কেন তোমাদের নামাজ পড়াব না-আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোনো লোকসমাজে যাবে, সে যেন তাদের ইমামত না করে; বরং তাদের মধ্য হতেই কেউ যেন তাদের ইমামত করে। -(আবু দাউদ, তিরমীজি, ও নাসায়ী; কিন্তু নাসায়ী আপন বর্ণনা রাসূল (স)-এর বাণীতেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন।)

উম্মে মাকতুম নামাজে ইমামতি করেছেন

হাদীস : ১০৫০ ৷ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) ইবনে উম্মে মাকতুমকে নামাজে লোকের ইমামতি করার জন্য আপন প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছিলেন, অথচ তিনি ছিলেন অন্ধ। -(আবু দাউদ)

পালাতক দাসের নামাজ কবুল হয় না

হাদীস : ১০৫১ ৷ হযরত আবু উমামা বাহেলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তিন ব্যক্তির নামাজ তাদের কানের সীমা অতিক্রম করে না। (ক) পালাতক দাস, যাবৎ না সে ফিরে আসে, (খ) যে নারী রাত্রি যাপন করেছে অথচ তার স্বামী তার উপর অসন্তুষ্ট এবং (গ) মানুষের ইমাম, যাহাকে তারা নাপছন্দ করে। -(তিরমীজি)

লোকে যাকে পছন্দ করে না সে ইমাম হবে না

হাদীস : ১০৫২ ৷ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তিন ব্যক্তি তাহাদের নামাজ কবুল হবে না- (১) যে লোকদের ইমাম হয়েছে অথচ তারা তাকে নাপছন্দ করে, (২) যে নামাজ পড়তে আসে 'দেবারে', আর দেবার বলে (উত্তম) সময় চলিয়া যাওয়ার পর নামাজে আসাকে, (৩) যেকোনো স্বাধীন নারীকে দাসীতে পরিণত করে।

-(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

২১০-২২০ * তবে অঙ্গ ২১১-২২০
প্রথম অংশ - মসীহ - ১

কিয়ামতের পূর্বে ইমাম পাওয়া যাবে না

হাদীস : ১০৫৩ । হযরত সালামা বিনতে হুর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের আশ্বাসমুহুর মধ্যে এটাও একটি । মসজিদে সমবেত নামাজীগণ একে অন্যকে ঠেলিবে, কিন্তু তাদের নামাজ পড়িয়ে দিতে পারে এমন কোনো উপযুক্ত ইমাম পাবে না ।—(আবু হুরায়রা, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ) **২২২০-২২২১**

মৃতের জানাযা নামাজ পড়া ফরজ

হাদীস : ১০৫৪ । হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, জিহাদ তোমাদের উপর ফরজ প্রত্যেক ইমাম বা নেতার সহযোগে, সে ভালো লোক হোক বা খারাপ, যদিও সে কবীরা গুনাহ করে । এরূপে নামাজ তোমাদের উপর ফরজ প্রত্যেক মুসলমানের পেছনে, চাই সে ভালো লোক কি মন্দ-যদিও সে কবীরা গুনাহ করে এবং প্রত্যেক মুসলমান মৃতের জানাজার নামাজ পড়া ফরজ- সে ভালো কি মন্দ, যদিও সে কবীরা গুনাহ করে থাকে ।—(আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ২২২০-২২২২

মক্কা বিজয়ের পর সকল গোত্র ইসলাম গ্রহণ করল

হাদীস : ১০৫৫ । হযরত আমর ইবনে সালামা (রা) বলেন, আমরা লোক চলাচলের পথে একটি কূপের নিকটে বাস করতাম, যেথা দিয়ে পথারোহীরা চলত। আমরা তাদের খিচ্ছেন করতাম, মানুষের কি হলো, মানুষের কি হলো? লোকটি কে? তারা উত্তর করত, লোকটি মনে করে তাকে আল্লাহ নবী করে পাঠিয়েছেন এবং তার প্রতি এরূপ এরূপ অহী নাজিল করেছেন। তখন আমি সে অহী বাণীটি এমনভাবে মুখস্থ করে নিতাম, যেন আমার অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে গেছে। কিন্তু আরবগণ তখন তাদের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে মক্কা বিজয়ের অপেক্ষা করছিল। তারা বলত, তাকে তার গোত্রের সাথে বুঝতে দাও, যদি সে তাদের ওপর জয় লাভ করে তখন মনে করবে যে, সে সত্য নবী। যখন মক্কা বিজয়ের ঘটনা ঘটল, প্রত্যেক গোত্রই ইসলাম গ্রহণে তাড়াহুড়া করল এবং আমার পিতা আমাদের গোত্রের ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই তাড়াহুড়া ইসলাম গ্রহণ করলেন। যখন তিনি গোত্রে প্রত্যাভর্ন করলেন, বললেন, আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের কাছে এক সত্য নবীর কাছে থেকে এলাম। তিনি বলে থাকেন এ নামাজ এ সময় পড়বে, ওই নামাজ ওই সময় পড়বে। যখন নামাজের সময় উপস্থিত হবে, তখন তোমাদের মধ্য হতে যেন কেউ আজান দেয় এবং যেন তোমাদের ইমামত সে ব্যক্তি করে, যে কোরআন অধিক জানে। তখন লোকেরা দেখল, আমা অপেক্ষা অধিক কোরআন জানে আর কেউ নেই। কেননা, আমি পথিকদের কাছে থেকে পূর্বেই মুখস্থ করে নিয়েছিলাম। তখন তারা আমাকেই তাদের আগে বাড়িয়ে দিল, অথচ তখন আমি ছয় কি সাত বছরের ছেলে মাত্র। তখন আমার গায়ে একটি চাদর ছিল। যখন আমি সিঁদা করতাম, উহা আমার পায়ে আটকে যেত, তখন গোত্রের এক স্বী লোক বলল, তোমরা কি আমাদের হতে তোমাদের ইমামের লজ্জাহুান ঢাকবে না? তখন তারা কাপড় খরিদ করল এবং আমার জন্য একটি জামা প্রস্তুত করল। আমি এ জামা পেয়ে এতই আনন্দিত হলাম যে, এর আগে কোনো জিনিস পেয়েও এত আনন্দিত হইনি।—(বোখারী)

মদীনায় একজন গোলাম ইমামতি করত

হাদীস : ১০৫৬ । হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর হিজরতের পূর্বে যখন প্রথম মুহাজির দল মদীনা পৌছলেন, তখন আমি হুজায়ফার গোলাম সালাম (রা) তাদের ইমামত করতেন। অথচ তাদের মধ্যে তখন হযরত ওমর ও আবু সালামা ইবনে আব্দুল আসাদের ন্যায় লোকও বিদ্যমান ছিলেন।—(বোখারী)

পরস্পর বিচ্ছিন্ন দুই ভাইয়ের নামাজ কবুল হয় না

হাদীস : ১০৫৭ । হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তিন ব্যক্তি তাদের নামাজ তাদের মাথার ওপর এক বিষতও উঠানো হয় না। (১) যে ব্যক্তি লোকের ইমামত করে অথচ তারা তার ওপর নারাজ, (২) সেই স্বী লোক, যে রাত্রি যাপন করে অথচ তার স্বামী তার ওপর নাখোশ এবং (৩) সে দুই ভাই, যারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন।—(ইবনে মাজাহ)

দশম অধ্যায়

ইমামের কর্তব্য কী

প্রথম পরিচ্ছেদ

শিশু কাঁদলে নামাজ সংক্ষেপ করা যায়

হাদীস : ১০৫৮ । হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি রাসূল (স) অপেক্ষা কোনো ইমামের পেছনে এত সংক্ষেপ অথচ এত পূর্ণ নামাজ পড়ি নাই, এমনকি যখন তিনি কোনো শিশুর ক্রন্দন শুনতেন, তখন তার মা উদ্বিগ্ন হওয়ার আশঙ্কায় নামাজ সংক্ষেপ করতেন।—(বোখারী ও মুসলিম)

নামাজ সংক্ষিপ্ত করতে হয়

হাদীস : ১০৫৯ ॥ হযরত আবু কাতাদা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি অনেক সময় নামাজ শুরু করি, আর আমার ইচ্ছা থাকে উহাকে দীর্ঘ করার, কিন্তু যখন আমি কোনো শিশুর ক্রন্দন শুনি, তখন আমি আমার নামাজকে সংক্ষেপ করি। কেননা, তার ক্রন্দনে তার মাতার মনের উত্তেজনা যে বেড়ে যায়, তা আমি জানি।—(বোখারী)

নামাজে অনেক দুর্বল লোক থাকে

হাদীস : ১০৬০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ লোকের নামাজ পড়ায়, তখন সে যেন সংক্ষেপ করে। কেননা, তাদের মধ্যে রোগী, দুর্বল ও বৃদ্ধ ব্যক্তি রয়েছে। অবশ্য যখন তোমাদের কেউ নিজে নিজে নামাজ পড়ে তখন সে যে পরিমাণ ইচ্ছা দীর্ঘ করতে পারে।—(বোখারী ও মুসলিম)

নামাজ দীর্ঘায়িত করলে রাসূল (স) রাগান্বিত হতেন

হাদীস : ১০৬১ ॥ অবৈয়ী কায়স ইবনে আবু হাজেম বলেন, সাহাবী হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রা) আমাকে বলেছেন, এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলান্নাহ! খোদার কসম, আমি ফজরের নামাজে বিলম্বে হাজির হই অমুকের কারণে। সে আমাকে দীর্ঘ নামাজ পড়ায়। আবু মাসউদ বলেন, সেই দিন ওয়াজে রাসূল (স)-কে আমি এমন রাগ করতে দেখেছি, যে রূপ তাকে আর কখনো দেখিনি। অতপর হুজুর বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ লোকদের (জামায়াত হবে) বীতশ্রদ্ধ করে তোলে। তোমাদের যে কেউ লোকদের যেকোনো নামাজ পড়াক না কেন, সে যেন সংক্ষেপ করে। কেননা, তাদের মধ্যে দুর্বল, বৃদ্ধ ও কাজের চিন্তাশ্রান্ত লোক রয়েছে।—(বোখারী ও মুসলিম)

নামাজ সঠিক নিয়মে পড়ার নির্দেশ

হাদীস : ১০৬২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের নামাজ পড়াবে, যদি তারা ঠিকমতো পড়ায় তা হলে তো উহা তোমাদের সকলের পক্ষেই আর বৈঠক পড়ালে উহা তোমাদের পক্ষে, কিন্তু তাদের বিপক্ষে।—(বোখারী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইমামের উচিত নামাজ সংক্ষিপ্ত করা

হাদীস : ১০৬৩ ॥ হযরত ওসমান ইবনে আবুল আস (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাকে শেষ যে উপদেশ দিয়েছেন তা হলো, যখন তুমি লোকদের ইমামত করবে, সংক্ষেপ করে তাদের নামাজ পড়াবে।—মুসলিম

তার অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূল (স) তাকে বললেন, তুমি তোমার লোকদের নামাজ পড়াবে। ওসমান বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলান্নাহ (স)! এ ব্যাপারে আমি আমার অন্তরে ভয় অনুভব করি। রাসূল (স) বললেন, নিকটে আস। অতপর তিনি আমাকে তার সামনে বসালেন এবং আমার বক্ষস্থলে আমার দুস্তনের মধ্যখানে হাত রাখলেন, তারপর বললেন, ফির, (আমি ফিরলাম) এবং তিনি আমার পিঠে হাত রাখলেন আমার দুই বাহুমূলের মধ্যস্থলে। অতপর বললেন, যাও। এবার তুমি তোমার লোকদের ইমামত করতে থাক। কিন্তু মনে রেখ যে ব্যক্তি লোকদের ইমামত করবে সে যেন নামাজ সংক্ষেপ করে। কেননা, তাদের মধ্যে বৃদ্ধ রয়েছে, তাদের মধ্যে রূগ্ন ব্যক্তি রয়েছে, তাদের মধ্যে দুর্বল ব্যক্তি রয়েছে এবং তাদের মধ্যে কর্মব্যস্ত লোকও রয়েছে। হ্যাঁ, যখন তোমাদের কেউ একা নামাজ পড়বে তখন যেকোনো ইচ্ছা সেরূপ পড়বে।

রাসূল (স) সূরা সাফফাত দিয়ে নামাজ পড়াতেন

হাদীস : ১০৬৪ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাদের সংক্ষেপ করে নামাজ পড়াতে বলতেন, কিন্তু তিনি নিজে সূরা সাফফাত দ্বারা আমাদের ইমামত করতেন।—(নাসায়ী)

একাদশ অধ্যায়

মোকতাদীর কর্তব্য ও মাসবুকের করণীয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

নামাজের মধ্যে কোনো অঙ্গ ইমামের পূর্বে চালনা করবে না

হাদীস : ১০৬৫ ॥ হযরত বারী ইবনে আযেব (রা) বলেন, আমরা রাসূল (স)-এর পেছনে নামাজ পড়তাম। যখন তিনি 'সামিআল্লাহ লিমান হামিদাহ' বলতেন, তখন আমাদের কেউ আপন পিঠ কুঁজ করত না, যে পর্যন্ত না রাসূল (স) আপন কথাল মাটিতে রাখতেন।—(বোখারী ও মুসলিম)

ইমামের পূর্বে রুকু-সিজদা জায়েজ নেই

হাদীস : ১০৬৬ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) আমাদের নামাজ পড়ালেন। যখন তিনি নামাজ সম্পন্ন করলেন, আমাদের প্রতি মুখ ফিরিয়ে বললেন, হে লোকসকল! আমি তোমাদের ইমাম। সুতরাং তোমরা রুকু, সিজদা, কেয়াম ও সালাম আমার পূর্বে সামাধা করিও না। আমি নিশ্চয় তোমাদের দেখে থাকি আমার সামনের দিক হতে এবং আমার পশ্চাৎ দিক হতে।—(মুসলিম)

নামাজে সমস্ত বিষয় ইমামের পরে করতে হয়

হাদীস : ১০৬৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা ইমামের আগে যাবে না। ইমাম যখন তাকবীর বলবেন, তোমরা তাকবীর বলবে। ইমাম যখন ওয়াল্লাহুয়ালাহীন বলবেন, তোমরা আমীন বলবে। ইমাম যখন রুকু করবেন তোমরা সাথে সাথে রুকু করবে এবং ইমাম যখন সামিআল্লাহু লিমান হামিদা বলবেন তোমরা সাথে সাথে বলবে আল্লাহুম্মা রাক্বানা লাকালহামদ।—(বোখারী ও মুসলিম)

নামাজে সম্পূর্ণভাবে ইমামের অনুসরণ করতে হয়

হাদীস : ১০৬৮ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) একদা ঘোড়ায় সওয়ার হলেন এবং তথা হতে পড়ে গেলেন, যাতে তার ডান পাশ আহত হলো। অতপর তিনি (ফরজ) নামাজসমূহের একটি নামাজ বসে পড়লেন, আর আমরাও তার পেছনে বসেই পড়লাম। যখন তিনি সালাম ফিরালেন, বললেন, ইমাম এ জন্যই করা হয়, যাতে তার অনুসরণ করা হয়। সুতরাং ইমাম যখন দাঁড়িয়ে নামাজ পড়বেন, তোমরাও দাঁড়িয়ে পড়বে এবং ইমাম যখন রুকু করবেন তোমরাও সাথে সাথে রুকু করবে। ইমাম যখন মাথা উঠাবেন তোমরাও সাথে সাথে মাথা উঠাবে। আর ইমাম যখন সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলবেন, তখন তোমরা বলবে রাক্বানা লাকাল হামদ এবং ইমাম যখন বসে নামাজ পড়বেন তোমরা সকলে বসে পড়বে।

হুমাইদী বলেছেন, রাসূল (স)-এর বাণী-‘ইমাম যখন বসে পড়বেন তোমরাও বসে পড়বে’-এটা তার পূর্ব রোগকালীন বাণী। অতপর রাসূল (স) বসে নামাজ পড়েছেন আর লোক তার পেছনে দাঁড়িয়ে পড়েছেন, অথচ তিনি তাদের বসে পড়তে নির্দেশ দেননি। নিয়ম হলো যে, রাসূল (স)-এর পর পর কার্যসমূহের শেষেরটিরই অনুসরণ করতে হয়।

বোখারীর বর্ণনা। ইমাম মুসলিম ‘সকলে বসে পড়বে’ শব্দ পর্যন্ত তার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু অপর এক বর্ণনা অনুসারে তিনি শেষের দিকে এ বাক্যটি বাড়িয়ে বলেছেন, আর ইমামের বিরুদ্ধাচরণ করবে না এবং যখন ইমাম সিজদা করেন তোমরাও সিজদা করবে।’

রাসূল (স) বসে নামাজের ইমামতি করেছেন

হাদীস : ১০৬৯ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর রোগ বেড়ে গেল, একবার বেলাল তাকে নামাজের সংবাদ দিতে এল। তিনি বললেন, আবু বকরকে বলো মানুষের নামাজ পড়িয়ে দিতে। সুতরাং আবু বকর সে কয়েকদিন নামাজ পড়ালেন। অতপর একদিন রাসূল (স) কিছুটা সুস্থবোধ করলেন এবং দু ব্যক্তির কাঁধে ভর দিয়ে মাটিতে পা হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে মসজিদে প্রবেশ করলেন। যখন হযরত আবু বকর রাসূল (স)-এর পদধ্বনি শুনতে পেলেন, নিজে পেছনের সারিতে যেতে উদ্যত হলেন। কিন্তু রাসূল (স) তাকে না সরতেই ইঙ্গিত করলেন। অতপর তিনি অগ্রসর হয়ে আবু বকরের বাঁ দিকে বসে গেলেন। তখন হযরত আবু বকর দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে লাগলেন। আর রাসূল (স) বসে (ইমামরূপে) নামাজ পড়তে রইলেন। (অর্থাৎ) হযরত আবু বকর রাসূল (স)-এর নামাজের একতেন্দা করলেন এবং লোক আবু বকরের নামাজের অনুসরণ করল।—(বোখারী ও মুসলিম)

ইমামের পূর্বে মাথা উঠালে কঠিন শাস্তি

হাদীস : ১০৭০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ইমামের পূর্বে মাথা উঠায় সে কি ভয় করে না যে, তার মাথাকে আল্লাহ তাআলা গাধার মাথায় রূপান্তর করে দেবেন।—(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নামাজে ইমামের একতেন্দা করতে হয়

হাদীস : ১০৭১ ॥ হযরত আলী ও মোয়াজ ইবনে যাবাল (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ নামাজে উপস্থিত হবে, তখন ইমাম যে অবস্থায় যা করতে থাকবে সেও যেন তাই করে।—(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরিব)

যদি ইমাম সিজদায় থাকেন তবে নতুন আগতরা সিজদায় যাবে

হাদীস : ১০৭২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা যখন নামাজে উপস্থিত হও, আর আমরা যখন সিজদায় থাকি, তোমরাও সিজদা করবে। কিন্তু উহাকে কিছু গণ্য করবে না। অবশ্য যে ব্যক্তি পূর্ণ এক রাকআত পেয়েছে, সে পূর্ণ নামাজই পেয়েছে।—(আবু দাউদ)

যে একাধারে চল্লিশ দিন জামায়াতে নামাজ পড়ে সে বেহেশতি

হাদীস : ১০৭৩ ৷ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি তাকবীরে তাহরীমায় শামিল হয়ে চল্লিশ দিন যাবৎ আল্লাহর উদ্দেশ্যে জামায়াতে নামাজ পড়েছে, তার জন্য দুটি মুক্তি নির্ধারিত রয়েছে—এক মুক্তি দোষের আশঙ্কা হতে, আর অপর মুক্তি কপটতা হতে।—(তিরমিযী)

মসজিদে জামায়াত না গেলেও সমানসংখ্যক সওয়াব

হাদীস : ১০৭৪ ৷ হযরত হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে অজু করেছে এবং উত্তমরূপে সম্পন্ন করেছে অতপর মসজিদে গিয়েছে, কিন্তু গিয়ে দেখল যে, লোক নামাজ সম্পন্ন করে ফেলেছে। আল্লাহপাক তাকে সে ব্যক্তির পরিমাণ সওয়াব দান করবেন, যে ব্যক্তি জামায়াতে হাজির হয়ে নামাজ সম্পন্ন করেছে, অথচ এটা তাদের সওয়াবেরও কোনো অংশ হ্রাস করবে না।—(আবু দাউদ ও নাসায়ী)

মসজিদে দ্বিতীয় জামায়াত সওয়াব

হাদীস : ১০৭৫ ৷ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, এক ব্যক্তি (মসজিদে) এল অথচ রাসূল (স) নামাজ সম্পন্ন করে ফেলেছেন। এটা দেখে তিনি বললেন, কেউ কি নেই যে, একে (জামায়াতের) সওয়াব দান করে। অর্থাৎ এর সাথে নামাজ পড়ে? অতপর এক ব্যক্তি দাঁড়াল এবং তার সাথে নামাজ পড়ল।—(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-এর জীবিতকালে আবু বকর (রা) নামাজ পড়ালেন

হাদীস : ১০৭৬ ৷ তাবেরী হযরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ (র) বলেন, একদা আমি হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছে গিয়ে বললাম (আম্মা), আপনি কি আমাকে রাসূল (স)-এর ইন্তেকালের রোগ সম্পর্কে কোনো বর্ণনা দান করবে না? তিনি বললেন, হ্যাঁ, রাসূল (স)-এর রোগ যখন গুরুতর আকার ধারণ করল, তিনি একবার বললেন, লোকেরা কি নামাজ পড়ে ফেলেছে? আমরা বললাম, না ইয়া রাসূলুল্লাহ! তারা আপনার অপেক্ষা করছে। তিনি বললেন, আমার জন্য গামলায় পানি ঢাল। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমরা তা করলাম। তিনি গোসল করলেন এবং খুব কষ্টে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু আবার অজ্ঞান হয়ে গেলেন। পুনরায় জ্ঞান লাভ করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা কি নামাজ পড়ে ফেলেছে? আমরা বললাম, না ইয়া রাসূলুল্লাহ! তারা আপনার অপেক্ষা করছে। তিনি বললেন, আমার জন্য গামলায় পানি ঢাল। হযরত আয়েশা (রা) বললেন, রাসূল (স) উঠে বসলেন এবং পুনরায় গোসল করলেন, অতপর দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু আবার অজ্ঞান হয়ে গেলেন। পুনরায় জ্ঞান লাভ করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা কি নামাজ পড়ে ফেলেছে? আমরা বললাম না, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তারা আপনার অপেক্ষা আছে। রাসূল (স) আবার বললেন, আমার জন্য গামলায় পানি ঢাল। তিনি উঠে বসলেন এবং তৃতীয়বার গোসল করলেন, অতপর দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু এবারও অজ্ঞান হয়ে গেলেন। অতপর জ্ঞান লাভ করলেন এবং আবার জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা কি নামাজ পড়ে ফেলেছে? আমরা বললাম, না, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তারা আপনার অপেক্ষা আছে।

(হযরত আয়েশা (রা) বলেন) লোকেরা তখন দ্বিতীয় এশার নামাজের জন্য রাসূল (স)-এর অপেক্ষায় মসজিদে অবস্থান করছিল। রাসূল (স) হযরত আবু বকরের কাছে লোক পাঠালেন, তিনি যেন লোকদের নামাজ পড়িয়ে দেন। বার্তাবাহক আবু বকরের কাছে পৌঁছে বলল, রাসূল (স) আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আপনি যেন লোকদের নামাজ পড়িয়ে দেন। (হযরত আয়েশা বলেন) হযরত আবু বকর (রা) একজন কোমল হৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বললেন, হে ওমর! আপনি লোকদের নামাজ পড়িয়ে দিন। হযরত ওমর (রা) বললেন, আপনি এর জন্য অধিকতর যোগ্য। (হযরত আয়েশা (রা) বলেন) সুতরাং হযরত আবু বকরই সে কয়েকদিনের (১৭ দিনের) নামাজ পড়ালেন। অতপর একদিন রাসূল (স) কিছুটা উপসোম বোধ করলেন এবং দুই ব্যক্তির সাহায্যে, যাদের মধ্যে একজন হযরত আব্বাস ছিলেন। জোহরের নামাজের জন্য বের হলেন, আর তখন হযরত আবু বকর লোকদের নামাজ পড়াচ্ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা) যখন রাসূল (স)-কে দেখলেন, পেছনে সরে ফেটে উদ্যত হলেন। তখন রাসূল (স) তাকে ইশারা করলেন, যেন পেছনে না সড়েন এবং সাধীদ্বয়কে বললেন, আমাকে আবু বকরের পাশে বস। সুতরাং তারা তাকে তার পাশে বসালেন এবং রাসূল (স) বসে রইলেন (অর্থাৎ দাঁড়াতে পারলেন না)।

রাবী ওবায়দুল্লাহ বলেন, একবার আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের কাছে গেলাম এবং তাকে বললাম, হযরত আয়েশা (রা) রাসূল (স)-এর ইন্তেকালের রোগ সম্পর্কে আমাকে যে বিবরণ দান করেছেন, তা কি আপনার কাছে পেশ করব না? তিনি বললেন, করুন। অতপর আমি তার কাছে হযরত আয়েশা (রা)-এর বিবৃত বিবরণ পেশ করলাম। তিনি উহার কোনো অংশই অস্বীকার করলেন না। শুধুমাত্র এ কথাই জিজ্ঞেস করলেন, যে ব্যক্তি হযরত আব্বাসের সাথে ছিলেন, হযরত আয়েশা কি আপনাকে তার নাম বলেছেন? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, সে ব্যক্তি ছিলেন হযরত আলী (রা)।—(বোখারী ও মুসলিম)

জামায়াতে যে রুকু পায় সে পুরা নামাজ পায়

হাদীস : ১০৭৭ ৥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলতেন, যে রুকু পেয়েছে সে পূর্ণ রাকআতই পেয়েছে, আর যার সূরা ফাতেহা ছুটে গেছে তার বহু কল্যাণই ছুটে গেছে।-(মালিক) গ্রন্থ-২২৪

ইমামের পূর্বে মাথা উঠালে শয়তানের হাত

হাদীস : ১০৭৮ ৥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, যে ব্যক্তি ইমামের পূর্বে মাথা উঠায় বা নামায়, নিশ্চয় তার মাথা শয়তানের হাতে রয়েছে।-(মালিক) গ্রন্থ-২২৫

দ্বাদশ অধ্যায়

এক নামাজ দুবার পড়া

প্রথম পরিচ্ছেদ**মুআজ ইবনে জাবাল রাসূল (স)-এর পেছনে নামাজ পড়তেন**

হাদীস : ১০৭৯ ৥ হযরত জাবির (রা) বলেন, মুআজ ইবনে জাবাল রাসূল (স)-এর সাথে নামাজ পড়তেন, অতপর আপন লোকদের কাছে গিয়ে তাদের নামাজ পড়াতেন।-(বোখারী ও মুসলিম)

মুআজ ইবনে জাবালের নামাজ ছিল নফল

হাদীস : ১০৮০ ৥ হযরত জাবেল (রা) বলেন, মুআজ ইবনে জাবাল (রা) রাসূল্লাহ (স)-এর সাথে এশার নামাজ পড়তেন। অতপর নিজের লোকদের কাছে গিয়ে তাদের এশার সেই নামাজ পড়াতেন, অথচ তার নামাজ ছিল নফল।-(বায়হাকী ও বোখারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ**বাড়িতে নামাজ পড়ার পর মসজিদের জামায়াতে নামাজের হুকুম**

হাদীস : ১০৮১ ৥ হযরত ইয়াজিদ ইবনে আসওয়াদ (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-এর সাথে তার বিদায় হজ্জে উপস্থিত ছিলাম। আমি তার সাথে (মিনার) মসজিদে খায়ফে ফজরের নামাজ পড়লাম। যখন তিনি তার নামাজ সম্পন্ন করে পেছনে ফিরলেন, দেখলেন দুটি লোক জনমণ্ডলীর শেষ প্রান্তে রয়েছে, যারা তার সাথে নামাজ পড়েনি। রাসূল (স) বললেন, তাদের আমার কাছে আন। তখন তাদের আনা হলো, অথচ (ভয়ে) তাদের শরীর কাঁপছিল। রাসূল (স) তাদের জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের সাথে নামাজ পড়তে তোমাদের কিসে বাধা দিল? তারা বলল, ইয়া রাসূল্লাহ! আমরা আমাদের আবাসে নামাজ পড়ে এসেছি। তিনি বললেন, এরূপ করবে না। তোমরা যখন তোমাদের আবাসে নামাজ পড়বে, অতপর জামাআত হচ্ছে এরূপ মসজিদে উপস্থিত হবে, তখন তাদের সাথে নামাজ পড়বে। এটা তোমাদের জন্য নফল হবে।-(তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসায়ী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ**জামায়াতে নামাজ না পড়ার কারণে তিরস্কার**

হাদীস : ১০৮২ ৥ তাবেরী হযরত বুসর ইবনে মেহজান তার পিতা মেহজান হতে বর্ণনা করেন, তার পিতা একদা রাসূল (স)-এর সাথে এক মজলিসে ছিলেন। তখন নামাজের আজান হলো এবং রাসূল (স) দাঁড়ালেন। অতপর নামাজ পড়লেন ও প্রত্যাবর্তন করলেন, অথচ মেহজান তখনো নিজ জায়গায়ই আছেন। এটা দেখে রাসূল (স) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে লোকের সাথে নামাজ পড়তে কিসে বাধা দিল, তুমি কি একজন মুসলমান নও? তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূল্লাহ! নিশ্চয়। তবে আমি আমার ঘরে নামাজ পড়ে নিয়েছি। তখন রাসূল (স) তাকে বললেন, যখন তুমি নামাজ পড়ে মসজিদে আসবে আর মসজিদে তখন নামাজ শুরু হবে, তুমিও লোকের সাথে নামাজে শরিক হয়ে যাবে, যদিও তুমি (ঘরে) নামাজ পড়ে থাক।-(মালিক ও নাসায়ী)

জামাআত না পেলেও সওয়াব পাওয়া যায়

হাদীস : ১০৮৩ ৥ আসাদ ইবনে খোযায়মা গোত্রের এক ব্যক্তি হতে বর্ণিত আছে, সে সাহাবী হযরত আবু আইয়ুব আনসারীকে জিজ্ঞেস করল এবং বলল, আমাদের মধ্যে কেউ ঘরে নামাজ পড়ে মসজিদে আসে এবং তথায় নামাজ শুরু হয়েছে দেখে তাদের সাথে নামাজ পড়ে অর্থাৎ, আমিই এরূপ করি, কিন্তু এতে মনে যেন কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করি। তখন হযরত আবু আইয়ুব (রা) বললেন, আমরা এ সম্পর্কে রাসূল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেছেন, এটা তার জন্য জামাআতের (সওয়াবের) অংশবিশেষ।-(মালিক ও আবু দাউদ) গ্রন্থ-২২৬

নামাজের জামাআত হলেই নামাজ পড়তে হয়

হাদীস : ১০৮৪ ॥ হযরত ইয়াজীদ ইবনে আমের (রা) বলেন, একদা আমি রাসূল (স)-এর কাছে এলাম তখন তিনি নামাজে ছিলেন। আমি বসে রইলাম এবং তাদের সাথে নামাজে शामिल হলাম না। যখন রাসূল (স) নামাজ শেষ করে আমাদের দিকে ফিরলেন, আমাকে বসা দেখলেন এবং বললেন, হে ইয়াজিদ! তুমি কি মুসলমান হওনি? আমি উত্তর করলাম ইয়া রাসূলান্নাহ! নিশ্চয়ই আমি মুসলমান হয়েছি। রাসূল (স) বললেন, তা হলে তুমি তাদের সাথে নামাজে शामिल হলে না কেন? আমি বললাম, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমি আমার আবাসে নামাজ পড়ে নিয়েছি। আমি মনে করেছি আপনারা নামাজ পড়ে নিয়েছেন। তখন রাসূল (স) বললেন, যখন তুমি কোনো নামাজের স্থানে পৌঁছাবে আর লোকদের নামাজে দেখবে তখন তাদের সাথে নামাজে शामिल হয়ে যাবে যদিও তুমি নামাজ পড়ে ফেলেছ। তোমার এ নামাজ নফল হবে এবং ঐ নামাজ ফরজ হবে।—(আবু দাউদ) ১১২৫-২২৭

নামাজের সওয়াবের অধিকার একমাত্র আল্লাহর

হাদীস : ১০৮৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করল এবং বলল, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমি কখনো ঘরে নামাজ পড়ি, অতপর মসজিদে এসে ইমামের সাথে জামাআতের নামাজও পাই। আমি কি তার সাথে পুনরায় নামাজ পড়ব? তিনি তাকে উত্তর করলেন, হ্যাঁ। অতপর সে ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করল, আমি আমার কোন নামাজকে ফরজ গণ্য করব? তখন হযরত ইবনে ওমর বললেন, এ অধিকার কি তোমার আছে? এ অধিকার একমাত্র আল্লাহরই। তিনি উভয়ের মধ্যে যেটিকে ইচ্ছা ফরজরূপে গণ্য করবেন।—(মালিক)

যেকোনো নামাজ একদিনে দুবার পড়া যাবে কি না

হাদীস : ১০৮৬ ॥ হযরত মায়মুনার (অম্বাদকৃত) শেখলাম তাবেরী হযরত সুলায়মান ইবনে ইয়াসার বলেন, একদা আমরা বালাতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর কাছে এলাম। তখন তারা নামাজ পড়ছিলেন। কিন্তু তিনি তাতে शामिल ছিলেন না। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি তাদের সাথে নামাজ পড়ছেন না কেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমি নামাজ পড়েছি এবং আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, কোনো নামাজ একদিনে দুবার পড়বে না।—(আহমদ, আবু দাউদ ও নাসায়ী)

ফজর ও মাগরিব নামাজ দুবার পড়া যায় না

হাদীস : ১০৮৭ ॥ হযরত নাফে (রা) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলতেন, যে ব্যক্তি মাগরিব অথবা ফজরের নামাজ প্রথমে একবার পড়েছে, অতপর ইমামের সাথে পেয়েছে সে যেন ঐ দু নামাজ পুনরায় না পড়ে।—(মালিক)

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সুন্নত নামাজ ও উহার ফযীলত

প্রথম পরিচ্ছেদ

বার রাকআত নামাজ পড়লে বেহেশতে ঘর নির্মিত হয়

হাদীস : ১০৮৮ ॥ হযরত উম্মে হাবীবা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে এক দিন রাতে বার রাকআত নামাজ পড়বে, তার জন্য বেহেশতে একটি ঘর নির্মাণ করা হবে। চার রাকআত যোহরের (ফরজের) পূর্বে, দু রাকআত উহার পরে, দু রাকআত (ফরজের) পরে, দু আকআত এশার (ফরজের) পরে এবং দু রাকআত ফজরের (ফরজের) পূর্বে।—(তিরমিযী)

কিন্তু মুসলিমের এক বর্ণনায় এরূপ রয়েছে, উম্মে হাবীবা বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, যেকোনো মুসলমান বান্দা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ফরজ ব্যতীত প্রত্যহ বার রাকআত নফল নামাজ পড়বে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তার জন্য বেহেশতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন।

সোবহে সাদেকের পূর্বে দুই রাকআত নামাজ পড়া ভালো

হাদীস : ১০৮৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর সাথে তার ঘরে যোহরের পূর্বে দুই রাকআত, পরে দুই রাকআত, মাগরিবের পরে দুই রাকআত এবং এশার পরে দুই রাকআত নামাজ পড়েছি। অতপর তিনি বলেন, হযরত হাফসা (রা) আমাকে বলেছেন, সোহবে সাদেক (উষা) প্রকাশিত হওয়ার পরে রাসূল (স) দুই রাকআত সংক্ষিপ্ত নামাজ পড়তেন।—(বোখারী ও মুসলিম)

জুমুআর নামাজের পর ঘরে না আসা পর্যন্ত কোনো নামাজ নেই

হাদীস : ১০৯০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) জুমুআর পরে যে পর্যন্ত না আপন ঘরে ফিরতেন কোনো নামাজ পড়তেন না। অতপর আপন ঘরেই তিনি দুই রাকআত নামাজ পড়তেন।—(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) ঘরে প্রবেশ করে দুই রাকআত নামাজ পড়তেন

হাদীস : ১০৯১ ॥ তাবেরী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে শকীক (রা) বলেন, একদা আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে রাসূল (স)-এর নফল নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। উত্তরে তিনি বললেন, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমার ঘরে যোহরের পূর্বে চার রাকআত নামাজ পড়তেন, অতঃপর বের হতেন এবং লোকদের নামাজ পড়াতেন। পুনরায় আমার ঘরে প্রবেশ করতেন এবং দুই রাকআত নামাজ পড়তেন। এরূপে তিনি লোকদের মাগরিবের নামাজ পড়াতেন। তারপর আমার ঘরে প্রবেশ করতেন এবং দুই রাকআত নামাজ পড়তেন, অতপর লোকদের এশার নামাজ পড়াতেন। তারপর আমার ঘরে প্রবেশ করে দুই রাকআত নামাজ পড়তেন। এ ছাড়া তিনি রাতে নয় রাকআত নামাজ পড়তেন, বিতরও যার অন্তর্গত ছিল। তিনি কোনো কোনো সময় দীর্ঘ রাত ধরে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তেন, আবার রাতে অনেকক্ষণ ধরে বসেও নামাজ পড়তেন। কিন্তু যখন কেরাআত দাঁড়িয়ে পড়তেন রুকু এবং সিজদাও দাঁড়িয়েই করতেন এবং যখন কেরাআত বসে পড়তেন রুকু সিজদাও বসেই করতেন। যখন সোবহে সাদেক আরম্ভ হতো, দুই রাকআত (সুন্নত) নামাজ পড়তেন।—(মুসলিম)

ফজরের দুই রাকআত নামাজ খুব গুরুত্বপূর্ণ

হাদীস : ১০৯২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) নফল নামাজসমূহের মধ্যে কোনো নামাজের প্রতিই এত অধিক লক্ষ্য রাখতেন না, যত না অধিক লক্ষ্য রাখতেন ফজরের দুই রাকআতের প্রতি।—(বোখারী ও মুসলিম)

ফজরের দুই রাকআত নামাজ দুনিয়ার সমস্ত জিনিসের চেয়ে উত্তম

হাদীস : ১০৯৩ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ফজরের (পূর্বের) দুই রাকআত নামাজ দুনিয়া ও উহার সমস্ত জিনিস অপেক্ষা উত্তম।—(মুসলিম)

মাগরিবের পূর্বে দুই রাকআত সুন্নত পড়া যায়

হাদীস : ১০৯৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোগাফফাল (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা মাগরিবের পূর্বে দুই রাকআত নফল নামাজ পড়ে নিও। তোমরা মাগরিবের পূর্বে দুই রাকআত নফল নামাজ পড়িও। কিন্তু তৃতীয়বার বললেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে। এটা আমি এ আশঙ্কায় বললাম, যাতে মানুষ এ নামাজকে সুন্নত (মোআক্কাদা) না করে ফেলে।—বোখারী ও মুসলিম

জুমুআর পরে চার রাকআত সুন্নত নামাজ পড়তে হয়

হাদীস : ১০৯৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি জুমুআর পর নামাজ পড়তে চায়, সে যেন চার রাকআত পড়ে।—(মুসলিম)

কিন্তু তার অপর বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ জুমুআর নামাজ পড়বে, সে যেন উহার পর চার রাকআত নামাজ পড়ে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জোহরের পূর্বে ও পরে ছয় রাকআত নামাজ পড়ার ফজিলত

হাদীস : ১০৯৬ ॥ হযরত উম্মে হাবীবা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি জোহরের পূর্বে চার এবং উহার পর চার রাকআত নামাজ পড়েছে তাকে আল্লাহ পাক দোযখের প্রতি হারাম করে দিয়েছেন।—(আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ)

জোহরের চার রাকআত সুন্নাত নামাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ

হাদীস : ১০৯৭ ॥ হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, জোহরের পূর্বে চার রাকআত নামাজ, যার মধ্যখানে সালাম থাকবে না, উহার জন্য আসমানের দরজাসমূহ খোলা হয়ে থাকে।

—(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

সূর্য ঢলে যাওয়ার পর আসমানের দরজা খোলা হয়

হাদীস : ১০৯৮ ॥ সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সায়েব (রা) বলেন, রাসূল (স) সূর্য ঢলে যাওয়ার পর জোহরের পূর্বে চার রাকআত নামাজ পড়তেন এবং বলতেন যে, এ এমন একটি সময়, যাতে আসমানের দরজাসমূহ খোলা হয়ে থাকে। অতপর আমি ভালোবাসি যে, সে সময় আমার একটা নেক আমল তথায় উঠুক।—(তিরমিযী)

আসরের পূর্বে চার রাকআত নামাজ পড়লে কল্যাণ হয়

হাদীস : ১০৯৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ অনুগ্রহ বর্ষণ করুন তার প্রতি, যে ব্যক্তি আসরের পূর্বে চার রাকআত নামাজ পড়েছে।-আহমদ, তিরমিযী ও আবু দাউদ

রাসূল (স) আসরের পূর্বে চার রাকআত নামাজ পড়তেন

হাদীস : ১১০০ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) আসরের পূর্বে চার রাকআত নামাজ পড়তেন এবং মধ্যখানে ফেরেশতাগণ ও তাদের অনুসারী মুমিন মুসলমানগণের প্রতি সালাম ফিরানোর দ্বারা উহাদের পৃথক করতেন।-(তিরমিযী)

আসরের পূর্বে দুই রাকআত নামাজ পড়তে হয়

হাদীস : ১১০১ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) আসরের পূর্বে দুই রাকআত (নফল) নামাজ পড়তেন।
 ১১২০ - ২২৬
 -(আবু দাউদ)

মাগরিবের পর ছয় রাকআত আওয়ামীন নামাজ পড়তে হয়

হাদীস : ১১০২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (র) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে মাগরিবের পর ছয় রাকআত নামাজ পড়ছে, ঐ সময়ে উহাদের মধ্যে সে কোনো মন্দ বাক্য উচ্চারণ করেনি, তার সে নামাজ বার বছরের ইবাদতের সমান গণ্য করা হবে।-(তিরমিযী)

এবং তিরমিযী হাদীসটি হাসান ও গরীব বর্ণনা করে বলেন, ওমর ইবনে আবী খাসআম রাবীর সূত্র ব্যতীত অপর কোনো সূত্রে আমরা হাদীসটি অবগত নই। ইমাম বোখারী তাকে মোনকার অভিহিত করেছেন বলে শুনেছি এবং নেহায়েত যয়ীফ বলেছেন। ১১২০ - ২২৯

মাগরিবের পর বিশ রাকআত নামাজ পড়া যায়

হাদীস : ১১০৩ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের পর বিশ রাকআত নামাজ পড়েছে, আল্লাহ তার জন্য বেহেশতে একখানা ঘর তৈরি করবেন।-তিরমিযী

এশার পর চার রাকআত নামাজ সুন্নত ত্বান ২৬০

হাদীস : ১১০৪ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখনই এশার নামাজ পড়ে আমার ঘরে প্রবেশ করতেন, তখন তিনি চার রাকআত অথবা ছয় রাকআত নামাজ পড়তেন।-আবু দাউদ ১১২০ - ২৬১

ফজরের পূর্বে দুই রাকআত মাগরিবের পর দুই রাকআত সুন্নত

হাদীস : ১১০৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, (কোরআন পাকের সূরা তুরে) তারকারাজির অস্ত যাওয়ার কালে যে নামাজের কথা বলা হয়েছে, তা হলো ফজরের পূর্বেই দুই রাকআত এবং (সূরা কাফে) নামাজের পরে যে নামাজের কথা বলা হয়েছে তা হলো মাগরিবের ফজর নামাজের পরের দুই রাকআত।-(তিরমিযী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ১১২০ - ২৬২**শেষ রাতের চার রাকআত নামাজে অনেক সওয়াব**

হাদীস : ১১০৬ ॥ হযরত ওমর (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, সূর্য ঢলে যাওয়ার পর জোহরের পূর্বে চার রাকআত (নামাজ) সওয়াবে শেষ রাতের চার রাকআত নামাজের সমান গণ্য করা হয়। সে সময় কোনো বস্ত্রই আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করা ছাড়া থাকে না। অতপর রাসূল (স) এই আয়াত পাঠ করলেন, (তারা কি আল্লাহর সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি করে না?) যার ছায়াসমূহ ডানে ও বাঁয়ে ঢলে তাকে আল্লাহর সিজদায় তার (বিধানের) প্রতি নতি স্বীকার করে।-(তিমমিজী, আর বায়হাকী ও আবুল ঈমানে) ১১২০ - ২৬৬

আসরের পর দুই রাকআত নামাজ নিয়মিত পড়তে হয়

হাদীস : ১১০৭ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) আসরের পর আমার ঘরে দুই রাকআত নামাজ পড়া কখনো ত্যাগ করেননি।-(বোখারী ও মুসলিম)

বোখারীর এক বর্ণনায় রয়েছে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন, কসম তার, যিনি তাকে নিয়ে গেছেন, তিনি আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করা পর্যন্ত কখনো এ দুই রাকআত নামাজ ত্যাগ করেননি।

টীকা

১১০৮ নং হাদীসের ॥ অনেক হাদীসে আছে রাসূল (স) আসরের পর নফল নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন। সুতরাং আসরের পর দুই রাকআত নামাজ পড়া শুধু রাসূল (স)-এর বৈশিষ্ট্য ছিল।

মাগরিবের পর দুই রাকআত নামাজ সুন্নত

হাদীস : ১১০৮ ৷ হযরত মুখতার ইবনে ফুলফুল তাবেয়ী বলেন, আমি একবার হযরত আনাস (রা)-কে জ্ঞাসরের পর দুই রাকআত নফল পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, হযরত ওমর (রা) আসরের পর যারা নামাজে হাত বাঁধতেন তাদের হাতে আঘাত করতেন। অবশ্য আমরা রাসূল (স)-এর যমানায় সূর্যাস্তের পর মাগরিবের নামাজের পূর্বে দুই রাকআত নামাজ পড়াতাম। (মুখতার বলেন,) তখন আমি হযরত আনাসকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল (স) আমাদের পড়তে দেখতেন, তবে আদেশ করতেন না এবং নিষেধ করতেন না।-(মুসলিম)

মাগরিবের পূর্বে দুই রাকআত নামাজ পড়তে হয়

হাদীস : ১১০৯ ৷ হযরত আনাস ((রা) বলেন, আমরা মদীনায এরূপ ছিলাম, যখন মুআজ্জিন মাগরিবের নামাজের আজান দিতেন, আমরা তাড়াতাড়ি করে মসজিদের খুঁটিসমূহের দিকে যেতাম এবং দুই রাকআত নামাজ পড়তে থাকতাম, যাতে কোনো আগন্তুক মসজিদে প্রবেশ করে অধিক লোককে নামাজ পড়তে দেখে মনে করত যে, (জামায়াতের) নামাজ বৃদ্ধি শেষ হয়ে গেল।-(মুসলিম)

মাগরিবের নামাজের পূর্বে দুই রাকআত নামাজ পড়া যায়

হাদীস : ১১১০ ৷ তাবেয়ী হযরত মারসাদ ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, একদা আমি সাহাবী হযরত ওকবা জুহানীর কাছে পৌঁছে বললাম, আমি আপনাকে তাবেয়ী আবু তামীম সম্পর্কে একটি বিস্ময়কর কথা শুনা কি? তিনি মাগরিবের ফরজের পূর্বে দুই রাকআত নামাজ পড়ে থাকেন। তখন হযরত ওকবা বললেন, আমরাও রাসূল (স)-এর যমানায় তা পড়তাম। আমি বললাম, তাহলে এখন আপনাকে তা পড়তে কিসে বাধা দিল? তিনি বললেন, কাজের ব্যস্ততা।-(বোখারী)

নফল নামাজ কোথায় পড়তে হয়

হাদীস : ১১১১ ৷ হযরত কাব ইবনে উজরা (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) বনী আবদুল আশহাল গোত্রে মসজিদে উপস্থিত হলেন এবং তথায় মাগরিবের নামাজ পড়লেন। তারা যখন ফরজ নামাজ শেষ করল, রাসূল (স) দেখলেন, তারা সকলেই উহার পর কিছু নফল নামাজ পড়তে ব্যাপ্ত হয়েছে। তখন রাসূল (স) বললেন, এটা ঘরের নামাজ।-(আবু দাউদ)

রাসূল (স) দীর্ঘ কেরআতে কোন নামাজ পড়তেন

হাদীস : ১১১২ ৷ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) মাগরিবের পর দুই রাকআত সুন্নতে কেরআত এত দীর্ঘ করতেন যে, ততক্ষণে সমস্ত লোক মসজিদ হতে বিদায় হয়ে যেত।-(আবু দাউদ ২৫২০-২৬৪)

মাগরিবের নামাজের পর কথা না বলে নামাজ পড়া

হাদীস : ১১১৩ ৷ তাবেয়ী মাকহুল (রা) রাসূল (স)-এর নাম করে বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের (ফরজ পড়ার) পর কথা বলার পূর্বে দুই রাকআত অপর বর্ণায় চার রাকআত নামাজ পড়েছে তার সে নামাজ ইন্দিয়ীনে উঠানো হবে। ২৫২০-২৬৫

মাগরিবের সুন্নত দুই রাকআত তাড়াতাড়ি পড়বে

হাদীস : ১১১৪ ৷ হযরত হযায়ফা (রা)ও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি এটাও বাড়িয়ে বলেছেন, রাসূল (স) বলতেন, মাগরিবের পর দুই রাকআত তাড়াতাড়ি পড়বে। কেননা, এটা ফরজের সাথে উপরে উঠানো হয়। উক্ত হাদীস দুটি ইমাম রযীন বর্ণনা করেছেন এবং বায়হাকী অতিরিক্ত অংশ হযায়ফা হতে অনুরূপ গুআবুল ঈমানে।

জুমআর ফরজের সাথে অন্য নামাজ নিষেধ

হাদীস : ১১১৫ ৷ তাবেয়ী হযরত আমর ইবনে আতা বলেন, একদা তাবেয়ী হযরত নাফে ইবনে জুবায়র তাকে (আমরকে) সাহাবী হযরত সায়েব (রা)-এর কাছে পাঠিয়ে জানতে চাইলেন, তার (সায়েবের) নামাজের ব্যাপারে হযরত আমীরে মোআবিয়া (রা) যা দেখেছিলেন (বলিয়া কথিত) তা সত্য কি না? উত্তরে হযরত সায়েব বললেন, হ্যাঁ, আমি একবার হযরত মোআবিয়া (রা)-এর সাথে মাকসুরায় জুমুআর নামাজ পড়লাম। যখন হযরত মোআবিয়া (রা) ঘরে চলে গেলেন, আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, আপনি যা করেছেন তা পুনঃ করবেন না। যখন আপনি জুমুআর ফরজ পড়বেন, উহার সাথে মিলিয়ে অপর কোনো নামাজ পড়বেন না, যাবৎ না কোনো কথা বলেন, অথবা সেখান হতে বের হয়ে যান। কেননা, রাসূল (স) আমাদের এরূপ করতে বলেছেন। অর্থাৎ, আমরা যেন এক নামাজকে অপর নামাজের সাথে মিলিয়ে না পড়ি, যাবৎ না কোনো কথা বলি অথবা সে স্থান হতে বের হয়ে যাই।-(মুসলিম)

ঘরে গিয়ে জুমআর সুন্নত পড়া যায়

হাদীস : ১১১৬ ৷ তাবেয়ী হযরত আতা বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) যখন মক্কায় জুমুআর ফরজ পড়তেন, সামান্য আগে বেড়ে যেতেন অতপর দুই রাকআত সুন্নত পড়তেন। তারপর আরো সামান্য আগে বেড়ে

যেতেন তারপর চার রাকআত সুন্নত পড়তেন। কিন্তু যখন (আপন স্থায়ী নিবাস) মদীনায় জুমুআর ফরজ পড়তেন, প্রথমে আপন ঘরে প্রত্যাবর্তন করতেন তারপর দুই রাকআত সুন্নত পড়তেন, কখনো মসজিদে পড়তেন না। একদা তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি সুন্নত মসজিদে না পড়ে ঘরে পড়েন কেন? তিনি বললেন, রাসূল (স) এরূপই করতেন।—(আবু দাউদ)

তিরমিযীর এক বর্ণনায় রয়েছে, আতা বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরকে জুমুআর ফরজের পর প্রথমে দুই রাকআত তারপর চার রাকআত নামাজ পড়তে দেখেছি।

চতুর্দশ অধ্যায়

রাতের নামাজ তাহাজ্জুদ

প্রথম পরিচ্ছেদ

এশার পর বেতের নামাজ পড়তে হয়

হাদীস : ১১১৭ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) এশার নামাজ হতে অবসর গ্রহণ করার পর ফজর পর্যন্ত এগার রাকআত নামাজ পড়তেন। প্রত্যেক দুই রাকআতের পরই সালাম ফিরাতেন এবং এক রাকআত দ্বারা উহাকে বিজোড় করতেন (অর্থাৎ বিতির এক রাকআত পড়তেন) এ নামাজের এক একটি সিঁজদা তিনি তোমাদের কেউ পঞ্চাশটি আয়াত পড়া পরিমাণ দীর্ঘ করতেন। যখন মুয়াজ্জিন ফজরের আজান শেষ করতেন এবং সোবহে সাদিক (উষা) পরিষ্কার হয়ে যেত, তখন তিনি দাঁড়াতেন এবং সংক্ষিপ্ত দুই রাকআত নামাজ পড়তেন। অতপর তিনি ডান পাশের উপর ভর করে বিশ্রাম করতে থাকতেন যাবৎ না একামত বলার জন্য তার কাছে মুয়াজ্জিন এসে পৌঁছতেন, তখন তিনি ফরজ পড়ার জন্য বের হতেন।—(বোখারী ও মুসলিম)

ফজরের সুন্নতের পর কথা বলা যায়

হাদীস : ১১১৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন ফজরের দুই রাকআত সুন্নত পড়তেন, আমি সজাগ থাকলে আমার সাথে কথাবার্তা বলতেন, অন্যথায় বিশ্রাম গ্রহণ করতেন।—(মুসলিম)

ফজরের সুন্নত পড়ে বিশ্রাম নেওয়া যায়

হাদীস : ১১১৯ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন ফজরের দুই রাকআত সুন্নত পড়তেন, ডান পাশের উপর বিশ্রাম গ্রহণ করতেন।—(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) রাতে তের রাকআত নামাজ পড়তেন

হাদীস : ১১২০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) রাতে ১৩ রাকআত নামাজ পড়তেন, যার অন্তর্গত বিতির এবং ফজরের দুই রাকআত সুন্নতও ছিল।—(মুসলিম)

রাসূল (স) রাতে কত রাকআত নামাজ পড়তেন

হাদীস : ১১২১ ॥ তাবেরী হযরত হাসরুক (রা) বলেন, আমি একদা হযরত আয়েশা (রা)-কে রাসূল (স)-এর রাতের নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, ফজরের দুই রাকআত ব্যতীত উহা ৭, ৯ ও ১১ রাকআত ছিল।—(বোখারী)

রাতে নামাজ সংক্ষিপ্ত করতে হয়

হাদীস : ১১২২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন রাতে নামাজ পড়তে উঠতেন, দুই রাকআত সংক্ষিপ্ত নামাজ দ্বারা উহা আরম্ভ করতেন।—(মুসলিম)

রাতে নামাজ দুই রাকআত সংক্ষিপ্ত করে পড়তে হয়

হাদীস : ১১২৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ রাতে উঠে, তখন সে যেন দুই রাকআত সংক্ষিপ্ত নামাজ দ্বারা (নামাজ) আরম্ভ করে।—(মুসলিম)

রাতের শেষ তৃতীয়াংশে তাহাজ্জুদ পড়তে হয়

হাদীস : ১১২৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, একবার আমি আমার খালা উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মুনার গৃহে রাত যাপন করলাম, আর রাসূল (স) সে রাতে তার গৃহেই ছিলেন। তিনি (এশার পর) তার পরিবারের সাথে কিছু সময় শাপ করলেন, অতপর নিদ্রা গেলেন। যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অথবা উহার কিয়দংশ অবশিষ্ট রহিল, তিনি উঠে বসলেন, অতপর আকাশের দিকে দৃষ্টি করে এ আয়াত পাঠ করতে লাগলেন।

‘নিশ্চয় আসমানসমূহ ও জমীনের সৃষ্টি এবং রাত দিনের পরিবর্তনের মধ্যে জ্ঞানবানদের জন্য নিদর্শনসমূহ রয়েছে।’ এমনকি তিনি সূরা (আলে ইমরান) শেষ করে ফেললেন। অতপর তিনি মশকের দিকে গেলেন এবং উহার মুখের রশি খুলে দিলেন। তারপর একটি বড় পেয়ালায় পানি ঢাললেন এবং পানি কম ও বেশি ব্যয় না করে উত্তমরূপে অঙ্ক করলেন। অর্থাৎ পানি অতিরিক্ত ব্যয় করলেন না, অথচ অঙ্কুর সর্বোচ্চ পানি পৌছালেন। এরপর দাঁড়ালেন এবং নামাজ পড়তে আরম্ভ করলেন। এ সময় আমি উঠলাম এবং অঙ্ক করে তার বাঁ পাশে দাঁড়িয়ে গেলাম। দেখলাম, তার নামাজ (বিতরসহ) তের রাকআত সমাপ্ত হলো। তারপর (ডান) পাশে শয়ন করলেন এবং ঘুমিয়ে পড়লেন, যাতে তার নাক ডাকা আরম্ভ হলো। তিনি যখন ঘুমাতেন তার নাক ডাকত। তারপর হযরত বেলাল এসে তাকে ফজরের নামাজের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। তখন তিনি উঠে নামাজ পড়লেন, অথচ অঙ্ক করলেন না। এ সময় ফজরের সুন্নত ও ফরজের মধ্যবর্তীকালে তার দোয়া ছিল এরূপ—‘আল্লাহ, তুমি সৃষ্টি কর আমার অন্তরে নূর (আলো), আমার চোখে নূর, আমার কানে নূর, আমার ডান দিকে নূর, আমার বাঁ দিকে নূর, আমার উপরে নূর, আমার নিচে নূর, আমার সামনে নূর, আমার পেছনে নূর। আল্লাহ তুমি আমার জন্য সৃষ্টি কর নূর।’

কোনো কোনো রাবী এটা অধিক বলেছেন, ‘আর আমার জিহ্বায় নূর’ এবং আলো অধিক বলেছেন, ‘আমার শিরা উপশিরায়, আমার গোশতে, আমার রক্তে, আমার পশমে ও আমার চর্মে (নূর)।’ এ পর্যন্ত বোখারী ও মুসলিম এক রাবী হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাদের অপর বর্ণনায় অপর রাবীর বর্ণনায় রয়েছে, (আল্লাহ) সৃষ্টি কর তুমি আমার প্রাণে নূর এবং মহান কর আমার নূর। মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, (আল্লাহ) আমাকে দান কর নূর।

নামাজের পূর্বে অঙ্ক করতে হয়

হাদীস : ১১২৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি একবার রাসূল (স)-এর কাছে শয়ন করলেন। তিনি জাগরিত হলেন এবং মেসওয়াক ও অঙ্ক করলেন, আর এ আয়াত পাঠ করলেন, ‘আসমানসমূহ ও জমীনের সৃষ্টিতে’ এমনকি সূরা শেষ করলেন। তারপর নামাজের জন্য দাঁড়ালেন এবং দুই রাকআত নামাজ পড়লেন, যাতে কেয়াম, রুকু ও সিজদা দীর্ঘ করলেন। নামাজ শেষ করে তিনি পুনঃ নিদ্রা গেলেন, যাতে তার নাক ডাকতে লাগল। এরূপ তিনি তিনবার করলেন, যাতে নামাজ হয় রাকআত হলো। প্রত্যেকবারই তিনি মেসওয়াক করলেন, অঙ্ক করলেন এবং সে আয়াতসমূহ পাঠ করলেন। অতপর তিন রাকআত দ্বারা বিতর সমাপ্ত করলেন।—(মুসলিম)

রাসূল (স) নামাজ দীর্ঘায়িত করতেন

হাদীস : ১১২৬ ॥ হযরত যায়দ ইবনে খালেদ জুহানী (রা) হতে বর্ণিত আছে, একদা তিনি বললেন, অদ্য রাতে নিশ্চয় আমি রাসূল (স)-এর নামাজ পড়ার নিয়ম লক্ষ করব। দেখলেন, তিনি দুই রাকআত নামাজ পড়লেন সংক্ষিপ্ত, অতপর দুই রাকআত পড়লেন দীর্ঘ, দীর্ঘ, দীর্ঘ। অতপর দুই রাকআত পড়লেন এটা অপেক্ষা ঋটো। আবার দুই রাকআত পড়লেন এটা অপেক্ষা ঋটো। অতপর দুই রাকআত পড়লেন এটা অপেক্ষাও ঋটো। তারপর বিতর পড়লেন, যাতে নামাজ মোট তের রাকআত হলো।—(মুসলিম)

রাসূল (স) বৃদ্ধ বয়সে নামাজ বসে পড়তেন

হাদীস : ১১২৭ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, যখন রাসূল (স)-এর বয়স বেশি হলো এবং শরীর ভারী হয়ে গেল, তখন তিনি তার অধিকাংশ (নফল) নামাজই বসে পড়তেন।—(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) নামাজে সামঞ্জস্যপূর্ণ সূরা পাঠ করতেন

হাদীস : ১১২৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) যে সকল সামঞ্জস্যপূর্ণ সূরাকে (তাহাজ্জুদে) এক সাথে পাঠ করতেন, সে সকল সূরা আমার জানা আছে।

পরবর্তী রাবী বলেন, অতপর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ নিজের সন্নিবেশিত কোরআন হতে মোফাসসাল সূরাসমূহের প্রথম হতে আরম্ভ করে বিশটি সূরার নাম উল্লেখ করলেন, যাদের দু-দুটি রাসূল (স) একসঙ্গে পাঠ করতেন। এ বিশটি সূরা শেষ দু সূরা হলো সূরা হামীযুদ্বান ও সূরা আম্মা ইয়াতাসাআলুন।—(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নামাজে প্রথম রাকআতে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হয়

হাদীস : ১১২৯ ॥ হযরত হযায়ফা (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি একবার রাসূল (স) -কে রাতে নামাজ পড়তে দেখলেন। তিনি বলছেন, আল্লাহ অতি মহান (তিনবার), সর্বস্বত্বের অধিকারী, প্রভাবশালী, মহোত্তম ও সম্মানিত। অতপর (তকবীরে তাহরীমা বলে) প্রারম্ভিক দোআ পাঠ করলেন এবং সূরা বাকারা পড়লেন। অতপর রুকু করলেন

প্রায় কেয়ামের সমপরিমাণ সময় এবং রুকুতে বললেন, সোবহানা রাব্বিয়াল আযীম। তারপর রুকু হতে মাথা উঠালেন এবং প্রায় রুকুর সমপরিমাণ সময় দাঁড়িয়ে লি রাব্বিয়াল হামদ পড়তে রইলেন। অতপর সিজদাতে গেলেন, প্রায় কেয়ামের সমপরিমাণ সময় সিজদাতে থেকে সোবহানা রাব্বিয়াল আলা বলতে রইলেন। তারপর সিজদা হতে মাথা উঠালেন এবং দুই সিজদার মধ্যখানে প্রায় সিজদা পরিমাণ সময় বসে রাব্বিগফির-লী রাব্বিগফির-লী (পরওয়ারদিগার আমায় ক্ষমা কর। পরওয়ারদিগার আমায় ক্ষমা কর।) বলতে লাগলেন। এরূপে তিনি চার রাকআত নামাজ পড়লেন যাতে সূরা বাকারা, সূরা আলে ইমরান, সূরা নিসা ও সূরা মায়েদা বা আনআম পাঠ করলেন।—(আবু দাউদ)

তাহাজ্জুদ নামাজে কেবলআতে আয়াতের পরিমাণ

হাদীস : ১১৩০ ৥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে নামাজে দাঁড়িয়ে দশটি আয়াত পাঠ করবে, তাকে অলসদের মধ্যে গণ্য করা হবে না এবং যে ব্যক্তি একশত আয়াত পাঠ করবে তাকে বিনয়ীদের মধ্যে গণ্য করা হবে, আর যে ব্যক্তি এক হাজার আয়াত পাঠ করবে, তাকে অধিক কার্যকারীদের মধ্যে গণ্য করা হবে।—(আবু দাউদ)

তাহাজ্জুদ নামাজের কেবলআত আওয়াজ করে পড়া যায়

হাদীস : ১১৩১ ৥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর রাতের নামাজের কেবলআত ছিল, তিনি কখনো বড় আওয়াজে পড়তেন আর কখনো ছোট আওয়াজে পড়তেন।—(আবু দাউদ)

রাসূল (স)-এর রাতের নামাজের কেবলআত সম্পর্কে

হাদীস : ১১৩২ ৥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর রাতের নামাজের কেবলআত এ পরিমাণ উচ্চৈঃশব্দে হতো যখন তিনি ঘরে নামাজ পড়তেন বারান্দায় যারা থাকতেন তারা তা শুনতে পেতেন।—(আবু দাউদ)

নামাজ মধ্যম আওয়াজে পড়তে হয়

হাদীস : ১১৩৩ ৥ হযরত আবু কাতাদা (রা) বলেন, একদা রাতে রাসূল (স) আপন ঘর হতে বের হলেন, হযরত আবু বকর নামাজ পড়ছেন, অথচ তিনি তার স্বরকে খুব নিচু করেছেন। এরূপে তিনি হযরত ওমরের কাছে গিয়ে দেখলেন, তিনি তার স্বরকে খুব উঁচু করেছেন।

হযরত আবু কাতাদা (রা) বলেন, অতপর যখন তারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে একত্র হলেন, তিনি বললেন, আবু বকর! আমি আপনার কাছে দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম, আপনি নামাজ পড়ছেন আর আপনার স্বরকে খুব নিচু করেছেন। তখন আবু বকর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি এটা তাকে শুনাচ্ছিলাম, যিনি আমার কানে কানের কথাও শুনতে পান। অতপর রাসূল (স) হযরত ওমরকে বললেন, ওমর! আমি আপনার কাছে দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম আপনি নামাজ পড়ছেন আর আপনার স্বরকে বেশ উঁচু করেছেন। তখন হযরত ওমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি এটা দ্বারা অলস নিদ্রিতদের জাগিয়ে ছিলাম এবং শয়তানকে তাড়াচ্ছিলাম। তখন রাসূল (স) বললেন, হে আবু বকর! আপনি আপনার স্বরকে আরো কিছু উঁচু করবেন এবং ওমরকে বললেন, ওমর! আপনি আপনার স্বরকে আরো কিছু নিচু করবেন।—(আবু দাউদ, তিরমিযী উহার অনুরূপ)

রাসূল (স) রাতের নামাজে একটি আয়াত পাঠ করতেন

হাদীস : ১১৩৪ ৥ হযরত আবু যর গিফারী (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) রাতে (নামাজ পড়তে) দাঁড়ালেন এবং একটি মাত্র আয়াত পড়তে পড়তে সোবেহ সাদেক করে ফেললেন। আয়াতটি হলো এই—

আল্লাহ, যদি তুমি তাদের শাস্তি দাও (তাহা তুমি করতে পার। কেননা) তারা তোমার দাস, আর যদি তুমি তাদের ক্ষমা কর (তা তুমি করতে পার। কেননা) তুমি হচ্ছে পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান।—(নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ)

ফজরের সূন্নত পড়ে ডান কাতে শরন করতে হয়

হাদীস : ১১৩৫ ৥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন ফজরের দুই রাকআত সূন্নত নামাজ পড়ে, তখন সে যেন আপন ডান পাশে ভর করে শুয়ে পড়ে।—(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নিয়মিত আমল করা রাসূল (স) পছন্দ করতেন

হাদীস : ১১৩৬ ৥ হযরত মাসরুক তাবেয়ী বলেন, একদা আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন আমল রাসূল (স)-এর কাছে অধিকতর পছন্দনীয় ছিল? তিনি বললেন, যা সর্বদা করা হয়। অতপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, তিনি রাতে কখন (ইবাদতের জন্য) উঠতেন? তিনি বললেন, যখন মোরগের আওয়াজ শুনতেন।—(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) যথাসময়ে নামাজ পড়তেন

হাদীস : ১১৩৭ ৥ হযরত আনাস (রা) বলেন, আমরা রাতে যখন রাসূল (স)-কে নামাজে দেখতে ইচ্ছা করতাম তখন তাকে নামাজেই দেখতাম, আর যখন নিদ্রায় দেখতে ইচ্ছা করতাম তখন নিদ্রায়ই দেখতাম। -(নাসাঈ)

এশার নামাজের পর ঘুমাতে হয়

হাদীস : ১১৩৮ ৥ তাবেরী হুমাইদ ইবনে আবদুল রহমান ইবনে আওফ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীগণের মধ্যে এক ব্যক্তি বললেন, আমি মনে মনে বললাম, তখন আমি রাসূল (স)-এর সাথে এক সফরে ছিলাম, খোদার কসম! অদ্য আমি রাসূল (স)-এর নামাজের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করব, যাতে তার কার্যধারা দেখতে পারি। (দেখলাম), তিনি যখন রাতে এশার নামাজ পড়লেন যাকে আতামাও বলা হয়ে তাকে দীর্ঘ সময় ঘুমিয়ে রইলেন। অতপর জাগরিত হলেন এবং দিগন্তের (আকাশের) দিকে চেয়ে কোরআনের এ আয়াত পাঠ করতে লাগলেন-

‘হে আমাদের রব! তুমি এসবকে অনর্থক সৃষ্টি করনি’ হতে ‘এবং তুমি কখনো ওয়াদা ভঙ্গ কর না’ পর্যন্ত পৌছলেন। অতপর রাসূল (স) বিছানার দিকে ফিরলেন এবং তথা হতে মেসওয়াক বের করলেন। তারপর নিজের কাছে রক্ষিত একটি পাত্র হতে পেয়ালায় পানি ঢাললেন এবং মেওয়াক করলেন। তারপর দাঁড়ালেন এবং নামাজ পড়তে লাগলেন, যাতে আমি মনে করলাম, তিনি যে পরিমাণ সময় ঘুমিয়েছিলেন সে পরিমাণ সময়ই নামাজে কাটালেন। তারপর দ্বিতীয়বার শুলেন যাতে আমি মনে করি যে, তিনি যে পরিমাণ সময় নামাজে কাটিয়েছিলেন সে পরিমাণ সময়ই ঘুমিয়ে রইলেন। তারপর তিনি দ্বিতীয়বার জাগরিত হলেন এবং পূর্বে যেরূপ করেছিলেন সেরূপই করলেন, আর পূর্বে যা বলেছিলেন তাই বললেন। মোট কথা, ফজর পর্যন্ত রাসূল (স) তিনবার এরূপ করলেন।-(নাসাঈ)

রাসূল (স) নামাজ পড়তেন আবার ঘুমাতে

হাদীস : ১১৩৯ ৥ তাবেরী ইয়ালা ইবনে মামলাক হতে বর্ণিত আছে, তিনি একবার রাসূল (স)-এর স্ত্রী উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা)-কে রাসূল (স)-এর নামাজ ও কেরাআত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে তিনি বললেন, তোমরা তার নামাজ দিয়ে কী করবে? তিনি নামাজ পড়তেন অতপর ঘুমাতে যে পরিমাণ সময় নামাজ পড়তেন, দ্বিতীয়বার নামাজ পড়তেন যে পরিমাণ সময় ঘুমাতে, আবার ঘুমাতে যে পরিমাণ সময় নামাজ পড়তেন, যে পর্যন্ত না সোবহে সাদেক হয়।

ইয়ালা বলেন, অতপর হযরত উম্মে সালামা রাসূল (স) যে পর্যন্ত কেরাআতের বর্ণনা দিলেন। দেখলাম, তিনি পৃথক পৃথক এক এক অক্ষর করে পড়ার বর্ণনা দিলেন।-(আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ) ১১৫০-২৬

পঞ্চদশ অধ্যায়

রাসূল (স) রাতে উঠে যে যে দোয়া পড়তেন

প্রথম পরিচ্ছেদ

তাহাজ্জুদ নামাজের দোয়া কবুল হয়

হাদীস : ১১৪০ ৥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন রাতে তাহাজ্জুদ পড়তে উঠতেন, এরূপ বলতেন, হে আল্লাহ! তোমারই জন্য প্রশংসা, তুমিই আসমানসমূহ ও জমিন এবং এর মধ্যে যা আছে তাদের নূর। তোমারই জন্য প্রশংসা, তুমিই আসমানসমূহ ও জমিন এবং এদের মধ্যে যা আছে তাদের বাদশাহ। তোমারই জন্য প্রশংসা, তুমিই সত্য, তোমার ওয়াদা সত্য, পরকালে তোমার সাক্ষাৎ সত্য, তোমার বাণী সত্য এবং বেহেশত সত্য, দোখ সত্য, নবীগণ সত্য, মুহাম্মদ সত্য এবং কিয়ামত সত্য। হে আল্লাহ! আমি তোমারই কাছে আত্মসমর্পণ করছি, তোমারই উপর ভরসা করছি, তোমারই প্রতি প্রত্যাবর্তন করছি, তোমারই সাহায্যে শত্রুর সাথে মোকাবিলা করছি এবং তোমারই কাছে বিচার প্রার্থনা করছি। আমায় ক্ষমা কর, যা আমি প্রকাশ্যে করেছি এবং যা আমি করেছি বলে তুমি জান অথচ আমি জানি না। তুমি কাউকেও বা কিছুকেও অগ্রগামী কর এবং তুমিই পশ্চাৎগামী কর। তুমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং তুমি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই।-(বোখারী ও মুসলিম)

তাহাজ্জুদ নামাজ শুরু করে দোয়া করতে হয়

হাদীস : ১১৪১ ৥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন রাতে উঠতেন, নামাজ শুরু করতেন এবং বলতেন, হে আল্লাহ! জিবরাঈল, মীকাইল ও ইসরাফীলের প্রভু পরওয়ার দিগার, আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা, দৃশ্য-অদৃশ্য সমস্তের জ্ঞাতা, তুমিই ফরসালা করবে তোমার বান্দাদের মধ্যে যে ব্যাপারে তারা পরস্পর মতভেদ করছে। কেননা, তুমিই সিরাতে মুস্তাকীম সত্য পথ দেখাও যাকে তুমি ইচ্ছা কর।-(মুসলিম)

তাহাজ্জুদ নামাজ আত্মাহুত কবুল করেন

হাদীস : ১১৪২ ৥ হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে জাগরিত হয়ে বলে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, তিনি একা, তার কোনো শরীক নেই, তার এ বিশ্বের রাজ্য, তারই জন্য প্রশংসা, তিনি সমস্ত বিষয়ের উপরে ক্ষমতাবান, আমি আল্লাহর পরিব্রতা বর্ণনা করছি, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, আল্লাহ অতি মহান, আল্লাহ সাহায্য ছাড়া আমার কোনো শক্তি ও সামর্থ্য নেই। অতপর বলে, 'হে পরওয়ারদেগার! তুমি আমায় ক্ষমা করো।' অথবা কোনো প্রার্থনা করে আল্লাহ তার সে প্রার্থনা মঞ্জুর করেন এবং সে যদি অজু করে নামাজ পড়ে আল্লাহ তার সে নামাজ কবুল করেন।—(বোখারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তাহাজ্জুদ নামাজে জ্ঞান বৃদ্ধির দোয়া করতে হয়

হাদীস : ১১৪৩ ৥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন রাতে জাগরিত হতেন, বলতেন, হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, আমি তোমার পরিব্রতা বর্ণনা করি তোমার প্রশংসার সাথে। আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই আমার আপরাধের জন্য এবং প্রার্থনা করি তোমার রহমত। হে আল্লাহ! বৃদ্ধি কর তুমি আমার জ্ঞান, বিপথগামী কর না আমার অন্তরকে, যখন তুমি দেখিয়েছ আমার সংপথ এবং দান কর আমায় তোমার পক্ষ হতে রহমত। কেননা, তুমি হলে বড় দাতা।—(আবু দাউদ) ১১৪৩ - ২১৬

রাতে নামাজের যেকোনো দোয়া কবুল হয়

হাদীস : ১১৪৪ ৥ হযরত মুয়াজ্জ ইবনে জাবাল (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যেকোনো মুসলমান পাক পবিত্র অবস্থায় অর্থাৎ অজুর সাথে আল্লাহর স্মরণ করে সন্ধ্যায় শয়ন করে এবং রাতে উঠে আল্লাহর কাছে কোনোরূপ কল্যাণ কামনা করে, আল্লাহ নিশ্চয় তাকে উহা দান করেন।—(আহমদ ও আবু দাউদ)

রাসূল (স) যখন রাতে জাগতেন কি কাজ করতেন

হাদীস : ১১৪৫ ৥ তাবেরী শরীক হাওয়ানী (রা) বলেন, আমি একদা হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল (স) যখন রাতে জাগতেন কি কাজ আরম্ভ করতেন? হযরত আয়েশা (রা) বললেন, তুমি আমাকে এমন একটা বিষয় জিজ্ঞেস করলে, যা তোমার পূর্বে কেউ আমায় জিজ্ঞেস করেনি। তিনি যখন রাতে জাগতেন, দশবার আল্লাহ আকবর বলতেন, দশবার আলহামদু লিল্লাহ বলতেন, দশবার সোবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি বলতেন, দশবার সোবহানাল মালিকীল কুদ্দুস বলতেন, দশবার আস্তাগফিরুল্লাহ বলতেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতেন। তারপর দশবার বলতেন, আল্লাহুম্মা ইন্নী আউবুকামিন যাইকিদদুনইয়া ওয়া যাইকে ইয়াওমিল কিয়মাহ। অতপর নামাজ আরম্ভ করতেন।—(আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাতে শয়তান থেকে আশ্রয় চাইতে হয়

হাদীস : ১১৪৬ ৥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন রাতে উঠতেন, প্রথমে আল্লাহ আকবর বলতেন। তারপর বলতেন, 'হে আল্লাহ! তোমার পবিত্রা ঘোষণা করি তোমার প্রশংসার সাথে। তোমার নাম বরকতময়, তোমার মহত্ত্ব সুউচ্চ, তুমি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই।' তারপর বলতেন, আল্লাহ অতি বড় মহান। অতপর বলতেন, আমি শ্রোতা ও জ্ঞাতা আল্লাহর কাছে পানাহ চাচ্ছি বিভাতিত শয়তান হতে, তার কুমন্ত্রণা, তার অহমিকা প্রদান ও তার অকল্যাণকর ফল হতে।—(তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাই)

কিন্তু আবু দাউদ, 'তুমি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই', বাক্যের পর এ বাক্যটি অধিক বর্ণনা করেছেন, অতপর রাসূল (স) তিনবার বলতেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং হাদীসের শেষাংশে বৃদ্ধি করেছে, অতপর রাসূল (স) কেরাআত আরম্ভ করতেন।

রাতে জাগরিত হয়ে সুবহানা রাব্বিল আলামীন বলতে হয়

হাদীস : ১১৪৭ ৥ হযরত রবীআ ইবনে কাব আসলামী (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-এর হজরা মোবারকের নিকটেই রাত যাপন করতাম। অতএব, আমি শুনতাম তিনি যখন রাতে উঠতেন দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বলতেন, সুবহানা রাব্বিল আলামীন আমি পবিত্রতা ঘোষণা করছি জগতসমূহের প্রতিপালক রবের। অতপর দীর্ঘ সময় বলতেন, সুবহানা ইলাহি ওয়া বিহামদিহি, আমি আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি তার প্রশংসার সাথে।

—(নাসাই, তিরমিযী ও এর অনুরূপ)

ষোড়শ অধ্যায় রাতে উঠার গুরুত্ব প্রথম পরিচ্ছেদ

যে কারণে রাতে শয়তান কুমন্ত্রণা দেয়

হাদীস : ১১৪৮ ৷ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ ঘুমায় শয়তান তার মাথার পেছন দিকে তিনটি গিরা দেয় এবং প্রত্যেক গিরার উপর মোহর মারে যে এখনো ঢের রাত আছে, তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমাও। যদি সে জাগে এবং আল্লাহকে স্মরণ করে, একটি গিরা খুলে যায়। তারপর যদি সে অজু করে আরো একটি গিরা খুলে যায়। অতঃপর যদি সে নামাজ পড়ে তবে অপর গিরাটিও খুলে যায় এবং সে প্রভাতে উঠে প্রফুল্ল মনে পবিত্র অন্তরে, অন্যথায় সে প্রভাতে উঠে কলুষিত অন্তর ও অলস মনে।—(বোখারী ও মুসলিম)

তাহাজ্জুদ নামায পড়তে পড়তে রাসূল (স)-এর পা ফুলে যেত

হাদীস : ১১৪৯ ৷ হযরত মুগীরা ইবনে শোবা (রা) বলেন, রাসূল (স) একবার তাহাজ্জুদ নামাজে এত দাঁড়ালেন, যাতে তার দু পায়ের পাতা ফুলে গেল। তখন তাকে বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এরূপ কেন করেন? আল্লাহ তো আপনার পূর্বপর সকল গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। উত্তরে তিনি বলেন, বল কি, আমি আল্লাহর একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?—(বোখারী ও মুসলিম)

দু'কানে শয়তান প্রস্তাব করে দেয়

হাদীস : ১১৫০ ৷ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর কাছে এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হলো এবং বলা হলো, সে সারা রাত ঘুমাতে থাকল, যে পর্যন্ত না প্রভাত হলো, নামাজের জন্য উঠল না। শুনে রাসূল (স) বললেন, সে এমন ব্যক্তি, যার কানে অথবা রাসূল (স) বলেছেন, যার দু কানে শয়তান প্রস্তাব করে দিয়েছে।—(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হয় রাতে

হাদীস : ১১৫১ ৷ উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালাম (রা) বলেন, রাসূল (স) এক রাতে বড় সম্ভ্রান্তভাবে জাগরিত হলেন এবং বলতে লাগলেন, সুবহানাল্লাহ, এ রাতে কত রহমত নাজিল হলো এবং কত বিপদ এসে পৌছল। কে জাগিয়ে দেবে এ হুজরাবাসিনীদের। এটা দ্বারা তিনি তার বিবিগণের প্রতিই ইঙ্গিত করেছিলেন, যাতে তারা নামাজ পড়ে। আহা, দুনিয়াতে সুশোভিতা কত নারী আখিরাতে সম্পূর্ণ উলঙ্গিনী হবে।—(বোখারী)

রাতে আল্লাহপাক নিকটবর্তী আসমানে নেমে আসে

হাদীস : ১১৫২ ৷ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক রাতেই নিকটবর্তী আসমানে অবতীর্ণ হন, যখন রাতের শেষ তৃতীয় ভাগ অবশিষ্ট থাকে এবং বলতে থাকেন, কে আছে, যে আমার ডাকবে আর আমি তার ডাকে সাড়া দিব? কে আছে যে আমার কাছে কিছু চাবে, আর আমি তাকে তা দান করব, কে আছে যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে, আর আমি তাকে ক্ষমা করব।—(বোখারী ও মুসলিম)

প্রতিটি রাতেই আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হয়

হাদীস : ১১৫৩ ৷ হযরত জাবির (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, রাতের মধ্যে এমন একটি মুহূর্ত আছে, যদি কোনো মুসলমান সেটা লাভ করে এবং আল্লাহর কাছে ইহ-পরকালের কোনো কল্যাণ চায়, আল্লাহ নিশ্চয় তাকে দেন। আর এই মুহূর্তটি প্রত্যেক রাতেই রয়েছে (জুমুআ প্রভৃতি কোনো বিশেষ রাতে সীমাবদ্ধ নহে)।—(মুসলিম)

দাউদ নবীর রোযা-নামায সবচেয়ে প্রিয়

হাদীস : ১১৫৪ ৷ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তাআলার কাছে প্রিয়তর নামাজ হচ্ছে দাউদ নবীর নামাজ এবং প্রিয়তর রোজা হচ্ছে দাউদ নবীর রোযা। তিনি প্রথমে অর্ধরাত ঘুমাতে। তারপর এক-তৃতীয় ভাগ রাত নামাজে কাটাতেন, পুনরায় এক-ষষ্ঠাংশ রাত ঘুমাতে। এরূপে তিনি একদিন রোজা রাখতেন এবং একদিন রোজ ছাড়তেন।—(বোখারী ও মুসলিম)

রাতের প্রথম ভাগে রাসূল (স) ঘুমাতে

হাদীস : ১১৫৫ ৷ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) সাধারণত রাতের প্রথম ভাগে ঘুমাতে এবং শেষ ভাগে ইবাদতে জাগরিত থাকতেন। তারপর আপন পরিবারের প্রতি নিজের কোনো আকর্ষণ থাকলে তা পূর্ণ করতেন। তারপর কিছুক্ষণ ঘুমাতে। যদি আযানের প্রাক্কালেও নাপাকী অবস্থায় থাকতেন, তাড়াতাড়ি উঠে গোসল করতেন। নাপাকী অবস্থায় না থাকলে শুধু নামাজের জন্য অজু করতেন এবং ফজরের দুই রাকআত সন্নত নামাজ পড়তেন।—(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাতে নামাজে গুনাহ ক্ষমা হয়

হাদীস : ১১৫৬ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা রাতে নামাজ পড়বে। এটা হচ্ছে তোমাদের পূর্বকার নেক লোকদের নিয়ম, তোমাদের জন্য তোমাদের পরওয়ার দিগারের নেকট্যালাভের পছা, গুনাহ মাকের উপায় এবং অপরাধ, অশ্লীলতা হতে বাধাদানকারী।—(তিরমিযী)

রাতে নামাজের জন্য উঠলে আল্লাহ খুশি হন

হাদীস : ১১৫৭ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তিন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ তাআলা খুশি হন। (১) কোনো ব্যক্তি যখন সে রাতে নামাজের জন্য উঠে, (২) লোক, যখন তারা নামাজের জন্য হুফ বাঁধে, (৩) গাজীদল, যখন তারা শত্রু বধের জন্য সারিবদ্ধ হয়।—(শরহে সুন্নাহ) ২১৫৫ - ২৬৩

আল্লাহ পাক রাতের শেষের মধ্যভাগে বান্দার নিকটবর্তী হন

হাদীস : ১১৫৮ ॥ হযরত আমর ইবনে আবাসা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা আপন বান্দার সর্বাধিক নিকটবর্তী হন রাতের শেষাংশের মধ্য ভাগে। অতএব, সে সময় যারা আল্লাহর স্মরণ করে, ভূমি যদি তাদের অন্তর্গত হতে পার হতে চেষ্টা কর।—(তিরমিযী, হাদীসটি হাসান সহীহ ও গরীব)

রাতে স্ত্রীকে জাগিয়ে নামাজ পড়ালে আল্লাহ খুশি হন

হাদীস : ১১৫৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ সে ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ করুন যে ব্যক্তি রাতে উঠে নামাজ পড়ে এবং আপন স্ত্রীকেও জাগিয়ে দেয় এবং সে নামাজ পড়তে, আর যদি সে উঠতে অস্বীকার করে, তার মুখে পানি ছিটিয়ে দিয়েছে। একরূপে আল্লাহ অনুগ্রহ বর্ষণ করুন সে স্ত্রীলোকের প্রতি যে রাতে উঠে নামাজ পড়েছে এবং আপন স্বামীকেও জাগিয়ে দিয়েছে এবং সেও নামাজ পড়েছে। আর যদি সে উঠতে অস্বীকার করেছে তার মুখমণ্ডলে পানি ছিটিয়ে দিয়েছে।—(আবু দাউদ ও নাসাই)

ফজরের নামাজের শেষের দোয়া কবুল হয়

হাদীস : ১১৬০ ॥ হযরত উমামা বাহেলী (রা) বলেন, একদা রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন দোয়া ত্বরিত কবুল হয়? রাসূল (স) বললেন, রাতের শোষাধের মধ্য ভাগের দোয়া এবং ফরজ নামাজের পরের দোয়া।—(তিরমিযী)

বেহেশতে খুব মসৃণ হবে যার মধ্যকার সব কিছু দেখা যাবে

হাদীস : ১১৬১ ॥ হযরত আবু মালিক আশআরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বেহেশতের মধ্যে এমন সব (মসৃণ) বালাখানা রয়েছে যার বাইরে জিনিসসমূহ ভেতর হতে এবং ভেতরের জিনিসসমূহ বাহির হতে দেখা যায়। সেসব বালাখানা আল্লাহ তাআলা সে ব্যক্তির জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন, যে ব্যক্তি মানুষের সাথে নরম কথা বলে, ক্ষুধার্তকে আহাৰ্য দান করে, পরপর রোজা রাখে এবং রাতে নামাজ পড়ে অথচ মানুষ তখন ঘুমে থাকে।

বায়হাকী ও আবুল ইমানে একরূপ বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী ও হযরত আলী হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তার বর্ণনায় 'নরম কথা বলে' এর স্থলে 'মধুর কথা বলে' রয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তাহাজ্জুদের জন্য রাতে নিয়মিত উঠতে হয়

হাদীস : ১১৬২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) আমাকে বললেন, হে আবদুল্লাহ! তুমি অমুকের মতো হয়ো না। যে প্রথমে তাহাজ্জুদের জন্য রাতে উঠত, এখন রাতে উঠা ছেড়ে দিয়েছে।

—(বোখারী ও মুসলিম)

হযরত দাউদ (আ) রাতে পরিবারের লোকদের জাগিয়ে দিতেন

হাদীস : ১১৬৩ ॥ হযরত ওসমান ইবনে আবুল আস (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, নবী দাউদ (আ)-এর রাতে একটি নির্দিষ্ট সময় ছিল, সে সময় তিনি আপন পরিবারের লোকদের জাগিয়ে দিতেন এবং বলতেন, হে দাউদ পরিবারের লোকেরা! উঠ, নামাজ পড়। কেননা, এটা এমন একটি সময়, যে সময় আল্লাহ তাআলা দোয়া কবুল করেন। জাদুকর ও অন্যায়ভাবে ট্যান্ড্র উসুলকারী ছাড়া।—(আহমদ) ২১৫০ - ২৪০

রাতের নামাজ সর্বশ্রেষ্ঠ নামাজ

হাদীস : ১১৬৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, ফরজের পর সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নামাজ হলো রাতের নামাজ।—(আহমদ)

নামাজ খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে

হাদীস : ১১৬৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলান্নাহ (স)! অমুক ব্যক্তি রাতে নামাজ পড়ে, কিন্তু ভোরে উঠে চুরি করে। রাসূল (স) বললেন, শিগগিরই নামাজ তাকে ছুরি হতে বিরত রাখবে।—(আহমদ ও বায়হাকী)

জীসহ রাতে নামাজ পড়লে আল্লাহ খুশি হন

হাদীস : ১১৬৬ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী ও হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন কেউ রাতে আপন জীকে জাগিয়ে দেয়, তারপর উভয়ে অথবা রাসূল (স) বলেছেন, সে জীকে নিয়ে দুই রাকআত সামাজ পড়ে, তখন তারা আল্লাহর স্মরণকারীদের ও স্মরণকারিণীদের অন্তর্ভুক্ত গণ্য হয়।—(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

রাত জাগরণকারী শ্রেষ্ঠ উম্মত

হাদীস : ১১৬৭ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার উম্মতের শ্রেষ্ঠ লোক তারাই, যারা কোরআনের বাহক এবং রাত জাগরণকারী।—(বায়হাকী)

ওমর (রা) রাতে পরিবারের লোকদের জাগিয়ে দিতেন

হাদীস : ১১৬৮ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, তার পিতা হযরত ওমর (রা) রাতে নামাজ পড়তেন আল্লাহ যা তৌফিক দিতেন অবশেষে রাত যখন শেষ হবার নিকটে পৌছত, আপন পরিবারের লোকদের নামাজের জন্য জাগিয়ে দিতেন। তাপরপর এ আয়াত পাঠ করতেন।

‘আপনার পরিবারকে নামাজের জন্য আদেশ করুন এবং নামাজ আদায়ে খুব ধৈর্যধারণ করুন। আমি আপনার কাছে রিজিক প্রার্থনা করছি না, বরং আমিই আপনাকে রিজিক দিয়ে থাকি এবং পরিণাম তো পরহেয়গারীর জন্যই অবধারিত।—(মালিক)

সপ্তদশ অধ্যায়

কাজে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা

প্রথম পরিচ্ছেদ

একাধারে নফল রোজা রাখা

হাদীস : ১১৬৯ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) মাসের কিছু অংশে রোজা ছেড়ে দিতেন, যাতে মনে করা হতো যে, তিনি বুঝি এ মাসের কোনো অংশে রোজা রাখবেন না, আবার যখন রোজা আরম্ভ করতেন তখন মনে হতো যে, তিনি এ মাসের কোনো অংশে রোজা ত্যাগ করবেন না। এভাবে তুমি যদি তাকে রাতে মুসল্লীরূপে দেখতে ইচ্ছা করতে, তাকে সেরূপেই দেখতে এবং যদি নিদ্রিতরূপে দেখতে ইচ্ছা করতে নিদ্রিতই দেখতে।—(বোখারী)

কম আমল নিয়মিত হলে তা উত্তম

হাদীস : ১১৭০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর কাছে প্রিয়তর আমল সেটাই, যা বিরতি ছাড়া বরাবর করা হয়ে তাকে যদিও তা হয় কম।—(বোখারী ও মুসলিম)

কোনো কাজই পরিমাণের বেশি করা উচিত নয়

হাদীস : ১১৭১ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কাজ সে পরিমাণ গ্রহণ করবে, যে পরিমাণ তোমরা সর্বদা করতে সমর্থ হও। কেননা, আল্লাহ তাআলা কখনো সওয়াব দানে বিরজিবোধ করেন না, যে পর্যন্ত না তোমরা বিরক্ত হও।—(বোখারী ও মুসলিম)

বিরক্তির নিয়ে নামাজ পড়া উচিত নয়

হাদীস : ১১৭২ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন নামাজ পড়ে, সে যেন আপন মনের প্রফুল্লতা পর্যন্ত নামাজ পড়ে। যখন ক্লান্তিবোধ করবে তখন যেন বসে যায়।—(বোখারী ও মুসলিম)

নামাজের সময় ঝিমুনি এলে শুয়ে পড়তে হয়

হাদীস : ১১৭৩ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ নামাজ পড়ার সময় তন্দ্রাভিভূত হয়, তখন সে যেন শুয়ে পড়ে, যে পর্যন্ত না তার নিদ্রা দূর হয়। কেননা, তোমাদের কেউ যখন তন্দ্রাবস্থায় নামাজ পড়ে, তখন সে বলতে পারে না যে, সে কি বলছে। হয়তো সে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে গিয়ে নিজেকে গালি দিয়ে বসে।—(বোখারী ও মুসলিম)

ধীনের কাজ খুবই সহজ

হাদীস : ১১৭৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নিশ্চয়ই ধীন সহজ। যে ব্যক্তি ধীনকে কঠোর করতে যাবে তা তার পক্ষে কঠোর হয়ে পড়বে। সুতরাং তোমরা কঠোরতা ত্যাগ করে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবে এবং পরিমিতভাবে কাজ করবে। নিজেকে ও অপরকে ভীতি প্রদর্শন না করে সুসংবাদ দেবে এবং সকাল সন্ধ্যা ও শেষ রাতের ভ্রমণ দ্বারা সাহায্য গ্রহণ করবে।—(বোখারী)

রাতের নামাজ দিনে পূরণ করলে সওয়াব হয়

হাদীস : ১১৭৫ ॥ হযরত ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে রাতে নিদ্রামগ্ন থাকার কারণে তার নিয়মিত কাজ অথবা তার কিয়দংশ সম্পন্ন করতে পারেনি, তারপর ফজর ও যোহরের নামাজের মধ্য সময় তা সম্পন্ন করেছে, তার নেকি লেখা হয়। যেন তা সে রাতেই সম্পন্ন করেছে।—(মুসলিম)

সুস্থ অবস্থায় দাঁড়িয়ে নামাজ পড়বে

হাদীস : ১১৭৬ ॥ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দাঁড়িয়ে নামাজ পড়বে। যদি তাতে অসমর্থ হও বসে পড়বে, যদি তাতেও অসমর্থ হও, তবে পার্শ্বীয় ওপর শুয়ে পড়বে।—(বোখারী)

বসে নামাজ পড়লে সওয়াব অর্ধেক হবে

হাদীস : ১১৭৭ ॥ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি রাসূল (স)-কে কোনো ব্যক্তির বসে নামাজ পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, উত্তরে রাসূল (স) বললেন, যদি দাঁড়িয়ে পড়ে তাই উত্তম। যে বসে পড়বে তার সওয়াব দাঁড়িয়ে যে পড়ে তার অর্ধেক। আর যে শুয়ে পড়ে তার সওয়াব বসে যে পড়ে তার অর্ধেক।—(বোখারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাতের নামাজে ইহকালীন কল্যাণ কামনা করা হয়

হাদীস : ১১৭৮ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যে পাক পবিত্র অবস্থায় অজু সহকারে শয্যা গ্রহণ করবে এবং আল্লাহর নাম কলাম পড়তে থাকবে যে পর্যন্ত না তাকে তন্দ্রা আভিভূত করে এবং রাতের যে কোনো সময় ডানে বাঁয়ে ফিরতে আল্লাহর কাছে ইহ-পরকালের কল্যাণ প্রার্থনা করবে, আল্লাহ তাআলা নিশ্চয়ই তাকে তা দান করবেন।—(নববী কিতাবুল আযকারে)

ঈর কাছ থেকে নামাজের জন্য উঠলে আল্লাহ খুশি হন

হাদীস : ১১৭৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমাদের পরওয়ারদিগার দুই ব্যক্তি সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করেন। (১) যে ব্যক্তি তার প্রিয়তমা ও আপন পরিবারের মধ্য হতে নরম বিছানা ত্যাগ করে নামাজের জন্য লাফ দিয়ে উঠে, তার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের বলেন, দেখ, আমার বান্দার প্রতি, সে তার প্রিয়তমা ও তার পরিবারের মধ্য হতে নরম বিছানা ত্যাগ করে নামাজের জন্য লাফ দিয়ে উঠেছে। আমার কাছে যে পুরস্কার রয়েছে তার অগ্রহে এবং আমার কাছে যে শান্তি রয়েছে তার ভয়ে। এবং (২) যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে প্রবৃত্ত হয়েছে এবং পরাজিত হয়ে নিজ সঙ্গীদের সাথে পশ্চাদপসরণ করেছে, তারপর সে বুঝতে পেরেছে পশ্চাদপসরণের মধ্যে কী অমঙ্গল এবং প্রত্যাবর্তনের মধ্যে কী মঙ্গল রয়েছে। সুতরাং সে পুনঃ (জেহাদে) প্রত্যাবর্তন করেছে, যাতে তার রক্তপাত হয়েছে, তার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের বলেন, দেখ, আমার বান্দার প্রতি। সে প্রত্যাবর্তন করেছে আমার কাছে তার যে পুরস্কার রয়েছে তার অগ্রহে এবং আমার কাছে তার জন্য যে তিরস্কার রয়েছে তার ভয়ে, যাতে তার রক্তপাত হয়ে গেছে।—(শরহে সুন্নাহ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-এর সাথে কারো তুলনা হয় না

হাদীস : ১১৮০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, আমাকে বলা হলো যে, রাসূল (স) বলেছেন, কারো বসে নামাজ পড়ার সওয়াব দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ার অর্ধেক। আবদুল্লাহ বলেন, তারপর আমি রাসূল (স)-এর কাছে গিয়ে দেখলাম তিনি বসে নামাজ পড়ছেন। এটা দেখে আমি আশ্চর্যাবশির হলাম এবং তার মাথার উপর হাত রাখলাম। রাসূল (স) বললেন, কি হে আবদুল্লাহ! আবদুল্লাহ বলেন, আমি বললাম ইয়া রাসূলান্নাহ (স)! আমাকে বলা হয়েছে, আপনি কী বলেছেন, কারো বসে নামাজ পড়া দাঁড়িয়ে পড়ার অর্ধেক, অথচ আপনি বসে নামাজ পড়ছেন। তিনি বলেন, হ্যাঁ, তা সত্য, তবে আমি তোমাদের কারো মতো নই।—(মুসলিম)

নামাজের দ্বারা শান্তি লাভ হয়

হাদীস : ১১৮১ ৷ তাবেরী হযরত সালাম ইবনে আবুল জাদ বলেন, একদা খেঁয়াআ গোত্রের এক ব্যক্তি বলল, আহা যদি আমি নামাজ পড়তে পারতাম, শান্তি লাভ করতাম। সালাম বলেন, শ্রোতাগণ যেন তার এ উক্তিকে অর্থাৎ নামাজের দ্বারা শান্তিলাভের কথাকে দৃশ্যীয় বলে মনে করলেন। এটা দেখে সে বলল, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, হে বেলাল, নামাজের আজান দাও এবং এটা দ্বারা আমাকে শান্তি দান কর।-(আবু দাউদ)

বেতের

বেতের সম্পর্কে বর্ণিত সমস্ত হাদীস পর্যালোচনা করার পর ইমাম আযম আবু হানীফা (রা) এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, এটা ওয়াজিব। অর্থাৎ ফরজ ও সুন্নতে মোআকাদার মধ্যস্তরে। পক্ষান্তরে অন্য ইমামগণ এবং ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহম্মদ (র) সুন্নত বলেন। এরূপে ইমাম আবু হানীফার মতে, বেতের তিন রাকআত। অপরদিকে ইমাম শাফেরী প্রমুখ ইমামগণের মতে, এটা এক রাকআত। আসল ব্যাপার হলো, রাসূল (স) তাহাজ্জুদের নামাজ সব সময় জোড়া জোড়া পড়েছেন দুই রাকআত, চার রাকআত, ছয় রাকআত ও আট রাকআত ইত্যাদি। তারপর তিন রাকআত, আর কখনো এক রাকআত দ্বারা উহাকে বেতের অর্থাৎ বিজোড় করছেন। বেতের শব্দের অর্থ বিজোড়। সুতরাং সাহাবীগণের মধ্যে যিনি যা দেখেছেন তিনি তাই বর্ণনা করেছেন এবং ইমামগণের মধ্যে যার কাছে যা প্রমাণগতভাবে অধিক প্রবল বলে মনে হয়েছে, তিনি তাই বলেছেন।

বেতের নামাজের প্রকৃত সময় হলো তাহাজ্জুদের পর, কিন্তু যাদের পক্ষে শেষ রাতে জাগরিত হবার ভরসা কম, তাদের পক্ষে এশার নামাজের পর সন্ধ্যা রাতে পড়াও জায়েজ। শেষ রাতে জাগরিত হলে তাদের পুনরায় বেতের পড়তে হবে না। শুধু তাহাজ্জুদই পড়বে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

বেতের নামাজ

প্রথম পরিচ্ছেদ

বেতের নামাজ বিজোড় সংখ্যায় পড়তে হয়

হাদীস : ১১৮২ ৷ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, রাতের নামাজ জোড়া জোড়া। যখন তোমাদের কেউ ফজর হওয়ার ধারণা করবে শেষের দিকে এক রাকআত পড়বে, এটা তার পূর্ব পঠিত নামাজকে বেতের অর্থাৎ বিজোড় করে দেবে।-(বোখারী ও মুসলিম)

বেতের নামাজের এক রাকআত শেষ রাতে পড়তে হয়

হাদীস : ১১৮৩ ৷ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বেতের এক রাকআত শেষ রাতে।-(মুসলিম)

রাসূল (স) রাতে তের রাকআত নামাজ পড়তেন

হাদীস : ১১৮৪ ৷ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) রাতে কখনো তের রাকআত নামাজ পড়তেন, এর মধ্যে পাঁচ রাকআত হতো বেতের যার শেষ রাকআত ভিন্ন তিনি আর কোথাও বসতেন না।-(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স)-এর আখলাক ছিল কোরআন

হাদীস : ১১৮৫ ৷ হযরত সাদ ইবনে হিশাম তাবেরী বলেন, একদা আমি হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, হে উম্মুল মুমিনীন! আমাকে রাসূল (স)-এর আখলাক সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বললেন, তুমি কি কোরআন পড় না? আমি উত্তর করলাম, হ্যাঁ, পড়ি। তিনি বললেন, রাসূল (স)-এর আখলাক ছিল কোরআন। তারপর আমি বললাম, হে উম্মুল মুমিনীন! এবার আমাকে অবহিত করুন রাসূল (স)-এর বেতের সম্পর্কে। তিনি বললেন, আমরা তার মেসওয়াক এবং অজুর পানি প্রস্তুত রাখতাম। তারপর আল্লাহ তাআলা রাতে যখন ইচ্ছা করতেন তাকে উঠিয়ে দিতেন এবং তিনি উঠে মেসওয়াক করতেন ও অজু করতেন, তৎপর নয় রাকআত নামাজ পড়তেন, যার অষ্টম রাকআত ছাড়া তিনি কোথাও বসতেন না। অষ্টম রাকআতে বসে তিনি আল্লাহর যিকির, হামদ ও সানা এবং দোয়া করতেন, তারপর দাঁড়াতে, কিন্তু সালাম ফিরাতেন না। তারপর নবম রাকআত পড়তেন, তারপর বসতেন এবং আল্লাহর যিকির, হামদ, সানা ও দোয়া করতেন, তারপর আমাদের শুনিয়ে সালাম ফিরাতেন। সালাম ফিরানোর পর বসে দুই রাকআত পড়তেন, এ হলো মোট এগার রাকআত। হে আমার প্রিয় বৎস! কিন্তু যখন রাসূল (স)-এর বয়স বেশি হলো এবং তিনি ভারী হয়ে গেলেন, তাহাজ্জুদসহ সাত রাকআত দ্বারা বেতের পড়তেন, তারপর দুই রাকআত পূর্বের ন্যায় বসে পড়তেন এ হলো নয় রাকআত। হে আমার প্রিয় বৎস! এ ছাড়া রাসূল (স)-এর নিয়ম ছিল, তিনি

যখন কোনো নামাজ পড়তেন সর্বদা সে নামাজ অব্যাহত রাখাই ভালোবাসতেন। অতএব, যখন নিদ্রার প্রভাব অথবা কোনো পীড়ার দরুন তার রাতের নামাজ ফুট হয়ে যেত, তিনি দিনের বেলায় ঋত্নহরের পূর্বে বার রাকআত নামাজ পড়ে নিতেন। এ ছাড়া আমি অবগত নই যে, রাসূল (স) কখনো এক রাতে পূর্ণ কোরআন তেলাওয়াত করেছেন অথবা ভোর পর্যন্ত সমস্ত রাতে নামাজে কাটিয়েছেন, না তিনি রমজান ছাড়া কোনো পূর্ণ মাস রোজা রেখেছেন।—(মুসলিম)

রাতের শেষ নামাজ বেতের হিসেবে গণ্য হয়

হাদীস : ১১৮৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের রাতের শেষ নামাজকে করবে বেতের (বিজোড়)।—(মুসলিম)

সোবহে সাদেকের পূর্বে বেতের নামাজ পড়তে হয়

হাদীস : ১১৮৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (স) বলেছেন, সোবহে সাদেকের আগে আগেই বেতের পড়ে নেবে।—(মুসলিম)

এশার নামাজের পরেও বেতের নামাজ পড়া যায়

হাদীস : ১১৮৮ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যার শেষ রাতে উঠার সম্ভাবনা নেই সে যেন প্রথম রাতেই বেতের পড়ে এবং যার শেষ রাতে উঠার ভরসা আছে, সে যেন শেষ রাতেই বেতের পড়ে। কেননা, শেষ রাতে নামাজে ফেরেশতারা হাজির হন। আর এটাই হলো উত্তম।—(মুসলিম)

রাসূল (স) রাতের প্রত্যেক ভাগেই বেতের নামাজ পড়তেন

হাদীস : ১১৮৯ ॥ হযরত আশেয়া (রা) বলেন, রাতের প্রত্যেক ভাগেই রাসূল (স) বেতের পড়েছেন। রাতের প্রথম ভাগে, রাতের মধ্য ভাগে এবং রাতের শেষ ভাগে। এমনকি তার শেষ জীবনের বেতের সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত পৌছেছে।—(বোখারী ও মুসলিম)

প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোজা রাখতে হয়

হাদীস : ১১৯০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাকে তিনটি বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন। (১) আমি যেন প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোজা রাখি। (২) দুই রাকআত চাশতের নামাজ পড়ি এবং (৩) নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে বেতের পড়ি।—(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জানাবাতের গোসল রাতের প্রথম অথবা শেষে করা যায়

হাদীস : ১১৯১ ॥ হযরত গোজাইফ ইবনে হারেস তাবেরী বলেন, আমি একদা হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি দেখেছেন, রাসূল (স) জানাবাতের গোসল প্রথম রাতে করতেন অথবা শেষ রাতে? আয়েশা (রা) উত্তর করলেন, তিনি কখনো প্রথম রাতে গোসল করতেন আর কখনো শেষ রাতে। আমি বললাম, আল্লাহ আকবর! আল্লাহর শোকর, যিনি শরীঅতের ব্যাপারকে প্রশস্ত করে দিয়েছেন। তারপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল (স) বেতের কি প্রথম রাতে পড়তেন অথবা শেষ রাতে? তিনি বললেন, কখনো প্রথম রাতে পড়তেন, আর কখনো শেষ রাতে। আমি বললাম, আল্লাহ আকবর! আল্লাহর শোকর, যিনি শরীঅতের ব্যাপারকে প্রশস্ত করে দিয়েছেন। পুনরায় আমি জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল (স) তাহাজ্জুদের কেরআত শব্দ করে পড়তেন অথবা নিঃশব্দে? তিনি বললেন, কখনো শব্দ করে পড়তেন আর কখনো নিঃশব্দে। আমি বললাম, আল্লাহ আকবর, আল্লাহর শোকর, যিনি শরীঅতের ব্যাপারকে প্রশস্ত করেছেন।—আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ শেখাংশ)

রাসূল (স) তিন রাকআত পড়ে নামাজ বিজোড় করতেন

হাদীস : ১১৯২ ॥ তাবেরী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু কায়স বলেন, একদা আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল (স) কয় রাকআত দ্বারা রাতের নামাজকে বিজোড় করতেন? হযরত আয়েশা (রা) বললেন, কখনো চার রাকআত পড়ে তিন রাকআত দ্বারা বিজোড় করতেন, কখনো ছয় রাকআত পড়ে তিন রাকআত দ্বারা বিজোড় করতেন, কখনো আট রাকআত পড়ে তিন রাকআত দ্বারা বিজোড় করতেন, আর কখনো দশ রাকআত পড়ে তিন রাকআত দ্বারা বিজোড় করতেন। কিন্তু তিনি তাহাজ্জুদসহ মোট সাত রাকআতের কম এবং তের রাকআতের অধিক কখনো রাতের বিজোড় নামাজ পড়েননি।—(আবুদ দাউদ)

টীকা

১১৮৩ নং হাদীসের ॥ রাসূল (স)-এর কথা হলো রাতের নামাজ বিজোড় সংখ্যায় পড়তে হবে। কারণ আল্লাহ বিজোড় এবং তিনি বিজোড়কে ভালোবাসেন।

বেতের নামাজ প্রত্যেকের জন্য জরুরি

হাদীস : ১১৯৩ ৷ হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বেতের প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে জরুরি। অবশ্য যে পাঁচ রাকআত বেতের পড়তে পছন্দ করে সে তা পড়তে পারে, যে তিন রাকআত বেতের পড়তে পছন্দ করে সে তা পড়তে পারে এবং এক রাকআত বেতের পড়তে পছন্দ করে সে তাও পড়তে পারে।

—(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

আল্লাহ বেতের নামাজ ভালোবাসেন

হাদীস : ১১৯৪ ৷ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ বেতেরকে ভালোবাসেন। সুতরাং হে কোরআনধারীগণ! তোমরা বেতের পড়বে। —(তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসায়ী)

বেতের নামাজ খুব মূল্যবান নামাজ

হাদীস : ১১৯৫ ৷ হযরত খারেজা ইবনে হুজাফা (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) আমাদের কাছে এসে বললেন, আল্লাহ তাআলা একটি নামাজ দ্বারা তোমাদের সাহায্য করেছেন। উহা তোমাদের জন্য লাল উট অপেক্ষা উত্তম, তা হলো বেতের। আল্লাহ এটা তোমাদের জন্য এশা এবং ফজরের মধ্যবর্তী সময়ে নির্ধারণ করেছেন। —(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

বেতের নামাজ কাজা পড়া যায়

হাদীস : ১১৯৬ ৷ তাবেরী হযরত যায়দ ইবনে আসলাম (রা) সাহাবীর মধ্যস্থতায় বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি বেতের না পড়ে ঘুমায় সে যেন ফজরে কাজা পড়ে। —(তিরমিযী মুরসাল হিসেবে)

সূরা আলা দিয়ে বেতের নামাজ পড়লে সওয়াব বেশি

হাদীস : ১১৯৭ ৷ তাবেরী হযরত আবদুল আজিজ ইবনে জোরাইজ (রা) বলেন, একদা হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল (স) কোন সূরা দ্বারা বেতের নামাজ পড়তেন? হযরত আয়েশা (রা) বলেন, তিনি প্রথম রাকআতে সূরা সাব্বিহিসমা বাকিরকাল আলা, দ্বিতীয় রাকআতে সূরা কাকিরুন এবং তৃতীয় রাকআতে সূরা এখলাস, ফালাক ও নাস পড়তেন। —(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

কিন্তু নাসায়ী এটা আবদুর রহমান ইবনে আবজা হতে ইমাম আহমদ হযরত উবাই ইবনে কাব (রা) হতে এবং দারেমী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তবে আহমদ ও দারেমী সূরা ফালাক ও নাসের উল্লেখ করেননি।

বেতের নামাজে দোয়া কুশুত পড়তে হয়

হাদীস : ১১৯৮ ৷ হযরত ইমামা হাসান ইবনে আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাকে কতক বাক্য শিক্ষা দিয়েছেন, যা আমি বেতেরের দোয়া কুশুতে পড়ি। হে আল্লাহ! হেলায়াত করো আমায়, যাদের তুমি হেলায়াত করেছো তাদের সাথে। শান্তি-বশ্তি দান করো আমায়, যাদের তুমি শান্তি বশ্তি দান করেছো তাদের সাথে। অভিভাবকত্ব দান করো আমায়, যাদের তুমি অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছো তাদের সাথে। বরকত দান করো আমায়, যা তুমি দান করেছো তাতে এবং রক্ষা করো আমায় অকল্যাণ হতে, যা তুমি নির্ধারণ করেছো আমার জন্য। কেননা, তুমি নির্দেশ দান করো এবং তোমার উপর নির্দেশ দান করা চলে না। বস্তত অপমানিত হয় না সে ব্যক্তি, যাকে তুমি মিত্র ভেবেছো। হে আমাদের প্রভু! বরকতময় তুমি এবং সবার ওপরে উচ্চ। —(তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

বেতেরের সালাম ফিরিয়ে রাসূল (স) কী পড়তেন

হাদীস : ১১৯৯ ৷ হযরত উবাই ইবনে কাব (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন বেতের নামাজের সালাম ফিরাতেন তখন বলতেন, সোবহানালা মলিকিল কুদুস। —(আবু দাউদ ও নাসায়ী)

কিন্তু নাসায়ী অধিক বর্ণনা করেছেন, (রাসূল (স) াটা বলতেন) তিনবার দীর্ঘভাবে।

নাসায়ীর অপর বর্ণনায় রয়েছে, তাবেরী আবদুর রহমান ইবনে আবযা (রা) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তার পিতা আবজা বলেছেন, রাসূল (স) যখন বেতেরের সালাম ফিরাতেন, তখন বলতেন, সোবহানালা মলিকিল কুদুস তিনবার এবং স্বর উচ্চ করতেন তৃতীয়বারে।

বেতের নামাজে আল্লাহর সন্তোষ কামনা করা হয়

হাদীস : ১২০০ ৷ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) তার বেতেরের শেষে বলতেন, হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাই তোমার সন্তোষের কাছে তোমার অসন্তোষ হতে, তোমার স্বস্তির কাছে তোমার অস্বস্তি ও শান্তি হতে, আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই তোমা হতে, আমি তোমার গুণগান করতে অক্ষম যেকোন তুমি তোমার গুণগান করেছ। —(আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আমীর মুআবিয়া বেতের নামাজ এক রাকআত পড়তেন

হাদীস : ১২০১ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, একদা তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, হযরত মুআবিয়া (রা) সম্পর্কে আপনার কিছু বলার আছে কি? তিনি যে এক রাকআত ছাড়া বেতের পড়েন না? ইবনে আব্বাস বলেন, তিনি ঠিকই করেন। তিনি একজন ফকীহ।

অপর এক বর্ণনায় আছে, তাবেরী ইবনে আবু মোলাইকা বলেন, একদা আমীর মুআবিয়া (রা) এশার পর এক রাকআত বেতের পড়লেন। তখন তার কাছে হযরত ইবনে আব্বাসের এক ভৃত্য উপস্থিত ছিল। সে ইবনে আব্বাসের কাছে এসে তাকে উক্ত সংবাদ দিল। ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, তার কথা ছাড়, তিনি রাসূল (স)-এর একজন সাহাবী।-(বোখারী)

যে বেতের নামাজ পড়বে না সে অভিশপ্ত

হাদীস : ১২০২ ॥ হযরত বুরায়দা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স) কে বলতে শুনেছি, বেতের এক অপরিহার্য। সুতরাং যে বেতের পড়বে না সে আমাদের দলের অন্তর্গত নয়। বেতের হক, সুতরাং যে বেতের পড়বে না সে আমাদের দলের অন্তর্গত নয়। বেতের হক, সুতরাং যে বেতের পড়বে না সে আমাদের দলের অন্তর্গত নয়।-(আবু দাউদ)

বেতের নামাজ ফরয শেইখ মুহাম্মদ — ২৪০

হাদীস : ১২০৩ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে বেতের নামাজ না পড়ে মুমায় অথবা এটা ভুলে গেছে, সে যেন পড়ে নেয় যখন শ্রবণ হয় অথবা যখন সে জাগ্রিত হয়।

-(তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

বেতের নামাজ সবার জন্য ওয়াজিব

হাদীস : ১২০৪ ॥ ইমাম মালিক (রা) হতে বর্ণিত আছে, তার কাছে এ হাদীস পৌছেছে, এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরকে জিজ্ঞেস করল, বেতের কি ওয়াজিব? তিনি বললেন, রাসূল (স) নিশ্চয় বেতের পড়েছেন এবং মুসলমানরা অর্থাৎ প্রধান সাহাবীরাও বেতের পড়েছেন। লোকটি বারবার তাকে এ প্রশ্ন করতে লাগল আর তিনি বারবারই বলতে রইলেন। রাসূল (স) নিশ্চয় বেতের পড়েছেন এবং মুসলমানরাও পড়েছেন।-(মুয়াত্তা) ২৪২

বেতের নামাজ তিন রাকআত পড়তে হয় মুহাম্মদ — ২৪১

হাদীস : ১২০৫ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বেতের তিন রাকআত পড়তেন, যাতে মোফাসসাল সূরাসমূহের নয়টি সূরা পড়তেন। প্রত্যেক রাকআতে তিনটি করে যার শেষ সূরা ছিল কুল হয়াল্লাহ আহাদ।-(তিরমিযী)

বেতের নামাজ ফরয নামাজের পূর্বে অবশ্যই পড়তে হবে

হাদীস : ১২০৬ ॥ তাবেরী হযরত নাফে বলেন, আমি একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের সাথে মকায় হিলাম, রাত ছিল তখন মেঘাচ্ছন্ন, তিনি ধারণা করলেন, বুঝি ভোর হয়ে গেছে। অতএব, তাহাজ্জুদ ছেড়ে তাড়াতাড়ি এক রাকআত বেতের পড়ে নিলেন। পরে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল, তিনি দেখলেন রাত আছে। এবার তিনি আর এক রাকআত পড়ে পূর্বের বিজোড় এক রাকআতকে জোড় করে মিলেন। তারপর দুই রাকআত করে তাহাজ্জুদ পড়লেন। পুনরায় যখন ভোর হওয়ার আশঙ্কা করলেন এক রাকআত বেতের পড়লেন।-(মালিক)

নামাজ বসেও পড়া যায়

হাদীস : ১২০৭ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) শেষকালে বসে নফল নামাজ পড়তেন এবং কেরাআতও বসে পড়তেন। যখন তার কেরাআতের খিলাফ চলিত আয়াত অবশিষ্ট থাকত, তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন এবং দাঁড়িয়ে কেরাআত পড়তেন। তারপর রুকু করতেন এবং সিজদায় যেতেন। তারপর দ্বিতীয় রাকআতেও অনুরূপ করতেন।-(মুসলিম)

বেতের পর দুই রাকআত নফল পড়া যায়

হাদীস : ১২০৮ ॥ উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বেতের পর দুই রাকআত নামাজ পড়তেন।-(তিরমিযী)

কিন্তু ইবনে মাজাহ অধিক বর্ণনা করেছেন, সংক্ষিপ্ত এবং বসে পড়তেন।

রাসূল (স) এক রাকআত বেতের পড়তেন

হাদীস : ১২০৯ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) এক রাকআত বেতের পড়তেন। তারপর দুই রাকআত নফল পড়তেন, যাতে কেরাআত পড়তেন বসে, কিন্তু যখন রুকু করতেন দাঁড়িয়ে যেতেন এবং কিছু কেরাআত পড়ে রুকু করতেন।-(ইবনে মাজাহ)

বেতের দুই রাকআত পড়া যায়

হাদীস : ১২১০ ॥ হযরত সওবান (রা) রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, এ রাত জাগরণ কষ্টসাধ্য ও ভারী ব্যাপার। অতএব, তোমাদের কেউ যখন বেতের পড়বে তখন দুই রাকআত নফল পড়ে নেবে। তারপর যদি রাতে উঠতে পারল, তবে তো ভালো কথা। অন্যথায় এ দুই রাকআত তার রাতের নামাজের পক্ষে যথেষ্ট হবে।—(দারেমী)

রাসূল (স) বেতের পর দুই রাকআত নামাজ পড়তেন

হাদীস : ১২১১ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বেতের নামাজ পড়তেন বসে, যাতে সূরা ইয়া যুলযিলাত ও কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফেরুন পড়তেন।—(আহমদ)

উনবিংশ অধ্যায়

দোয়া কুনুত

প্রথম পরিচ্ছেদ

নামাজে দোয়া কুনুত পড়তে হয়

হাদীস : ১২১২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) যখন কারো বিপক্ষে বা কারো পক্ষে দোয়া করার ইচ্ছা করতেন, তখন রুকু পরে দোয়া কুনুত পড়তেন। অনেক সময় যখন সামিআল্লাহ লিমান হামিদাহ, রাকবানা লাকাল হামদ বলতেন, তারপর বলতেন, হে আল্লাহ! মুক্তিদান কর ওলীদ ইবনে ওলীদকে, সালামা ইবনে হেশামকে ও আয়াশ ইবনে আবু রবীআকে! হে আল্লাহ! কঠোর কর তোমার শাস্তি মোযার গোত্রের প্রতি, কর উহাকে তাদের জন্য ইউসুফ নবীর দুর্ভিক্ষের অনুরূপ। এটা তিনি উচ্চৈশ্বরে বলতেন, এ ছাড়া তিনি তার কোনো কোনো নামাজে আরবের কোনো কোনো গোত্রের প্রতি লক্ষ্য করে বলতেন, হে আল্লাহ! তুমি অভিসম্পাত কর অমুক অমুককে। যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ তাআলা আয়াত নাজিল করলেন, হে নবী! এ ব্যাপারে আপনার কোনো অধিকার নেই।—(বোখারী ও মুসলিম)

দোয়া কুনুত রুকু পরে পড়তে হয়

হাদীস : ১২১৩ ॥ তাবেরী আসেম আহওয়াল (র) বলেন, একদা আমি হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা)-কে নামাজের দোয়া কুনুত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, এটা রুকু পূর্বে না পরে? তিনি বললেন, রুকু পূর্বে। রাসূল (স) কেবল এ মাসই রুকু পরে কুনুত পড়েছিলেন। ব্যাপার ছিল যে, একবার তিনি বীরে মাউনার দিকে ৭০ জন লোককে প্রেরণ করেছিলেন, যাদেরকে কারী কোরআনের আলেম বলা হতো, তারা তথ্য নিহত হন। অতএব, রাসূল (স) এক মাস পর্যন্ত রুকু পরে কুনুত পড়তেন এবং তাদের হত্যাকারীদের জন্য বদ দোয়া করতে থাকেন।—(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) এক মাস কার জন্য বদ দোয়া করতেন

হাদীস : ১২১৪ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) এক মাস পর্যন্ত বরাবর জোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজরের নামাজে যখন শেষ রাকআতে সামিআল্লাহ লিমান হামিদাহ বলতেন, বনী সোলাইম গোত্রের রেল, যাকওয়ান ও উসাইয়া শাখার প্রতি বদ দোয়া করতেন এবং তার পেছনে যারা থাকতেন তারা আমীন বলতেন।—(আবু দাউদ)

বেতের নামাজে দোয়া কুনুত অবশ্যই পড়তে হয়

হাদীস : ১২১৫ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) মাত্র এক মাস কুনুত পড়েছিলেন, তারপর উহা ত্যাগ করেন।—(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

কেউ কেউ দোয়া কুনুত সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন

হাদীস : ১২১৬ ॥ তাবেরী হযরত আবু মালিক আশজারী (রা) বলেন, আমি একবার আমার পিতাকে বললাম, পিতা! আপনি রাসূল (স), হযরত আবু বকর, ওমর, ওসমান এবং এখানে কুফায় প্রায় পাঁচ বছরকাল হযরত আলী মোরতায়ার পেছনে নামাজ পড়েছেন, তারা কি কুনুত পড়েছেন? তিনি বললেন, বাবা, এটা নতুন আবিস্কৃত।—(তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সাহাবাগণ রমযানে দোয়া কুনুত পড়তেন

হাদীস : ১২১৭ ॥ হযরত হাসান বসরী (রা) হতে বর্ণিত আছে, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) লোকদের হযরত উবাই ইবনে কাব সাহাবীর পেছনে একত্রিত করেন। তিনি বিশ দিন যতক্ষণ তাদের নামাজ পড়তেন। কিন্তু

রমযানের শেষার্ধ্বে আরম্ভ হওয়া ছাড়া কোনো দিন কুনুত পড়তেন না। যখন রমযানের শেষ দশ দিন উপস্থিত হতো তিনি মসজিদে উপস্থিত হতে বিরত থাকতেন এবং নিজের ঘরে নামাজ পড়তেন। এতে লোকেরা বলত, উবাই পলায়ন করেছে।—(আবু দাউদ) **শায বা হুইফ — ২৪৪**

একদা হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা)-কে কুনুত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো রুকু পূর্বে কি পরে। তিনি বললেন, রাসূল (স) রুকু পরে কুনুত পড়েছেন। অপর বর্ণনায় আছে, রুকু পূর্বে ও পরে উভয় রকমে পড়েছেন।—(ইবনে মাজাহ)

বিংশ অধ্যায়

তারাবীর নামাজ ও শবে বরাতের ফযীলত

প্রথম পরিচ্ছেদ

নফল নামাজ ঘরে পড়াই উত্তম

হাদীস : ১২১৮ ॥ হযরত যায়দ ইবনে সাবেত (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) একবার মসজিদে মাদুর দ্বারা একটি হুজরা প্রস্তুত করলেন এবং সেখানে কয়েক রাত নফল নামাজ পড়লেন, যাতে লোকসকল তার কাছে একত্রিত হতে লাগল। তারপর এক রাতে সাহাবীগণ তার কোনো সাড়া শব্দ পেলেন না এবং ধারণা করলেন যে, তিনি হয়তো ঘুমিয়ে আছেন। অতএব, তাদের কেউ কেউ গলা খাকড়াতে লাগলেন, যেন তিনি তাদের কাছে জামাআতের জন্য বের হয়ে আসেন। এটা দেখে তিনি বলে উঠলেন, আমি তোমাদের বরাবরের আম্মহের অবস্থা দেখেছি এবং আশঙ্কা করছি যে, এটা যেন তোমাদের উপর ফরজ হয়ে না যায়। আর যদি ফরজ হয়ে যায় তা হলে তোমরা পালন করতে পারবে না। সুতরাং হে লোকসকল! তোমরা নফল নামাজ তোমাদের ঘরেই পড়। কেননা, কারো উত্তম নামাজ হচ্ছে তার ঘরের নামাজ, ফরজ নামাজ ছাড়া।—(বোখারী ও মুসলিম)

হযরত উমর (রা) তারাবীর নামাজ জামাআতে পড়ার নিয়ম করলেন

হাদীস : ১২১৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) রমজান মাসের নামাজ কায়েম করার জন্য উৎসাহ দান করতেন, কিন্তু তিনি এক ব্যাপারে খুব তাকীদ করতেন না; বরং এরূপ বলতেন, যে ব্যক্তি ইমানের সাথে সওয়াবের নিয়তে রমজান মাসের নামাজ কায়েম করেছে, তার জন্য তার পূর্ববর্তী সগীরা ওনাহসমূহ মাফ করা হবে। অবশেষে রাসূল (স) ইন্তেকাল করলেন, অথচ অবস্থা এরূপই রইল। তারপর হযরত আবু বকর সিদ্দীকের খেলাফতকালেও অবস্থা এরূপই ছিল এবং হযরত ওমর ফাক্কের খেলাফতকালের প্রথম দিকেও অনুরূপ ছিল।—(মুসলিম)

ফরজ নামাজ মসজিদে পড়তে হয়

হাদীস : ১২২০ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ তার ফরজ নামাজ মসজিদে পড়ে, সে যেন তার নামাজের একাংশ অর্থাৎ নফল নামাজ তার ঘরের জন্য রেখে দেয়। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তার এ নামাজের দরুন তার ঘরে কল্যাণ দান করবেন।—(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নফল নামাজে জামাআত নেই

হাদীস : ১২২১ ॥ হযরত আবু যর গিফারী (রা) বলেন, আমরা রাসূল (স)-এর সাথে রোজা রেখেছি, কিন্তু তিনি মাসের কোনো অংশেই আমাদের নিয়ে নফল নামাজ জামাআতে পড়েননি। যে পর্যন্ত না মাসের মাত্র সাত রাত অবশিষ্ট রইল। সপ্তম রাতে তিনি আমাদের নিয়ে নামাজ পড়লেন, যাতে রাতের এক-তৃতীয়াংশ শেষ হয়ে গেল। যখন ষষ্ঠ রাত এল, তিনি আমাদের নিয়ে নামাজ পড়লেন না। তারপর যখন পঞ্চম রাত এল, তিনি আমাদের নিয়ে নামাজ পড়ালেন, যাতে অর্ধরাত গোজারিয়া গেল। আবু যর বলেন, আমি বললাম ইয়া রাসূল্লাহ (স)! এ রাতে যদি আমাদের নিয়ে আরো অধিক নামাজ পড়তেন। তখন রাসূল (স) বললেন, কেউ যখন ইমামের সাথে নামাজ পড়ে, ইমামের শেষ করা পর্যন্ত তার জন্য পূর্ণ রাতের নামাজ পড়ার সমান গণ্য করা হয়। যখন চতুর্থ রাত এল, তিনি আমাদের সহকারে নামাজ পড়লেন না, যে পর্যন্ত না রাতের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ বাকি রইল, আবার যখন তৃতীয় রাত এল, তিনি তার পরিবারের লোক ও আপন স্ত্রীদের একত্র করলেন এবং আমাদের নিয়ে সারা রাত নামাজ পড়লেন, যাতে আমরা আশঙ্কা করতে লাগলাম যে, আমাদের সেহরী খাওয়া পর্যন্ত না ফউত হয়ে যায়। তারপর মাসের অবশিষ্ট রাতসমূহ তিনি আর আমাদের নিয়ে নামাজ পড়লেন না।—আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী। আর ইবনে মাজাহ এটার অনুরূপ। কিন্তু তিরমিযী তারপর মাসের অবশিষ্ট ঈদ্যাকটির উল্লেখ করেননি।

১৫ই শাবান আল্লাহ নিকটতম আসমানে অবতীর্ণ হন

হাদীস : ১২২২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদা রাতে আমি রাসূল (স)-কে পেলাম না। তালাশে বের হয়ে দেখি, তিনি জন্মান্তুল বাকি নামক গোরস্থানে আছেন। আমাকে দেখে বললেন, আয়েশা! তুমি কি মনে কর যে, আল্লাহ এবং তার রাসূল তোমার প্রতি অবিচার করেন? আয়েশা বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলান্নাহ! সত্যিই আমি ধারণা করেছিলাম যে, আপনি আপনার অপর কোনো স্ত্রীর ঘরে গেছেন। তখন রাসূল (স) বললেন, আল্লাহ অর্থ শাবানের রাতে এ নিকটতম আসমানে অবতীর্ণ হন এবং কালব গোত্রের মেসপালের পশম সংখ্যার অধিক ব্যক্তিকে ক্ষমা করেন।—(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ) **হাদীস - ১৪৫**

যেকোনো অবস্থায় নফল নামাজ ঘরে পড়বে

হাদীস : ১২২৩ ॥ হযরত যায়দ ইবনে সাবেত (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কারো আপন ঘরে (নফল) নামাজ পড়া আমার এ মসজিদে নামাজ পড়া অপেক্ষাও উত্তম, অবশ্য ফরজ নামাজ ছাড়া।—(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নফল নামাজ জামাআতে পড়া যায়

হাদীস : ১২২৪ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবদুল করী ভাবেয়ী বলেন, রমজান মাসের এক রাতে আমি খলীফা হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাবের সাথে মসজিদে নববীতে গৌছলাম, দেখলাম, লোকসকল বিভিন্ন দলে বিভক্ত কেউ একা নিজের নামাজ পড়ছে, আর কারো পেছনে ক্ষুদ্র একদল নামাজ পড়তেছে। এটা দেখে হযরত ওমর (রা) বললেন, যদি এদের আমি একজন ইমামের পেছনে একত্র করে দিই তা হলে অনেক ভালো হবে। তারপর এ ব্যাপারে তিনি দৃঢ় ইচ্ছা ও পূর্ণ সংকল্প গ্রহণ করেন এবং তাদের হযরত উবাই ইবনে কাব সাহাবীর পেছনে একত্রিত করে দেন।

আবদুর রহমান বলেন, তারপর আমি আরেক দিন তার সাথে মসজিদে গেলাম, দেখলাম, লোকসকল তাদের ইমামের পেছনে নামাজ পড়ছে। এটা দেখে হযরত ওমর (রা) বললেন, এটা কি উত্তম বেদআত নতুন আবিষ্কার। তারপর তিনি বললেন, লোকসকল! তোমরা যে সময় ঘুমিয়ে থাক সে সময়টি হচ্ছে ওই সময় হতে উত্তম, যাতে তোমরা নামাজ পড়ে থাক। আবদুর রহমান বলেন, উত্তম সময় অর্থে তিনি শেষ রাতকেই বুঝিয়েছেন। কেননা, তখন লোক প্রথম রাতেই এই তারাবীহ পড়ত।—(বোখারী)

যেকোনো নামাজে আয়াত কম পড়তে হয়

হাদীস : ১২২৫ ॥ হযরত সায়েব ইবনে ইয়াজীদ (রা) বলেন, হযরত ওমর (রা) সাহাবী উবাই ইবনে কাব ও তামীম দারীকে রমজান মাসে লোকদের এগার রাকআত নামাজ পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন। তারপর ইমাম একশত আয়াতের অধিক সম্বলিত বড় বড় সূরাসমূহ পড়তে থাকেন, যাতে আমরা দীর্ঘ সময় দাঁড়ানোর দরুন ক্লান্ত হয়ে ছড়িতে ভর দিতে বাধ্য হই। তখন আমরা ফজরের কাছাকাছি সময় ছাড়া নামাজ হতে অবসর গ্রহণ করতে পারতাম না।—(মালিক)

সাহাবীগণ রমজান মাসে কাফেরদের অভিসম্পাত করতেন

হাদীস : ১২২৬ ॥ ভাবেয়ী হযরত আরাজ (রা) বলেন, আমরা সাহাবীদের এরূপ দেখেছি, তারা রমজান মাসে কুনুতে কাফেরদের অভিসম্পাত করতেন এবং আরো দেখেছি, ইমাম আট রাকআতে পূর্ণ সূরা বাক্বিয়া পড়তেন। যখন ইমাম বার রাকআতে এটা পড়তেন লোক মনে করত যে, তিনি নামাজকে অনেক সংক্ষেপ করলেন।—(মালিক)

সেহরীর পূর্বেই রাতের নামাজ শেষ করতে হয়

হাদীস : ১২২৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর বলেন, আমি সাহাবী উবাই ইবনে কাবকে বলতে শুনেছি, আমরা রমজান মাসে নামাজ হতে ফিরতাম, আর সেহরী ফুট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় খাদেমদের তাড়াতাড়ি খানা প্রস্তুতের জন্য তাকীদ করতাম। অপর বর্ণনায় আছে, ভোর হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায়।—(মালিক)

আল্লাহ পাকের রহমত ছাড়া কেউ বেহেশতে যেতে পারবে না

হাদীস : ১২২৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত আছে, একদা রাসূল (স) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আয়েশা! তুমি জান কি এ রাতে অর্থাৎ শবে বরাতের রাতে কী কী ঘটে? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলান্নাহ! তাতে কী ঘটে? রাসূল (স) বললেন, এ রাতে নির্ধারিত হয় এ বছর মানুষের যত সন্তান জন্মাবে। কত মানুষ মারা যাবে। মানুষের কর্মসমূহ এবং অবতীর্ণ করা হয় মানুষের রিজিকসমূহ। তারপর হযরত আয়েশা (রা) রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলান্নাহ! কোনো ব্যক্তি কি বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না আল্লাহ পাকের রহমত ছাড়া? রাসূল (স) তিনবার করে বললেন,

কোনো ব্যক্তিই বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না আদ্বাহ পাকের রহমত ছাড়া। আরেশা বলেন, তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনিও পারবেন না ইয়া রাসূল্লাহ? তখন তিনি আপন মাথার উপর হাত রেখে বললেন, আমিও না। কিন্তু যদি আদ্বাহ তাআলা আপন রহমত দ্বারা আমায় ঢেকে লন একতা তিনি ভিনবার বললেন।—(বাবয়হাকী, দাওয়ায়ে কবীরে)

শাবানের পনের তারিখে আদ্বাহ নিচে নেমে আসেন **ফাঈল-২৪৬**

হাদীস : ১২২৯ ৥ হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেন। রাসূল (স) বলেছেন, অর্ধ শাবানের রাতে শবে বরাতে আদ্বাহ তাআলা অবতীর্ণ হন এবং মাফ করে দেন তার সকল সৃষ্টিকে মুশরিক ও বিদেহ ভাবাপন্ন ব্যক্তি ছাড়া।—(ইবনে মাজাহ) **ফাঈল-২৪৭**

কিন্তু ইমাম আহমদ এটাকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ইবনুল আস হতে বর্ণনা করেছেন। আর তার এক রেওয়াতে রয়েছে, দুই ব্যক্তি ছাড়া বিদেহ ভাবাপন্ন ব্যক্তি ও মানুষ হত্যাকারী ব্যক্তি।

শাবানের ১৫ তারিখের রাতে ইবাদত করতে হয়

হাদীস : ১২৩০ ৥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন অর্ধ শাবান আসবে, রাতে তোমরা নামাজ পড়বে এবং দিনে রোজা রাখবে। কেননা, সেদিন সূর্যোত্তের সাথে সাথেই আদ্বাহ তাআলা নিকটতম আসমানে অবতীর্ণ হন এবং বলতে থাকেন, কোনো ক্রমা প্রার্থনাকারী আছে কি, যাকে আমি ক্রমা করে দিই, কোনো রিজিক প্রার্থনাকারী আছে কি, যাকে আমি রিজিক দিই এবং কোনো বিপন্ন ব্যক্তি সাহায্যপ্রার্থী আছে কি, যাকে আমি বিপদ মুক্ত করি। এভাবে আরো আরো ব্যক্তিকে ডাকেন যে পর্যন্ত না ফজর হয়।—(ইবনে মাজাহ) **জাল-২৪৮**

একবিংশ অধ্যায়

এশরাক ও চাশতের নামাজ

প্রথম পরিচ্ছেদ

উম্মে হানীর ঘরে রাসূল (স) সংক্ষিপ্ত নামাজ

হাদীস : ১২৩১ ৥ হযরত আলীর ভগ্নি হযরত উম্মে হানী বিনতে আবু তালেব (রা) বলেন, যক্ষা বিজয়ের দিন রাসূল (স) তার উম্মে হানীর ঘরে গেলেন এবং গোসল করলেন। তারপর আট রাকআত নামাজ পড়লেন। উম্মে হানী বলেন, আমি কখনো এরূপ সংক্ষিপ্ত নামাজ দেখিনি। তবে তিনি পূর্ণ করেছিলেন রুকু ও সিজদা দ্বারা। অপর বর্ণনায় আছে, উম্মে হানী বলেন, সেটা যোহর সময় ছিল।—(বোখারী ও মুসলিম)

যোহর নামাজ চার রাকআত ফরজ

হাদীস : ১২৩২ ৥ তাবয়েয়ী বিবি মুআযা বলেন, একদা আমি হযরত আরেশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল (স) যোহর নামাজ কয় রাকআত পড়তেন? তিনি বললেন, চার রাকআত, আর যখন আদ্বাহ তাওফীক দিতেন কিছু বেশি পড়তেন।—(মুসলিম)

নেক কাজের আদেশ সদকাবরূপ

হাদীস : ১২৩৩ ৥ হযরত আবু যর গিফারী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রভাত হওয়া মাত্রই তোমাদের প্রত্যেকের প্রত্যেক গ্রন্থির জন্যই একটি সদকা দান করা আবশ্যিক হয়। তবে জানবে, তোমাদের প্রত্যেক তাসবীহই একটি সদকা। প্রত্যেক তাহমীদ একটি সদকা, প্রাত্যেক তাহলীল একটি সদকা, প্রত্যেক তাসবীহ একটি সদকা, প্রত্যেক তাহমীদ একটি সদকা, প্রত্যেক তাহলীল একটি সদকা, প্রত্যেক তাকবীর একটি সদকা এবং সৎ কাজের আদেশ একটি সদকা এবং অসৎ কাজে নিষেধও সদকা বিশেষ। অবশ্য যোহর সময়ে দুই রাকআত নামাজ পড়া এ সবার পরিবর্তে যথেষ্ট।—(মুসলিম)

কড়া রোদের সময় জোহর নামাজ পড়বে না

হাদীস : ১২৩৪ ৥ হযরত যায়দ ইবনে আরকাম (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি কতক লোককে যোহর নামাজ পড়তে দেখে বললেন, এরা জানে যে, এ সময়ের অন্য সময়েই এ নামাজ পড়া উত্তম। কেননা, রাসূল (স) বলেছেন, সালাতুল আওয়াবীন তখনই পড়বে, যখন উটের বাচ্চা রৌদ্রে পুড়তে আরম্ভ করে।—(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দিনের প্রথমার্শে চার রাকআত নামাজ পড়ার নির্দেশ

হাদীস : ১২৩৫ ৥ হযরত আবুদারদা ও আবু যর গিফারী (রা) বলেন, রাসূল (স) আদ্বাহর পক্ষ হতে বলেছেন,

আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি আমার জন্য চার রাকআত নামাজ পড় দিনের প্রথমাংশে, আমি তোমার জন্য যথেষ্ট হব এর শেষাংশে। তিরমিযী এ হাদীসকে আবুদারদা ও আবু যর (রা) হতে আবু দাউদ ও দারেমী নোআইম ইবনে হাম্মার গাভীকানী হতে এবং ইমাম আহমদ উপরোক্ত তিন ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেছেন।

প্রত্যেকের শরীফে তিনশত ষাটটি গ্রহি আছে

হাদীস : ১২৩৬ ॥ হযরত বোরায়দা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, মানুষের মধ্যে তিনশত ষাটটি গ্রহি রয়েছে। সুতরাং তার পক্ষে প্রত্যেক গ্রহির পরিবর্তে একটি খয়রাত আবশ্যিক। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর নবী! এ সাধ্য কার আছে? রাসূল (স) উত্তর করলেন, থুথু ইত্যাদি যাহা মসজিদে দেখবে দাফন করে দেবে এবং কষ্টদায়ক বস্তু যা রাস্তায় দেখবে সরিয়ে দেবে। যদি এটা করার সুযোগ না পাও তার যোহর সময় দুই রাকআত নামাজ তোমার পক্ষে যথেষ্ট হবে।—(আবু দাউদ)

বার রাকআত নামায় বেহেশতের চাবি

হাদীস : ১২৩৭ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি পূর্বাহ্নের বার রাকআত নামাজ পড়বে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য বেহেশতে স্বর্ণের একটি কোঠা নির্মাণ করবেন।—(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

কিন্তু তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরিব। এ সনদ ছাড়া অন্য কোনো সনদ আমাদের জানা নেই। **যহীক-২৪১**

ফজরের নামায় পড়ে যোহর নামায় পর্যন্ত অপেক্ষার ফজিলত

হাদীস : ১২৩৮ ॥ হযরত মুআয ইবনে আনাস জুহানী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ হতে অবসর গ্রহণ করে যোহর নামাজ পড়া পর্যন্ত আপন মোসান্নায় বসে থাকবে এবং ভালো কথা ছাড়া কোনো কথা বলবে না, তার সগীরা গুনাহসমূহ মাফ করা হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনা হতেও অধিক হয়।—(আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ যহীক-২৫৩

যোহর নামায় পড়ার তাগাদা

হাদীস : ১২৩৯ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি যোহর নামাজ আট রাকআত পড়তেন, তারপর বলতেন, যদি এ সময় আমার পিতা-মাতা জিন্দা হয়েও আমার কাছে আসেন আমি তা ছাড়ব না।—(মালিক)

যোহর নামায় খুব মনোযোগের সাথে পড়তে হয়

হাদীস : ১২৪০ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) যোহর নামাজ পড়া আরম্ভ করতেন আমরা মনে করতাম তিনি আর ছাড়বেন না। আবার ছেড়ে দিতেন, যাতে আমরা মনে করতাম যে, তিনি আর কখনও পড়বেন না।—(তিরমিযী) **যহীক-২৫২**

সাহাবাগণ যোহর নামায় পড়তেন না

হাদীস : ১২৪১ ॥ তাবেরী মোআররেক ইজলী বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি যোহর নামাজ পড়ে থাকেন? তিনি বললেন, না। আমি পুনঃ জিজ্ঞেস করলাম, তবে হযরত ওমর (রা) পড়তেন কি? তিনি বললেন, তিনিও না। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, তবে রাসূল (স)? তিনি উত্তর করলেন, আমি মনে করি তিনিও না।—(বোখারী)



দ্বাবিংশ অধ্যায়

নফল নামাযের গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

ওযু করে তাহিয়াতুল অযুর নামায় পড়তে হয়

হাদীস : ১২৪২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) ফজরের নামাযের সময় বেলালকে বললেন, বেলাল! বল দেখি, মুসলমান হয়ে তুমি এমন কোন কাজ করেছে, যার সওয়াবের আশা তুমি অধিক করতে পার? কেননা, আমি তোমার জুতার শব্দ বেহেশতে আমার সামনে শুনতে পেয়েছি। তখন বেলাল বললেন, ইয়া রাসূলান্নাহ (স)! আমি এ ছাড়া এমন কোনো কাজ করি নাই, যা আমার কাছে অধিক সওয়াবের কারণ হতে পারে। আমি রাত্রে বা দিনের যেকোনো সময়েরই অজু করেছি, তখনই সে অজু দ্বারা নামাজ পড়েছি, যা আমাকে তৌফিক দেওয়া হয়েছে।—(বোখারী ও মুসলিম)

প্রতি কাজের শুরুতে এস্তেখারা করা উচিত

হাদীস : ১২৪৩ । হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাদের সকল কাজে আল্লাহর কাছে এস্তেখারা করার নিয়ম ও দোয়া শিক্ষা দিতেন, যেভাবে আমাদের কোরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন, যখন তোমাদের কেউ কোনো কাজের ইচ্ছা করবে, তখন সে যেন ফরজ ছাড়া দুই রাকআত নামাজ পড়ে, তারপর বলে, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমারই জ্ঞানের সাহায্যে এ বিষয়ের ভালো দিক প্রার্থনা করছি এবং তোমারই ক্ষমতার সাহায্যে তোমার কাছে ক্ষমতা প্রার্থনা করছি। কেননা, তুমি ক্ষমতা রাখ, আর আমি ক্ষমতা রাখি না। তুমি এটার ভালোমন্দের জ্ঞান রাখ, আর আমি রাখি না। তুমি গায়বসমূহ সম্পর্কেও বিশেষ জ্ঞাত। হে আল্লাহ! তুমি যদি জান যে, এ বিষয়টি আমার পক্ষে ভালো হবে আমার ধীনের ব্যাপারে, আমার জীবনধারণের ব্যাপারে ও আমার পরিণামের অথবা রাসূল (স) বলেছেন, আমার ইহকালে ও পরকালে তাহা হলে তুমি এটা আমার জন্য নির্ধারণ কর এবং এটা আমার পক্ষে সহজ করে দাও। তারপর আমার জন্য বরকত দান কর। আর তুমি যদি জান যে, বিষয়টি আমার পক্ষে অকল্যাণকর হবে আমার ধীনের ব্যাপারে, আমার জীবনধারণের ব্যাপারে ও আমার পরিণামে, অথবা রাসূল (স) বলেছেন, আমার ইহকালে বা পরকালে তা হলে তুমি এ কাজ আমার হতে ফিরিয়ে রাখ এবং আমাকেও সে কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখ, অধিকন্তু আমার জন্য ভালো নির্ধারণ কর, যেখায় তা আছে। তারপর তুমি আমাকে সে ব্যাপারে সন্তুষ্ট রাখ। তারপর তিনি বলেন, এ বিষয় শব্দস্থলে যেন প্রার্থনাকারী নিজের আবশ্যিক বিষয়ের নাম করে।—(বোখারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গুনাহ তাওবা করতে হয়

হাদীস : ১২৪৪ । হযরত আলী মোরতাজা (রা) বলেন, আমাকে হযরত আবু বকর (রা) বলেছেন, আর তিনি সত্য বলেছেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোনো গুনাহ করবে তারপর উঠে আবশ্যিক পবিত্রতা অর্জন করবে এবং কিছু নফল নামাজ পড়বে, তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আল্লাহ নিশ্চয়ই তার গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। তারপর রাসূল (স)-এর আয়াত পাঠ করলেন।

‘এবং যারা যখন কোনো গুনাহের কাজ করে, অথবা নিজেদের প্রতি জুলুম করে, আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।’—(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

কিন্তু ইবনে মাজাহ আয়াতের উল্লেখ করেননি।

বিপদের সময় নামাজ পড়তে হয়

হাদীস : ১২৪৫ । হযরত হযায়ফা (রা) বলেন, যখন কোনো বিষয় রাসূল (স)-কে চিন্তিত করত, তখন তিনি কিছু নফল নামাজ পড়তেন এবং তার উসীলায় আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতেন।—(আবু দাউদ)

রাসূলের আগে বিলালের বেহেশতে গমনের কারণ

হাদীস : ১২৪৬ । হযরত বুরায়দা (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) সকালে উঠে বেলালকে ডাকলেন এবং বললেন, বেলাল! কি কাজের দরুন তুমি আমার পূর্বে বেহেশতে পৌছলে? আমি যখনই বেহেশতে পৌছেছি আমার সামনে তোমার জুতার শব্দ শুনেছি। তখন বেলাল বললেন, ইয়া রাসূল্লাহ! আমি যখনই আজান দিয়েছি তখনই দুই রাকআত নফল নামাজ পড়েছি এবং যখনই আমার অজু গেছে তখনই আমি অজু করেছি এবং মনে করেছি, আল্লাহর উদ্দেশ্য আমার দুই রাকআত নামাজ পড়তে হবে। রাসূল (স) বললেন, এ দুই কাজের দরুনই।—(তিরমিযী)

অজু উত্তমরূপে করতে হয়

হাদীস : ১২৪৭ । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তির আল্লাহর কাছে অথবা কোনো মানুষের কাছে কোনো হাজত রয়েছে, সে যেন প্রথমে অজু করে এবং উহা উত্তমরূপে করে, তারপর দুই রাকআত নামাজ পড়ে, তারপর আল্লাহর কিছু প্রশংসা করে এবং রাসূল (স)-এর প্রতি কিছু দরুন পেশ করে, তারপর যেন বলে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, তিনি ধৈর্যশীল, মহামহিম। আমি মহান আরশের প্রভু। প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক প্রভু। হে প্রভু, আমি তোমার রহমত আকর্ষণের কারণসমূহ, তোমার ক্ষমালাভের সংকল্পরাজি, প্রত্যেক সং কাজের সার এবং অসং কাজ হতে শান্তি। হে আরহামুর রাহিমীন! তুমি আমার কোনো অপরাধকে ছেড়ে দিও না ক্ষমা করা ছাড়া, কোনো বিপদকে রাখিও না বিদূরিত করা ছাড়া এবং কোনো হাজতকে রাখিও না পূর্ণ করা ছাড়া। যে হাজত তোমার তোমার সন্তোষলাভের কারণ হয়।—(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

কিন্তু তিরমিযী হাদীসটি গরীব বলেছেন এবং মোহাদ্দেসগণও এর সনদের সমালোচনা করেছেন।

জানি—২৫৩

হযরত আব্বাস (রা)-কে বরকতের দোয়া শিক্ষা দিলেন

হাদীস : ১২৪৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, একদা রাসূল (স) আমার পিতা আব্বাস ইবনে আবদুল মোত্তালিবকে বললেন, হে আব্বাস! হে আমার চাচা! আমি কি আপনাকে দিব না, আমি কি আপনাকে দান করব না, আমি কি আপনাকে বলব না, আমি কি করব না আপনার সাথে দশটি কাজ, যখন আপনি তা করবেন, আল্লাহ আপনার জন্য হাক করে দেবেন। প্রথমে গুনাহ, শেষের গুনাহ পূরনো গুনাহ, নতুন গুনাহ, অনিচ্ছাকৃত গুনাহ, ইচ্ছাকৃত গুনাহ, ছোট গুনাহ ও বড় গুনাহ এবং গুণ গুনাহ ও প্রকাশ্য গুনাহ? আপনি চার রাকআত নামাজ পড়বেন। যখন আপনি প্রথম রাকআতে কোরআনের সূরা ফাতিহা এবং যেকোনো একটি সূরা পড়বেন, যখন আপনি প্রথম রাকআতের কোরআত শেষ করবেন, দাঁড়ানো অবস্থায় বলবেন, সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি, ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার ১৫ বার। তারপর রুকু করবেন এবং রুকু অবস্থায় উহা বলবেন দশবার। তারপর রুকু হতে মাথা উঠাবেন এবং সাবিআত্বাহ্-এর পর বলবেন দশবার, তারপর নিচের দিকে সিজদায় যাবেন এবং সিজদার তালবির পর সিজদা অবস্থায় বলবেন দশবার। তারপর সিজদা হতে মাথা উঠাবেন এবং বলবেন দশবার। তারপর সিজদায় যাবেন এবং পূর্বের ন্যায় তখন বলবেন দশবার। তারপর মাথা উঠাবেন এবং সোজা হয়ে বলবেন দশবার। সুতরাং প্রত্যেক রাকআতে এটা হলো পঁচাত্তরবার। এক্ষেপে আপনি চার রাকআতে এটা করবেন। যদি আপনি প্রতিদিন একরূপ নামাজ পড়তে পারেন, পড়বেন। যদি তা করতে না পারেন তাহলে প্রত্যেক সপ্তাহে একবার পড়বেন। যদি তাও পড়তে না পারেন, তাহলে বছরে একবার পড়বেন। আর যদি তাও পড়বে না পারেন তাহলে অন্তত জীবনে একবার পড়বেন।—(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ। আর বায়হাকী দাওয়াতে কবীরে এবং তিরমিযী আবু রাফে হতে এটার অনুরূপ।) **নয়ানমানী ও ইবনে হাজার** **হামদ বুলেছেন। তবু অধিক**

হযরত-২৫৪

কিয়ামতে নফল নামাজ যুক্ত হবে প্রমাণ বুলেছেন—২৫৪

হাদীস : ১২৪৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন বান্দার যে আমল সম্পর্কে প্রথমে হিসাব গ্রহণ করা হবে, তা হবে তার নামাজ। নামাজ যদি ঠিক হলো সে কৃতকার্য হলো এবং বেঁচে গেল। আর নামাজ যদি বিনষ্ট হলো, সে নিরাশ ও ক্ষতিগ্রস্ত হলো। যদি তার ফরজ নামাজের মধ্যে কোনো রকমের ত্রুটি ঘটে থাকে আল্লাহ তাআলা বলবেন, দেখ ফিরেশাগণ! আমার বান্দার নফল নামাজ আছে কি না? যদি থাকে তা দিয়ে তার ফরজের ক্ষতির পূরণ করা হবে। তারপর তা অপর সব আমল সম্পর্কেও একরূপ হবে।

অপর এক বর্ণনায় আছে, তারপর যাকাত সম্পর্কেও অনুরূপ করা হবে। তারপর সব আমল একে একে এ নিয়ম অনুসারে গ্রহণ করা হবে।—(আবু দাউদ। আর আহমাদ জনৈক ব্যক্তি হতে।)

নামাজের চেয়ে উত্তম কোনো আমল নেই

হাদীস : ১২৫০ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বান্দা যে দুই রাকআত নামাজ পড়ে তারচেয়ে উত্তম কোনো আমল নেই। যার প্রতি আল্লাহ তাআলা কর্পাত করতে পারেন। বান্দা যতক্ষণ নামাজে থাকে ততক্ষণ নেকি (আল্লাহর রহমত) তার মাথার ওপর ঝরতে থাকে। (নামাজ) বান্দার মুখ থেকে যা বের হয়, অর্থাৎ কোরআন, তার অনুরূপ কোনো জিনিস দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারে না।—(আহমদ ও তিরমিযী)

হযরত-২৫৫

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

সফরের নামাজ

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) জুলহোলায়ফায় আসরের দুই রাকআত নামাজ

হাদীস : ১২৫১ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) যোহরের নামাজ মদিনায় চার রাকআত পড়েছিলেন। আর আসরের নামাজ জুলহোলায়ফায় দুই রাকআত পড়েছিলেন।—(বোখারী ও মুসলিম)

মিনায় দুই রাকআত নামাজ পড়তে হয়

হাদীস : ১২৫২ ॥ হযরত হারেসা ওহব খোযায়ী (রা) বলেন, রাসূল (স) মিনায় আমাদের নিয়ে দুই রাকআত নামাজ পড়েছেন। অথচ তখন আমরা সংখ্যায় ইতোপূর্বকার সব সংখ্যা অপেক্ষা অধিক ছিলাম এবং অধিক শান্তি ও নিরাপদে ছিলাম।—(বোখারী ও মুসলিম)

বিপদের সময় কছর পড়া যায়

হাদীস : ১২৫৩ ॥ সাহাবী হযরত ইয়লা ইবনে উমাইয়া (রা) বলেন, আমি হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাবকে বললাম, ব্যাপার কি? আল্লাহ তাআলা বলেছেন, যদি তোমরা ভয় করো, কাফেররা তোমাদের কোনো বিপদে ফেলবে, তাহলে

তোমরা কছর পড়তে পার। আর এখন তো মানুষ অর্থাৎ মুসলামানরা সম্পূর্ণ নিরাপদ। তথাপি আমরা কছর পড়ি কেন? ওমর (রা) বলেন, আপনি যেকোনো আশ্চর্যবোধ করছেন, আমিও আপনার ন্যায় আশ্চর্যবোধ করতাম। একদা আমি রাসূল (স)-কে এটা জিজ্ঞেস করলাম। উত্তরে তিনি বললেন, এটা একটা দান, যা আল্লাহ তোমাদের প্রতি দান করেছেন। সুতরাং তোমরা তার দান গ্রহণ করবে।-(মুসলিম)

সফরে নামাজ কছর করতে হয়

হাদীস : ১২৫৪ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, আমরা রাসূল (স)-এর সাথে মদীনা হতে মক্কা রওনা হয়েছিলাম, দেখলাম তিনি ফরজ নামাজ দু রাকআত দু রাকআত পড়লেন, যতক্ষণ না আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলাম। এ সময় আনাসকে কেউ জিজ্ঞেস করল, আপনারা কি সেখানে কিছুদিন অপেক্ষা করেছিলেন? তিনি বললেন, দশ দিন করেছিলাম।-(বোখারী ও মুসলিম)

সফরের সময় নির্দিষ্ট না হলে নামাজ কছর হবে

হাদীস : ১২৫৫ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) একবার এক সফর করলেন এবং সেখানে উনিশ দিন অবস্থান করলেন, অথচ নামাজ পড়লেন দু রাকআত দু রাকআত। ইবনে আব্বাস বলেন, সুতরাং আমরা আমাদের এখন মদীনা ও মক্কার পথের পরিমাণ উনিশ দিন সময় নামাজ দু রাকআত দু রাকআত পড়ে থাকি। অবশ্য যখন এটা হতে অধিক অবস্থান করি তখন চার রাকআত পড়ি।-(বোখারী)

সফরে নফল নামাজ পড়তে হয় না

হাদীস : ১২৫৬ ॥ তাবেরী হযরত হাবস ইবনে আসেম বলেন, আমি মক্কার পথে ইবনে ওমরের সহচর ছিলাম। একদা তিনি আমাদের যোহরের নামাজ দু রাকআত দু রাকআত পড়ালেন। অতপর নিজের আবাসে এলেন, দেখলেন, কতক লোক দাঁড়িয়ে আছেন। জিজ্ঞেস করলেন, এরা কী করছে? আমি বললাম এরা নফল পড়ছে। তিনি বললেন, যদি সফরে নফল পড়তেই পারতাম তাহলে ফরজকেই পূর্ণ করতাম। আমি রাসূল (স)-এর সহচর ছিলাম। দেখেছি তিনি সফরে দু রাকআতের অধিক কিছু পড়েননি। হযরত আবু বকর, ওমর এবং ওসমান গণিরও আমি সহচর ছিলাম, তারাও সফরে দু রাকআতের অধিক কিছু পড়েননি।-(বোখারী ও মুসলিম)

সফরের যোহর ও আসর একত্রে পড়তে হয়

হাদীস : ১২৫৭ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) যোহর ও আসরের নামাজ একত্রে পড়তেন। যখন তিনি সফর করতে থাকতেন, একরূপ তিনি মাগরিব ও এশার নামাজ একত্রে পড়তেন।-(বোখারী)

রাসূল (স) ফরজ ব্যতীত অন্য নামাজ সওয়ারি থেকে পড়তেন

হাদীস : ১২৫৮ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) সফরে ফরজ ব্যতীত রাতের নামাজ আপন সওয়ারির ওপরে ইশারার সাথে পড়তেন। যদিকে সওয়ারি তাকে নিয়ে চলত। একরূপে তিনি বেতেরও সওয়ারির ওপরই পড়তেন।-(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) কছরও করেছেন আবার পূর্ণও করেছেন

হাদীস : ১২৫৯ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) সকল রকমই করেছেন। কছরও করেছেন এবং পূর্ণও পড়েছেন।-(শরহে সুন্নাহ) ১২৫৬-২৫৬

মুসাফিরের নফল নামাজ নেই

হাদীস-১২৬০ ॥ হযরত ইমরান ইবনে ওমর (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-এর সাথে যুদ্ধ করেছি এবং তাঁর সাথে মক্কা বিজয় অভিযানেও হাজির হয়েছি। তিনি মক্কার আঠারো রাত অবস্থান করেছিলেন। সে সময় তিনি দু রাকআত ছাড়া ফরজ নামাজ পড়তেন না। তিনি মুক্কীমদের বলে দিতেন, হে শহরবাসীগণ! তোমরা উঠে চার রাকআত পূর্ণ কর। আমরা মুসাফির।-(আবু দাউদ) ১২৫৭-২৫৭

সফরের নামাজের বিধান

হাদীস : ১২৬১ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-এর সাথে সফরে দু রাকআত যোহর পড়েছি এবং তারপর দু রাকআত সুন্নত পড়েছি। অপর এক বর্ণনায় আছে, ইবনে ওমর (রা) বলেন, হযরে ও সফরে আমি রাসূল (স)-এর সাথে নামাজ পড়েছি। হযরে পড়েছি তাঁর সাথে যোহর চার রাকআত এবং পরে সুন্নত দু রাকআত। আসর পড়েছি দু রাকআত। তারপর নবী কীরম (স) কোনো নামাজ পড়েননি। মাগরিব পড়েছেন হযরে ও সফরে সমানভাবে তিন রাকআত। এটা হযর ও সফর কোনো অবস্থাতেই বেশি বা কম হয় না তা হচ্ছে দিনের বেতের; আর উহার পর শড়েছেন সুন্নত দু রাকআত।-(তিরমিযী) ১২৬০-২৬০

সফরে দুই ওয়াক্ত নামাজ একত্রে পড়া

হাদীস : ১২৬২ ॥ হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা) বলেন, রাসূল (স) তাবুক যুদ্ধে এরূপ করতেন, যখন তার মনযিল ত্যাগের পূর্বে সূর্য চলে যেত, তখন তিনি যোহর ও আসরকে একত্রে পড়তেন। যদি তিনি সূর্য চলার পূর্বেই প্রস্থান করতেন, যোহরকে বিলম্ব করতেন, যতক্ষণ না আসরের জন্য মঞ্জিলে অবতরণ করেন। মাগরিবেও তিনি এরূপ করতেন। অর্থাৎ যখন সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে প্রস্থান করতেন। মাগরিবকে বিলম্ব করতেন, যে পর্যন্ত না তিনি এশার জন্য কোনো মঞ্জিলে অবতরণ করতেন। তারপর উভয় নামাজ একত্রে পড়তেন। -(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

উটে চলে রাসূল (স) নফল নামাজ পড়তেন

হাদীস : ১২৬৩ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন সফর করতেন এবং নফল পড়ার ইচ্ছা করতেন, নিজের উটকে কেবলামুখী করে তাকবীরে তাহরিমা বলতেন, তারপর তার সওয়ারি উট তাকে যেদিকে ফিরাত তিনি সেদিকে ফিরেই নামাজ পড়তেন। -(আবু দাউদ)

সওয়ারির ওপর নামাজ পড়া যায়

হাদীস : ১২৬৪ ॥ হযরত যাবের (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) আমাকে কোনো কাজে পাঠালেন। আমি এসে দেখি তিনি তার সওয়ারির ওপরে পূর্বদিকে ফিরে নামাজ পড়ছেন এবং সিজদাকে রুকু অপেক্ষা কিছু অধিক নিচু করছেন। -(আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মিনায় দুই রাকআত নামাজ পড়া

হাদীস : ১২৬৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বলেন, রাসূল (স) মিনায় নামাজ দুই রাকআত পড়েছেন। তারপর হযরত আবু বকর, তারপর হযরত ওমর, তারপর হযরত ওসমান (রা) ও আপন খিলাফতের প্রথমদিকে দুই রাকআতই পড়েছেন। তারপর হযরত ওসমান চার রাকআত পড়েন। পরবর্তী রাবী বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রা) যখন ইমামের সাথে ওসমানের সাথে পড়তেন, চার রাকআতই পড়তেন এবং যখন একা পড়তেন তখন দু রাকআত পড়তেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

নামাজ দুই রাকআত করে ফরয হয়েছিল

হাদীস : ১২৬৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, নামাজ দুই রাকআত করেই ফরয হয়েছিল। তারপর রাসূল (স) মদীনায হিজরত করেন। আর নামাজ চার রাকআত করে ফরয হয়, তবে সফরের নামাজ প্রথম নিয়মে দুই রাকআতই থেকে যায়।

তাবেঈ ইবনে শেহাব যুহরী (রা) বলেন, আমি আমার শায়খ ও আয়েশার ভগ্নিপুত্র ওরওয়াকে প্রশ্ন করলাম, তাহলে হযরত আয়েশা (রা) কেন সফরে চার রাকআত পড়তেন? উত্তরে ওরওয়া বলেন, তিনি এটার একটা তাবীল করতেন, যেভাবে হযরত ওসমান তাবীল কবতেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

সফরের সময় এক রাকআত পড়তে হয়

হাদীস : ১২৬৭ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদের রাসূল (স)-এর মাধ্যমে হাজরে নামাজ চার রাকআতই ফরয করেছেন এবং সফরে দুই রাকআত। আর সন্ত্রাসের সময় এক এক রাকআত। -(মুসলিম)

সফরে বেতের নামাজ পড়া যায়

হাদীস : ১২৬৮ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) সফরের নামাজ দু রাকআত পড়ার নিয়ম প্রবর্তন করেছেন এবং এ দু রাকআত হইল সফরের পূর্ব নামাজ কসর নহে। এ ছাড়া সফরে বেতের পড়াও রাসূল (স)-এর নিয়ম। -(ইবনে মাজাহ) **যঈহ - ২৫৯**

৪৮ মাইল দূরত্বে নামাজ কছর হয়

হাদীস : ১২৬৯ ॥ ইমাম মালেকের কাছে এ কথা পৌছেছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) মক্কা ও তায়েফের মধ্যকার ব্যবধানে, মক্কা ও উসফানের ব্যবধানে এবং মক্কা ও জিদ্দার ব্যবধানে নামাজ কছর পড়তেন। ইমাম মালিক বলেন, এটা চার ডাক পরিমাণ প্রায় ৪৮ মাইল। -(মুয়াত্তা) **যঈহ - ২৬০**

সফরে নফল নামাজ পড়তে হয় না

হাদীস : ১২৭০ ॥ হযরত বারা (রা) বলেন, আমি ১৮টি সফরে রাসূল (স)-এর সঙ্গী ছিলাম। কোনো সফরেই আমি তাকে সূর্য চলে যাওয়ার পর এবং যোহরের পূর্বে দু রাকআত নফল নামাজ ছেড়ে দিতে দেখিনি। -(আবু দাউদ ও তিরমিযী। কিন্তু তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরিব) **যঈহ - ২৬১**

সফরে নফল নামাজ পড়া নিষেধ নেই

হাদীস : ১২৭১ ॥ তাবেরী নাফে বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) তার পুত্র ওবায়দুল্লাহকে সফরে নফল নামাজ পড়তে দেখতেন, কিন্তু তাকে বাধা দিতেন না।-(মালিক)

১২৭১ - ২৬২

চতুর্বিংশ অধ্যায়

জুমআবারের ফজিলত

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইহুদীরা শনিবার পবিত্র মনে করে

হাদীস : ১২৭২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমরা দুনিয়াতে আগমনের পরবর্তীরাই আখিরাতে অগ্রবর্তী। পার্থক্য হলো, তারা আমাদের পূর্বে আল্লাহর কিতাব লাভ করেছে, আর আমরা তাদের পরে লাভ করেছি। তারপর জেনে রাখবে যে, এটাই তাদের ইহুদী নাসারাদের বার, যা তাদের প্রতি নির্ধারিত করা হয়েছিল। অর্থাৎ জুমআবার কিন্তু তারা সে সম্পর্কে মতভেদ করল আর আল্লাহ আমাদের সঠিক সন্ধান দিলেন। অতএব এ ব্যাপারে লোক আমাদের পেছনে হলো। ইহুদীরা পরের দিন শনিবারকে এবং নাসারারা তার পরের দিন রবিবারকেই গ্রহণ করল।-(বোখারী ও মুসলিম)

কিন্তু মুসলিমের এক বর্ণনায় আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) এরূপ বলেছিলেন। কিয়ামতের দিন আমরা পরবর্তীরাই প্রথম হব। অর্থাৎ যারা বেহেশতে গমন করবে তাদের মধ্যে আমরাই প্রথম হব। তারপর আবু হুরায়রা পার্থক্য হলো, বাক্য হতে শেষ পর্যন্ত পূর্বক বর্ণনা করেন।

মুসলিমের অপর বর্ণনায় আবু হুরায়রা ও হুজায়ফা (রা) হতে বর্ণিত আছে, তারা বলেছেন, হাদিসের শেষ দিকে রাসূল (স) বলেছেন, দুনিয়ার অধিবাসীদের মধ্যে আমরা পরবর্তী আর কিয়ামতের দিনে প্রথম যাদের জন্য হিসাব-কিতাব ও বেহেশতে প্রবেশের আদেশ সমস্ত সৃষ্টির পূর্বে দেওয়া হবে।

জুময়ার দিন হলো উত্তম দিন

হাদীস : ১২৭৩ ॥ হযরত হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এমন সকল দিন অপেক্ষা যাতে সূর্য উদ্ভিত হয়। জুময়ার দিনই হলো উত্তম দিন। জুময়ার দিনে হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে। উহাতে তাকে বেহেশতে দাখিল করা হয়েছে। এবং ওই দিনই তাকে সেখান থেকে বের করা হয়েছে। আর জুময়ার দিন ব্যতীত কিয়ামত কায়ম হবে না।-(মুসলিম)

জুময়ার দিনে সোজা কবুল হয়

হাদীস : ১২৭৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, বনী করীম (স) বলেছেন, জুময়ার দিনে এমন একটি সময় রয়েছে, যদি কোনো মুমিন বান্দা তা পায় এবং তখন আল্লাহর কাছে কোনো মঙ্গল প্রার্থনা করে, আল্লাহ নিশ্চয় তাকে তা দান করেন।-(বোখারী ও মুসলিম)

কিন্তু মুসলিম এটা অধিক বর্ণনা করেছেন, রাসূল (স) এটাও বলেছেন, এটা অতি অল্প সময়। বোখারী ও মুসলিম উভয়ের অপর বর্ণনায় আছে, রাসূল (স) বলেছেন, জুময়ার দিন এমন একটি সময় রয়েছে, যদি কোনো মুসলমান নামাজ পড়া অবস্থায় সে সময় পায় এবং আল্লাহর কাছে কোনো মঙ্গল প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাকে নিশ্চয় তা দান করেন।

জুময়ার দিনে একটি মুহুর্তে দোয়া কবুল হয়

হাদীস : ১২৭৫ ॥ হযরত আবু বুরদা ইবনে আবু মুসা (রা) বলেন, আমি আমার পিতা আবু মুসাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি শুনেছি রাসূল (স) জুমআর দিনের সে সময়টি সম্পর্কে বলেছেন, ইমামের (মিঘরে) বসা হতে নামাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়।-(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জুময়ার দিনে হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টির কারণ

হাদীস : ১২৭৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি একবার (শামের) সিনাই পর্বতের দিকে সফরে বের হলাম। সেখানে তাবেরী কাব আইহার-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো। আমি তার কাছে বসলাম। তিনি আমাকে তাওরাত গ্রন্থ হতে কিছু বলতে লাগলেন। আর আমি তাকে রাসূল (স)-এর কিছু হাদীস শোনালাম। আমি তাকে যা

তনিয়েছিলাম তার মধ্যে এটাও ছিল যে, আমি বললাম, রাসূল (স) বলেছেন, এমন সকল দিন অপেক্ষা রাতে সূর্য উদিত হয়, জুময়ার দিনই উত্তম। সেই দিনই আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে। সেই দিনই অবতীর্ণকরা হয়েছে। সেই দিন তার তওবা কবুল করা হয়েছে, আর সেই দিনই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন এবং সেই দিনই কিয়ামত কায়েম হবে। কিয়ামত কায়েম হওয়ার ভয়ে জুময়ার বারে উষার প্রারম্ভ হতে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত সকল প্রাণীই চিংকার করতে থাকে, জিন ও মানুষ ছাড়া। জুময়ার দিনে এমন একটি সময় রয়েছে, যদি তাকে কোনো মুসলমান বান্দা পায় নামাজ পড়া অবস্থায় এবং আল্লাহর কাছে কিছু প্রার্থনা করে, আল্লাহ নিশ্চয়ই উহা তাকে দান করেন। এটা শুনে কাব বললেন, এ সময়টা বছরে এক জুময়া মাত্র। আমি বললাম, রাসূল (স) সত্য বলেছেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, তারপর আমি আবদুল্লাহ ইবনে সালাম সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাকে কাব আহবারের সাথে আমার বৈঠক এবং তাকে জুময়ার দিন সম্পর্কে যা বলেছে তা বললাম। আমি বললাম, কাব বলেছেন এটা বছরে একবার মাত্র। এ কথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) বললেন, কাব মিথ্যা বলেছেন। আমি বললাম, কাব তাওরাত পাঠ করে বললেন, হ্যাঁ, উহা প্রত্যেক জুমআবারেই। এবার আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) বলেন, কাব সত্য বলেছেন। তারপর আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) বললেন, আমি নিশ্চয় করে জানি সেটা কোন সময়। আবু হুরায়রা বলেন, আমি বললাম, মেহেরবানী করে আমাকে উহা বলুন এবং আমার সাথে কার্পণ্য করবেন না। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) বলেন, তাহলো জুমআবারের সর্বশেষ সময়। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি বললাম, জুমআ বারের শেষ সময় কি করে হতে পারে? কারণ রাসূল (স) বলেছেন, যদি কোনো মুসলমান বান্দা তা পায় নামাজ পড়া অবস্থায় অথচ আসরের পর নামাজ পড়া মাকরুহ। এটা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) বললেন,, রাসূল (স) কি এ কথাও বলেননি যে, যে ব্যক্তি নামাজের অপেক্ষায় বসে থাকে সে নামাজেই থাকে, যতক্ষণ না সে ওই নামাজ পড়ে? আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ। পড়তে থাকা অর্থে নামাজের অপেক্ষায় বসে থাকে সে নামাজেই থাকে, যে পর্যন্ত না সে ওই নামাজ পড়ে? আবদুল্লাহ বললেন, এখানে নামাজ পড়তে থাকা অর্থে নামাজের অপেক্ষায় থাকাকেই বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ আসর পড়ে মাগরিবের অপেক্ষায় বসে থাকা।—(মালিক, আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসাই)

কিন্তু আহমদ কাব সত্য বলেছেন পর্যন্ত।

আসরের পর থেকে সূর্যোস্তের পূর্বে দোয়া কবুল হয়

হাদীস : ১২৭৭ ৥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, জুমআবারের সে সময়সয়টিকে, যাতে দোয়া কবুলের আশা করা যায়, আসরের পর হতে সূর্যোস্তের মধ্যে তালাশ কর।—(তিরমিযী)

জুমআর দিনেই হযরত আদম (আ)-এর মৃত্যু হয়েছে

হাদীস : ১২৭৮ ৥ হযরত আওস ইবনে আওস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের সকল দিন অপেক্ষা জুমআর দিনটিই হলো শ্রেষ্ঠ। এ দিন হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ দিনই পুনর্জীবিত করার জন্য দ্বিতীয়বার শিলায় ফুৎকার দেওয়া হবে। সুতরাং ওই দিন আমার উপর বেশি করে দরূপ পাঠ করবে। কেননা, তোমাদের দরূদ নিশ্চয় আমার কাছে উপস্থিত করা হবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূল্লাহ! আমাদের দরূদ আপনার কাছে কেমন করে উপস্থিত করা হবে, অথচ আপনি তখন মাটি হয়ে যাবেন? রাসূল (স) উত্তর করলেন, নবীদের শরীর আল্লাহ তাআলা জমিদের প্রতি হারাম করে দিয়েছেন, জমিন উহা ক্ষয় করতে পারে না।—(আবু দাউদ, নাসাই, ইবনে মাজাহ ও দারেমী এবং বায়হাকী দাআওয়াতে কবীরে।)

জুমআর দিনে কমা চাইলে আল্লাহ কমা করেন

হাদীস : ১২৭৯ ৥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রতিশ্রুত দিবস, মাসহুদ দিবস ও সাহেদ দিবস যথাক্রমে কিয়ামতের দিবস, আরাফার দিবস এবং জুমআর দিবস। সূর্য উদিত হয় না এবং অস্ত যায় না জুমআর দিবস অপেক্ষা কোনো উত্তম দিবসে। এ দিন এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, যদি ঠিক সেই মুহূর্তকে কোনো মুমিন পায় এবং আল্লাহর কাছে কোনো কল্যাণ কামনা করে, আল্লাহ তাকে নিশ্চয়ই পানাহ দেন।—(আহমদ ও তিরমিযী)

কিন্তু তিরমিযী বলেন, হাসিদটি গরিব। মূসা ইবনে আবায়দা ছাড়া আর কেউ বর্ণনা করেননি। আর তাকে জরীফ বলা হয়ে থাকে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জুমআর দিন সকল দিনের সর্দার

হাদীস : ১২৮০ ৥ হযরত আবু লুবা বা ইবনে আবদুল মুত্তের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, জুমআর দিন সকল দিনের সর্দার দিন এবং সকল দিন অপেক্ষা আল্লাহর কাছে অধিক সম্মানিত দিন। এ দিন কুরবানীর দিন ও ঈদুল

ফিতরের দিন অপেক্ষাও আল্লাহর কাছে অধিক সম্মানিত। এ দিনে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। এ দিন আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করেছেন, তাকে জমিনে প্রেরণ করেছেন এবং তাকে মৃত্যু দান করা হয়েছে। এ দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, যদি কোনো বান্দা সে মুহূর্তে আল্লাহর কাছে কিছু যাওয়া করে তিনি তাকে নিশ্চয়ই তা দান কনের, যে পর্যন্ত না সে হারাম কিছু যাওয়া করে এ সেদিনই কিয়ামত কায়াম হবে। এমন কোনো সম্মানিত ফেরেশতা নেই, আসমান নেই, জমিন নেই, বাতাস নেই, পাহাড় নেই ও সমুদ্র নেই, যে জুমুআর দিন সম্পর্কে ভীত নহে।—(ইবনে মাজাহ)

কিন্তু ইমাম আহমদ সাদ ইবনে মুয়াজ্জ এরূপ বর্ণনা করেছেন। একদা আনসারীদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি এসে রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল (স)! জুমুআর দিন সম্পর্কে আমাদের কিছু বলুন। এ দিন কী কল্যাণ রয়েছে? উত্তরে রাসূল (স) বলেছেন, এ দিনে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। শেষ পর্যন্ত। **যহু-২৬৬**

জুমুআর অর্থ একত্রে সমাবেশ

হাদীস : ১২৮১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! জুমুআর দিনকে জুমুআর দিন কেন বলা হয়? উত্তর করলেন, কেননা, সে দিন তোমার পিতা আদম (আ)-এর কাদামাটি একত্র করা হয়েছে। এদিন বিশ্বের ধ্বংস সাধন ও জীবকূলকে পুনরায় গঠানো হবে। এ দিনেই কাকেরদের কঠোরভাবে পাকড়াও করা হবে এবং এ দিনের শেষ তিন মুহূর্তের মধ্যে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, যদি কেউ তখন আল্লাহকে ডাকে, আল্লাহ তার ডাকে সাড়া দেন।—(আহমদ) **যহু-২৬৪**

জুমুআর দিন বেশি করে দরুদ পাঠ করবে

হাদীস : ১২৮২ ॥ হযরত আবুদুদদা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, জুমুআর দিন আমার প্রতি বেশি করে দরুদ পাঠ করবে। কেননা, জুমুআর দিন হাজিরার দিন, এ দিনে ফেরেশতারা আল্লাহর বিশেষ রহমত নিয়ে হাজির হয়ে থাকেন। তোমাদের যে কেউ যেকোনো দিন আমার প্রতি দরুদ পাঠ করবে, নিশ্চয় সে দরুদ আমার কাছে পেশ করা হবে, যে পর্যন্ত না সে অবসর গ্রহণ করবে। রাবী বলেন, আমি বললাম মৃত্যুর পরেও কী? রাসূল (স) বললেন, মৃত্যুর পরেও। কেননা, আল্লাহ তাআলা নবীদের শরীর খাওয়াকে মাটির প্রতি হারাম করে দিয়েছেন। সুতরাং সেখানে আল্লাহর নবী জিন্দা, তাকে রিজিক দেওয়া হচ্ছে।—(ইবনে মাজাহ)

জুমুআর রাতে মারা গেলে বেহেশতী

হাদীস : ১২৮৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোনো মুসলমান যদি জুমুআর দিনে অথবা জুমুআর রাতে মারা যায়, আল্লাহ তআলার নিশ্চয়ই তাকে কবরের ফেতনা হতে রক্ষা করেন।—(আহমদ ও তিরমিযী)

কিন্তু তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব, উপরন্তু তার সনদও মোত্তাসিল নয়; রবং মোনাকাতে।

জুমুআর দিনের অনেক ফযিলত

হাদীস : ১২৮৪ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি একদিন 'অদ্য আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনে পূর্ণ করলাম' এ আয়াতটি শেষ পর্যন্ত পাঠ করলেন, তখন তার কাছে এক ইহুদী ছিল, সে বলে উঠল, যদি এ আয়াত আমাদের উপর অবতীর্ণ হতো আমরা এ আয়াতের অবতীর্ণের দিনকে ঈদ বলে ঘোষণা করতাম। এটা শুনে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এটা আমাদের উপর সেই দিন অবতীর্ণ হয়েছে, যে দিন এক সঙ্গে দুই ঈদ হয়েছিল জুমুআর দিন এবং আরাফার অর্থাৎ হজ্জের দিন।—(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন হাদীসটি হাসান গরীব)

জুমুআর দিন একটি উত্তম দিন

হাদীস : ১২৮৫ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, যখন রজব আসত, রাসূল (স) বলতেন, হে আল্লাহ! আপনি আমাদের জন্য রজব ও শাবান মাসে বরকত দান করুন এবং আমাদের রমজান পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখুন। রাবী বলেন, তিনি আরো বলতেন, জুমুআর রাত একটি উজ্জ্বল রাত এবং জুমুআর দিন একটি উজ্জ্বল দিন।—(বায়হাকী দাওয়াতুল কবীরে)

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

জুমুআর নামাজ ফরয

প্রথম পরিচ্ছেদ

যারা জুমুআর নামাজ পড়ে না তারা অভিশপ্ত

হাদীস : ১২৬৬ ॥ হযরত ইবনে ওমর ও আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমরা রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি মিথরে কাঠের উপর দাঁড়িয়ে বলেছেন, লোক হয়তো জুমুআর নামাজ তরক করা হতে বিরত থাকবে, না হয় আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরের উপর মোহর অংকিত করে দেবেন। তারপর তারা নিশ্চয় গাফেলদের অন্তর্গত হয়ে যাবে।—(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরপর তিন জুমুআ ছেড়ে দিলে অন্তরে মোহর মারা হয়

হাদীস : ১২৮৭ ॥ হযরত আবুল জাদ যুমায়রী বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি অবহেলাবশত পরপর তিন জুমুআর নামাজ ছেড়ে দিয়েছে, আল্লাহ তাআলা তার অন্তরের উপর মোহর অংকিত করে দিয়েছেন।—(আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

কিন্তু মালিক এটা সাহাবী সাফওয়ান ইবনে সুলাইম এবং ইমাম আহমদ তাবেরী আবু কাতাদা থেকে বর্ণনা করেছেন।

জুমার নামাজ ছাড়লে সাদকা দিতে হয়

হাদীস : ১২৮৮ ॥ হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে বিনা ওজরে জুমুআর নামাজ ছেড়েছে, সে যেন এক দীনার দান করে। যদি তাতে সমর্থ না হয় তবে অর্ধ দীনার।—(আহমদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

আজান শুনে জুমার নামাজ পড়তে হবে ১২৮৯-২৬৬

হাদীস : ১২৮৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যে আজান শুনেছে তার প্রতি জুমুআ ফরয।—(আবু দাউদ) ১২৯০-২৬৭

জুমুআর নামাজ প্রত্যেকের প্রতি ফরয

হাদীস : ১২৯০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, জুমুআর নামাজ তার উপর ফরয, যে রাতে আপন বাড়িতে পৌঁছতে পারে অর্থাৎ যে ব্যক্তি মুসাফির নয়।

১২৯১-২৬৮ (তিরমিযী, তিনি বলেছেন, এটার সনদ যঈফ)

স্ত্রী লোক, ক্রীতদাসের প্রতি জুমুআ ফরয নয়

হাদীস : ১২৯১ ॥ হযরত তারেক ইবনে শেহাব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, জুমুআর নামাজ ফরয প্রত্যেক মুসলমানের উপর জামাআতের সাথে। কিন্তু চার ব্যক্তি বাদ। ক্রীতদাস, স্ত্রীলোক, নাবালগ ছেলে এবং রোগী। আবু দাউদ, কিন্তু শহরহে সুন্যাহর মাসাবীহের শব্দে তারেকের স্থলে বনী ওয়ায়েলের এক ব্যক্তি রয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জুমুআর নামাজ না পড়লে কি করা উচিত

হাদীস : ১২৯২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) একদল লোক সম্পর্কে বলেছেন, যারা জুমুআর নামাজ হতে সরে থাকত আমি নিশ্চিতরূপে ইচ্ছা করেছি যে, আমি কাউকে আদেশ করি, সে আমার স্থলে লোকদের ইমামতি করবে আর আমি গিয়ে সে সব লোকের ঘরে আগুন ধরিয়ে দিব, যারা জুমুআর নামাজ হতে সরে থাকে।—(মুসলিম)

জুমুআর নামাজ না পড়লে সে মুনাফিক

হাদীস : ১২৯৩ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া জুমুআর নামাজ তরক করেছে, যে আল্লাহর কাছে মুনাফিক বলে লেখা হয়েছে এমন কিতাবে, যার লিখা মুছে ফেলা যায় না এবং পরিবর্তন করাও হয় না। অপর বর্ণনায় আছে, তিনবার তরক করেছে।—(শাফেঈ) ১২৯৪-২৬৯

পরকালে বিশ্বাস করলে জুমুআর নামাজ পড়তে হবে

হাদীস : ১২৯৪ ॥ হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে তার ওপর জুমুআর দিনে জুমুআর নামাজ ফরয। রোগী, মুসাফির, স্ত্রী লোক, বালক, উন্মাদ ও কৃতদাস ছাড়া। যে ব্যক্তি খেলাধুলা ও ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে জুমুআর নামাজ হতে বিমুখ থাকবে আল্লাহ তাআলাও তার দিক হতে বিমুখ থাকবেন। আল্লাহ হলেন অমুখাপেক্ষী ও প্রশংসিত।—(দারা কুতনী) ১২৯৫-২৭০

ষড়বিংশ অধ্যায়

পরিচ্ছন্নতা লাভ করা এবং সকাল সকাল মসজিদে যাওয়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

জুমুআর দিনে গোসল করতে হয়

হাদীস : ১২৯৫ ॥ হযরত সালমান (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমুআর দিনে গোসল করবে এবং সাধ্যানুযায়ী উত্তমরূপে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা লাভ করবে, তারপর নিজের সক্ষিত তৈল হতে নিজের শরীরে কিছু তৈল

মাঝবে অথবা ঘরে খোশবু থাকলে খোশবু ব্যবহার করবে, তারপর মসজিদে রওনা হবে এবং দুই ব্যক্তির মধ্যে ফাঁক করবে না, তারপর যা তার পক্ষে সম্ভব নফল সুন্নত নামাজ পড়বে, তারপর ইমাম যখন খোতবা দিতে থাকেন চুপ করে তুলবে, নিশ্চয় তার জুমআ ও পূর্ববর্তী জুমআর মধ্যকার সমস্ত গোনাহ মাফ করা হবে।-(বোখারী)

গোসল করে জুমার নামাজ পড়লে গোনাহ মাফ হয়

হাদীস : ১২৯৬ ৷ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি গোসল করবে, তারপর জুমআয় যাবে এবং তার পক্ষে যা সম্ভব নফল নামাজ পড়বে, তারপর যখন ইমাম খোতবা আরম্ভ করবেন চুপ করে থাকবে যে পর্যন্ত না ইমাম খোতবা শেষ করেন। তারপর ইমামের সাথে জুমআর নামাজ পড়বে। তার এ জুমআ ও পূর্ববর্তী জুমআর মধ্যকার গোনাহসমূহ মাফ করা হবে। অধিকন্তু আরও তিন দিনের।-(মুসলিম)

জুমআর নামাজের খোতবা চুপ করে শুনেও হয়

হাদীস : ১২৯৭ ৷ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে অথু করবে এবং উত্তমরূপে সম্পন্ন করবে, তারপর জুমআতে যাবে এবং চুপ করে খোতবা শুনে, তার এ জুমআ হতে ঐ জুমআ পর্যন্ত গোনাহসমূহ ক্ষমা করা হবে, অধিকন্তু আরও তিন দিনের। যে ব্যক্তি খোতবার সময় ককর বালি নাড়ল সে অনর্থক কাজ করল চুপ রইল না।-(মুসলিম)

জুমআর দিনে ফেরেশতাগণ আশীর্বাদ করেন

হাদীস : ১২৯৮ ৷ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন জুমআর দিন আসে, ফেরেশতাগণ মসজিদের দরজায় এসে দাঁড়ায় এবং যার পূর্বে যে আসে তা লিখতে থাকেন। যে ব্যক্তি খুব সকালে আসে তার উদাহরণ হচ্ছে, যে মক্কায় কোরবানী করার জন্য একটি উট পাঠায়। তারপর যে আসে তার উদাহরণ, যে একটি গরু পাঠায়। তারপর আগমনকারী একটি দুধা, তারপর আগমনকারী একটি মুরগি, তারপর আগমনকারী যেমন একটি ডিম পাঠাল। যখন ইমাম খোতবার জন্য বের হন, ফেরেশতাগণ তাদের কাগজ ভাঁজ করে লন এবং খোতবা শুনেও আরম্ভ করেন।-(বোখারী ও মুসলিম)

জুমআর খুতবার কথা বলতে নেই

হাদীস : ১২৯৯ ৷ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, জুমআর দিন ইমামের খোতবা দানকালে যখন তুমি তোমার সঙ্গীকে বললে চুপ কর, তখন তুমি অনর্থ কথাই বললে। কারণ, এটা তোমার চুপ থাকার বিপরীত হলো।-(বোখারী ও মুসলিম)

মসজিদে গিয়ে একজনকে উঠিয়ে সেখানে বসা উচিত নয়

হাদীস : ১৩০০ ৷ হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন আপন কোন মুসলমান ভাইকে জুমআর দিন তার জায়গা হতে উঠিয়ে না দেয়। তারপর সেখানে নিজে বসে। বরং বলবে, একটু সরুন।-(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জুমআর দিনে উত্তম পোশাক পড়তে হয়

হাদীস : ১৩০১ ৷ হযরত আবু সারীদ খুদরী ও আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমআর দিন গোসল করে এবং নিজের উত্তম পোশাক পরিধান করে এবং সুগন্ধি লাগায় যদি তার কাছে থাকে, তারপর জুমআয় যায় এবং সামনে যাবার জন্য মানুষের ঘাড়ের উপর লাফ দেয় না। তারপর তার পক্ষে যা সম্ভব নফল পড়ে এবং যখন ইমাম খোতবার জন্য বের হন, নীরব বসে থাকে যতক্ষণ না তিনি আপন নামাজ হতে অবসর গ্রহণ করেন। এটা তার জুমআ ও পূর্ব জুমআর মধ্যে যা ছিল উহার জন্য কাফফারাম্বরূপ হবে।-(আবু দাউদ)

নিয়মমতো জুমার নামাজ আদায় করলে অকুর্ত সওয়াব আছে

হাদীস : ১৩০২ ৷ হযরত আওস ইবনে আওস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমআর দিনে জামা কাপড় ধুবে ও গোসল করবে, তারপর সকাল সকাল প্রস্তুত হবে ও সকালে মসজিদে যাবে এবং সওয়ার না হয়ে পায়ে হেঁটে যাবে আর মসজিদে গিয়ে ইমামের নিকটে বসবে, তারপর চুপ করে তার খোতবা শুনবে এবং অনর্থক কিছু করবে না, তার প্রত্যেক কদমে তার এক বছরের আমলের সওয়াব হবে। অর্থাৎ এক বছরের দিনে রোজা ও রাতে নামাজের সওয়াব হবে।-(তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ)

জুম্মার নামাজের জন্য পৃথক কাপড় রাখতে হয়

হাদীস : ১৩০৩ । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কারো পক্ষে এটা আপত্তির বিষয় নয় যে, যদি তার সামর্থ্য থাকে জুম্মার দিনের জন্য এক জোড়া পৃথক কাপড় রাখবে কাজের কাপড় ছাড়া।—(ইবনে মাজাহ। ইমাম মালিক ইয়াহয়া ইবনে সায়ী আনসারী তাবেরী হতে)

জুম্মার নামাজে ইমামের কাছে থাকা ভালো

হাদীস : ১৩০৪ । হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রথম হতেই খোতবায় উপস্থিত হবে এবং ইমামের নিকটে বসবে। কেননা, মানুষ বরাবর উত্তম কাজ হতে পেছনে সরতে থাকে, ফলে বেহেশত দানেও তাকে পেছনে করা হয়, যদিও সে বেহেশতে যাবে।—(আবু দাউদ)

মসজিদে যেখানে জায়গা পাওয়া যায় সেখানে বসবে

হাদীস : ১৩০৫ । হযরত মুআয ইবনে আনাস জুহানী তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, রাসূল (স) বলেছেন, জুম্মার দিনে যে ব্যক্তি শোকের ঘাড়ে লাফিয়ে সামনে যাওয়ার চেষ্টা করে, কিয়ামতের দিন তাকে জাহান্নামের পুনশ্চরুপ করা হবে। হাদীসটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন, এবং বলেছেন যে এটা গরীব।

খোতবার সময় দুই পায়ে নালি রাখা উচিত নয়

হাদীস : ১৩০৬ । হযরত মুআয ইবনে আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন জুম্মার দিনে ইমামের কোতবাকালে দুই হাত দ্বারা নালি জড়িয়ে ধরে বসতে।—(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

জুম্মার নামাজে খিমুদী এলে সরে যেতে হয়

হাদীস : ১৩০৭ । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, জুম্মার সময় তোমাদের কেউ যখন তন্দ্রায় অভিভূত হয়, তখন সে যেন নিজের স্থান হতে সরে যায়।—(তিরমিযী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ**মসজিদে কেউ বসলে তাকে উঠানোর হুকুম কী**

হাদীস : ১৩০৮ । তাবেরী হযরত নাফে (রা) বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরকে বলতে শুনেছি, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন কেউ যেন অপর কাউকে তার স্থান হতে উঠিয়ে না দেয় এবং নিজে সেখানে বসে। নাফেকে প্রশ্ন করা হলো, এটা কি শুধু জুম্মার দিনের জন্যই? তিনি উত্তর করলেন, জুম্মার দিন এবং তদ্ব্যতীতও।—(বোখারী ও মুসলিম)

সঠিকভাবে জুম্মার নামাজ পড়লে তার সগীরা ও নাহ কমা হয়

হাদীস : ১৩০৯ । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তিন রকমের লোক জুম্মায় হাজির হয়। এক রকমের লোক যারা অনর্থের সাথে হাজির হয়, জুম্মার দ্বারা তাদের এটাই লাভ হয়। দ্বিতীয় প্রকারের লোক যারা কিছু প্রার্থনার সাথে হাজির হয়। এরা এমন লোক, যারা আল্লাহর কাছে নিজেদের মাকসুদ প্রার্থনা করে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের তা দান করতে পারেন। আর ইচ্ছা করলে নাও করতে পারেন। তৃতীয় প্রকার লোক যারা সম্পূর্ণ খামুদী ও নীরবতার সাথে জুম্মাতে হাজির হয় এবং সামনে যাওয়ার জন্য কোনো মুসলমানের ঘাড়ে লাফ দেয় না এবং কাউকেও কোনো প্রকার কষ্ট দেয় না। এদের জুম্মাই এই জুম্মা হতে পরবর্তী জুম্মা পর্যন্ত সময়ের সমস্ত সগীরা ও নাহের জন্য কাফকারা হবে এবং অতিরিক্ত আরো তিন দিনের, আর এটা এ কারণেই যে, আল্লাহ তাআলা বলেন, যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজ করবে তার

জন্য দশ গুণ প্রতিফল রয়েছে।—(আবু দাউদ)

খোতবার সময় কথা বলা উচিত নয়

হাদীস : ১৩১০ । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি জুম্মার দিনে ইমামের খোতবা দানকালে কথা বলে, সে হলো গাধার ন্যায়, যে বোঝা উঠায় অথচ এর কোনো ফল ভোগ করতে পারে না এবং যে তাকে বলে চুপ কর তার জন্যও জুম্মা নেই।—(আহমদ) ৫২২০—২৭৩

জুম্মার দিন ইদশ্বরুপ

হাদীস : ১৩১১ । তাবেরী ও বারই ইবনে সাক্বাক (রা) বলেন, রাসূল (স) এক জুম্মার দিনে বলেছেন, হে মুসলমানগণ! এটা এমন একটি দিন, যাকে আল্লাহ তাআলা ইদশ্বরুপ করেছেন। সুতরাং তোমরা এদিন গোসল করবে এবং যার কাছে কোনো সুগন্ধি আছে সে এটা গ্রহণ করলে তার কোনো ক্ষতি হবে না অর্থাৎ করা উচিত। আর তোমরা নিশ্চয়ই মেসওয়াক করবে।—(মালিক মেরসালরুপে, ইবনে মাজাহ ও বারই হতে এবং তিনি ইবনে আব্বাস হতে মোস্তাসিলরুপে।)

জুমার দিনে সুগন্ধি ব্যবহার করতে হয়

হাদীস : ১৩১২ ॥ হযরত বারী ইবনে আয়েব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মুসলমানের কর্তব্য, তারা যেন জুমার দিনে গোসল করে এবং তাদের প্রত্যেকে যেন আপন পরিবারে কোনো সুগন্ধি থাকলে তা গ্রহণ করে। অবশ্য সুগন্ধি না পেলে তার পক্ষে গোসলের পানিই সুগন্ধি।-(আহমদ ও তিরমিযী। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।)

২৭২ - ২৭২

সপ্তবিংশ অধ্যায়

খোতবা ও নামাজ

প্রথম পরিচ্ছেদ

সূর্য ঢলে পড়লে জুমআর নামাজ পড়তে হয়

হাদীস : ১৩১৩ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) জুমআর নামাজ পড়তেন যখন সূর্য ঢলে পড়ত।-(বোখারী)

জুমআর পূর্বে বিশ্রাম নেওয়া উচিত নয়

হাদীস : ১৩১৪ ॥ হযরত সাহল ইবনে সাদ (রা) বলেন, আমরা দুপুরের খানা খেতাম না এবং বিশ্রামও গ্রহণ করতাম না জুমআর পরে ব্যতীত।-(বোখারী ও মুসলিম)

শীতের দিনে জুমআর নামায সকাল সকাল পড়তে হয়

হাদীস : ১৩১৫ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, যখন শীতের প্রকোপ বাড়ত, রাসূল (স) জুমআর নামায সকালে সকালে পড়তেন আর যখন গরমের প্রকোপ বৃদ্ধি পেত বিলম্ব করে পড়তেন।-(বোখারী)

হযরত ওসমান (রা) জুমআর তৃতীয় আযান দিতেন

হাদীস : ১৩১৬ ॥ হযরত সায়েব ইবনে ইয়াজীদ (রা) বলেন, রাসূল (স) এবং আবু বকর ও ওমরের যমানায় জুমআর দিনে প্রথম আজান হতো, যখন ইমাম মিম্বরে বসতেন। হযরত ওসমান (রা) যখন খলীফা হলেন এবং লোকের সংখ্যা বেড়ে গেল, তখন তিনি যাওয়ার উপর তৃতীয় আজান বাড়িয়ে দিলেন।-(বোখারী)

দুই খোতবার মধ্যে বসতে হয়

হাদীস : ১৩১৭ ॥ হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রা) বলেন, রাসূল (স) দুটি খোতবা দান করতেন এবং উভয় খোতবার মধ্যস্থলে বসতেন। তিনি কিছু কোরআন পাঠ করতেন এবং লোকদের উপদেশ দিতেন। সুতরাং তার নামাজ ছিল মধ্যম এবং খোতবাবো ছিল মধ্যম।-(মুসলিম)

খোতবা সংক্ষিপ্ত করতে হয়

হাদীস : ১৩১৮ ॥ হযরত আম্মার (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, কোনো ব্যক্তির নামাজের দীর্ঘতা এবং খোতবার সংক্ষিপ্ততা তার শরীয়তে সুস্থ জ্ঞানেরই পরিচায়ক। সুতরাং তোমরা নামাজকে দীর্ঘ করবে এবং খোতবাকে সংক্ষেপ করবে। নিশ্চয়ই কোনো কোনো বজ্রতা, খোতবা জাদুশ্রবণ।-(মুসলিম)

রাসূল (স) খোতবার সময় রাগাশ্রিত হতেন

হাদীস : ১৩১৯ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন খোতবা দান করতেন, তার দুচোখ লাল হয়ে যেত, স্বর উচ্চ হয়ে যেত এবং রাগ চরমে পৌছত, যাতে মনে হতো যে, তিনি যেন শত্রু সৈন্যের আকস্মিক আক্রমণ হতে নিজের জাতিকে সতর্ক করছেন এবং বলছেন, এ ডোরে শত্রু সৈন্য তোমাদের আক্রমণ করল। এ সন্ধ্যায় তোমাদের আক্রমণ করল! সাবধান! তিনি আরো বলতেন, আমি প্রেরিত হয়েছি কিয়ামতের অতি নিকটে, যখা এ দুই আঙুলি। এ সময় তিনি তর্জনী ও মাধ্যমাকে একত্র করে দেখালেন।-(মুসলিম)

খোতবায় বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করা যায়

হাদীস : ১৩২০ ॥ হযরত ইয়ালা ইবনে উমাইয়া (রা) বলেন, আমি রাসূল (স) কে মিম্বরে উঠে এ আয়াত পাঠ করতে শুনেছি, দোযখীরা দোযখের দারোগাকে ডেকে বলবে, হে মালিক! তুমি বল তোমার আদ্বাহ যেন আমাদের মউত করে দেন। অর্থাৎ এ খোতবায় দোযখের বিপদের কথা বললেন।-(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স)-এর খোতবা ছিল ব্যতিক্রমধর্মী

হাদীস : ১৩২১ ॥ হযরত উম্মে হেশাম বিনতে হারেসা ইবনে নোমান (রা) বলেন, আমি কোরআনের সূরা কাফ ওয়াল কোরআন মাজীদ কেবল রাসূল (স)-এর মুখ হতে শুনেই ইয়াদ করেছি। তিনি এটা প্রত্যেক জুমআয় মিম্বরে দাঁড়িয়ে পড়তেন, যখন লোকের প্রতি খোতবা দান করতেন।-(মুসলিম)

পাগড়ি পরিধান করে খোতবা দিতে হয়

হাদীস : ১৩২২ ॥ হযরত আমর ইবনে হুরাইস (রা) হতে বর্ণিত আছে, একদা রাসূল (স) জুমআর দির্ন খোতবা দিলেন আর তখন তার মাথায় ছিল কাল পাগড়ি, যার দুই দিক তার দুই কাঁধের মধ্যস্থলে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন।—(মুসলিম)

খোতবার সময় নামাজ পড়া উচিত নয়

হাদীস : ১৩২৩ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূল (স) খোতবা দেওয়ার সময় বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ জুমআর দিনে আসে আর ইমাম তখন খোতবা দিচ্ছেন, সে যেন দুই রাকআত নফল নামাজ পড়ে লয় এবং সূরা কেরাআত সংক্ষেপ করে।—(মুসলিম)

ইমামের সাথে এক রাকআত পেলে পূর্ণ সওয়াব

হাদীস : ১৩২৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইমামের সাথে নামাজের এক রাকআত পেল, সে পূর্ণ নামাজ পেল।—(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ**জুমআর দুটি খোতবা দিতে হয়**

হাদীস : ১৩২৫ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) দুটি খোতবা দান করতেন এবং যখন তিনি মিশরে উঠতেন, বসে থাকতেন যে পর্যন্ত না মোআজ্জিন আযান দিয়ে অবসর গ্রহণ করতেন। অতপর তিনি দাঁড়াতেন এবং খোতবা দান করতেন। তারপর বসতেন এবং কোনো কথা বলতেন না। পুনরায় দাঁড়াতেন এবং খোতবা দান করতেন।—(আবু দাউদ)

ইমামের মুখোমুখি বসতে হয়

হাদীস : ১৩২৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন মিশরে দাঁড়াতেন আমরা তার মুখোমুখি হয়ে বসতাম।

তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এটা শুধু মোহাম্মদ ইবনে ফযলের মাধ্যমে পাওয়া গেছে, অথচ তিনি ছিলেন যম্মীফ। তার স্মরণশক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ**দাঁড়িয়ে খোতবা দিতে হয়**

হাদীস : ১৩২৭ ॥ হযরত জাবির ইবনে সামরু (রা) বলেন, রাসূল (স) দাঁড়িয়ে খোতবা দান করতেন, তারপর বসতেন, পুনঃ দাঁড়াতেন এবং দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় খোতবা দান করতেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তোমাকে বলে যে, তিনি বসে খোতবা দান করতেন সে নিশ্চয় মিথ্যুক। আল্লাহর কসম, আমি তার সাথে দুই হাজারেরও অধিক অর্থাৎ বহু নামাজ পড়েছি। কখনো তাকে বসে খোতবা দান করতে দেখিনি।—(মুসলিম)

বসে খোতবা দেওয়া জায়েজ নেই

হাদীস : ১৩২৮ ॥ হযরত কাব ইবনে উজরা সাহাবী একদিন মসজিদে উপস্থিত হলেন, আর তখন শাসনকর্তা আবদুর রহমান ইবনে উম্মুল হাকাম বসে খোতবা দিচ্ছিলেন। এটা দেখে হযরত কাব (রা) বলেন, দেখ এ খবীসকে, কলুষিত অন্তরকে, বসে খোতবা দিচ্ছে অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন, যখন তারা বাণিজ্য কাফেলা অথবা খেলাধুলা দেখে সে দিকে ধাবিত হয় এবং আপনাকে দাঁড়ান অবস্থায় ত্যাগ করে।—(মুসলিম)

হাত নেড়ে খোতবা দেওয়া উচিত নয়

হাদীস : ১৩২৯ ॥ সাহাবী হযরত উমারা ইবনে রুওয়াইবা (রা) একদিন বেশর ইবনে মারওয়ানকে মিশরের উপরে দু হাত উঠিয়ে অর্থাৎ নাড়িয়ে খোতবা দান রকতে দেখে বললেন, আল্লাহ এ দুই হাতকে শ্রীহীন করুন। আমি নিশ্চিতরূপে রাসূল (স)-কে দেখেছি, তিনি আপন হাত দ্বারা এটা অধিক কিছু করতেন না। এ বলে ওমারা আপন তর্জনী অঙ্গুলি দ্বারা ইঙ্গিত করলেন।—(মুসলিম)

খোতবার সময় বসতে হয়

হাদীস : ১৩৩০ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, একবার জুমআর দিনে রাসূল (স) যখন মিশরে উপবিষ্ট হলেন বললেন, তোমরা বস। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এটা শুনলেন এবং সাথে সাথে মসজিদের দরজায় বসে পড়লেন। রাসূল (স) এটা দেখলেন এবং বললেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ! এগিয়ে আস।—(আবু দাউদ)

জুমআর এক রাকআত পেলে দ্বিতীয় রাকআত কী করবে

হাদীস : ১৩৩১ । হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে জুমআর এক রাকআত পেয়েছে সে যেন উহার সাথে দ্বিতীয় রাকআত যোগ করে এবং যার দু রাকআতই ফুট হয়ে গেছে সে যেন চার রাকআত পড়ে অথবা বলেছেন, সে যেন যোহর পড়ে অর্থাৎ রাবীর সন্দেহ, চার রাকআত শব্দ বলেছেন, না যোহর শব্দ বলেছেন। —(দারা কুতনী)

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

ভয়কালীন নামাজ

প্রথম পরিচ্ছেদ

যুদ্ধের সময়দানেও নামাজ পড়তে হবে

হাদীস : ১৩৩২ । তাবেরী সালাম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) তার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, একবার আমি রাসূল (স)-এর সাথে নজদের দিকে যুদ্ধ করতে গেলাম। আমরা শত্রু সৈন্যের সম্মুখীন হলাম এবং তাদের সাথে লড়ার জন্য কাতারবন্দি হলাম। এ সময় রাসূল (স) আমাদের নামাজ পড়াতে দাঁড়ালেন আর আমাদের একদল তার সাথে নামাজ পড়তে দাঁড়াল এবং অপর দল শত্রুর সম্মুখীন হয়ে রইল। রাসূল (স) তার সাথে যারা ছিল তাদের নিয়ে একটি রুকু এবং দুটি সিজদা করলেন। তারপর এরা যারা নামাজ পড়েনি তাদের স্থলে চলে গেল এবং তারা রাসূল (স)-এর পেছনে এসে দাঁড়াল। এদের নিয়ে রাসূল (স) একটি রুকু করলেন এবং দুটি সিজদা দিলেন। তারপর তিনি একাই সালাম ফিরালেন এবং তাদের প্রত্যেক দল একের পর এক উঠে নিজেদের জন্য একটি রুকু ও দুটি সিজদা দিল এবং একরূপে সকলে নামাজ সমাপ্ত করল।

হযরত আবদুল্লাহ অপর শাগরেদ নাফেও একরূপ বর্ণনা করেছেন এবং তিনি অধিক বর্ণনা করেছেন, ভয় যদি এটা অপেক্ষাও অধিক হয়, তবে তারা পায়ের উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়বে অথবা সওয়ারি অবস্থায় সওয়ারির উপর বসে নামাজ পড়বে কেবলার দিকে ফিরে অথবা কেবলার অপর দিকে ফিরে, যে দিকেই সমর্থ হয়। তারপর নাফে বলেন, আমার ধারণা, এটাও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেছেন। —(বোখারী)

যুদ্ধের সময়দানে সালাতুল খাত্বক পড়া যায়

হাদীস : ১৩৩৩ । তাবেরী ইয়াযীদ ইবনে রুমান তাবেরী সালাহ ইবনে খাওয়াত হতে এবং তিনি এমন এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেন, যিনি 'যাভুর রেকা' যুদ্ধে রাসূল (স)-এর সাথে নামাজের কাতার বেঁধে ছিল এবং অপর দল শত্রুদের সম্মুখীন ছিল। রাসূল (স) তার সাথে যারা দাঁড়িয়ে ছিল তাদের নিয়ে এক রাকআত পড়লেন। তারপর দাঁড়িয়ে রইলেন আর এরা তাদের নিজেদের নামাজ পূর্ণ করল এবং ফিরে গিয়ে শত্রুর সামনে কাতারবন্দি হলো। তারপর দ্বিতীয় দল এলো এবং রাসূল (স) তাদের নিয়ে নিজের নামাজের যে রাকআত বাকি ছিল তা পড়লেন। তারপর বসে রইলেন আর এ দল তাদের বাকি রাকআত পূর্ণ করল। তারপর রাসূল (স) এদের নিয়ে সালাম ফিরালেন। —(বুখারী ও মুসলিম)

কিন্তু বোখারী হাদীসটি অন্য সূত্রে কাসেম ইবনে মুহাম্মদ হতে, তিনি সালাহ ইবনে খাওয়াত হতে, তিনি সাহল ইবনে আবু হাসমা হতে এবং তিনি রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেছেন।

এক বেদুঈন রাসূল (স)কে হত্যা করতে উদ্যত হলো

হাদীস : ১৩৩৪ । হযরত জাবির (রা) বলেন, আমরা রাসূল (স)-এর সাথে অমসর হতে হতে যখন 'যাভুর রেকা' পর্যন্ত পৌঁছলাম এবং সেখানে যখন একটি ছায়াদার গাছের কাছে উপস্থিত হলাম এবং রাসূল (স)-এর বিশ্রামের জন্য ছেড়ে দিলাম। তিনি বলেন, এ সময় মুশরিকদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি এল এবং দেখল, রাসূল (স)-এর তরবারি গাছের সাথে ঝুলান রয়েছে, তখন সে রাসূল (স)-এর তরবারি খানা হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি কোষযুক্ত করল এবং রাসূল (স)-কে বলল, তুমি কি আমায় ভয় কর না? রাসূল (স) বললেন, কখনো না। সে বলল, এখন তোমাকে আমার হতে কে বাধা দেবে? রাসূল (স) বললেন, আল্লাহ আমাকে তোমার হতে বাধা দেবেন। জাবির (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর সাহাবীগণ তাকে ভয় দেখালেন, ফলে সে তরবারি কোষবদ্ধ করল এবং পুনঃ ঝুলিয়ে রাখল। পুনরায় জাবির (রা) বলেন, এ সময় নামাজের আজান দেওয়া হলো এবং রাসূল (স) এক দলকে নিয়ে দুই রাকআত নামাজ পড়লেন। তারপর এই দল পেছনে সরে গেল, অপর দলকে নিয়ে দুই রাকআত পড়লেন। জাবির (রা) বলেন, এতে রাসূল (স)-এর নামাজ চার রাকআত হলো এবং লোকের হলো দুই রাকআত। —(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) সালাতুল খাওফ নামাজ পড়ালেন

হাদীস : ১৩৩৫ । হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাদের নিয়ে সালাতুল খাওফ পড়লেন। আর্মরা তার পেছনে দুটি কাতার করলাম। শত্রুরা তখন আমাদের এবং কেবলার মধ্যস্থলে ছিল। সুতরাং রাসূল (স) তাকবীরে তাহরীমা বললেন এবং আমরাও সকলে তাকবীর বললাম। তারপর রাসূল (স) রুকু করলেন এবং আমরাও সকলে অর্থাৎ উভয় হুফ রুকু করলাম। তারপর রুকু হতে তিনি তার শির উঠালেন এবং আমরাও সকলে উঠলাম, তারপর তিনি এবং যে কাতার তার নিকটে ছিল সিজদায় গেলেন আর পেছনের কাতার সামনের কাতার পেছনে সরে গেল। তারপর রাসূল (স) রুকু করলেন এবং আমরাও সকলে অর্থাৎ উভয় কাতার রুকু করলাম। তিনি রুকু হতে শির উঠালেন এবং আমরাও সকলে উঠলাম। তারপর তিনি এবং তাঁর নিকটে যে হুফ ছিল অর্থাৎ প্রথম রাকআতে যারা পেছনে ছিল সিজদায় নত হলেন আর পরবর্তী কাতার শত্রুর মোকাবিলায় দাঁড়িয়ে রইল। যখন রাসূল (স) এবং যে কাতার তাঁর নিকটে ছিল সিজদা সম্পন্ন করলেন, পরবর্তী হুফ সিজদায় নত হল এবং সিজদা করল, তারপর রাসূল (স) সালাম ফিরালেন এবং আমরাও সকলে সালাম ফিরলাম।—(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভয়ের মধ্যে নামাজ সহকিণ্ড অত্যধিক

হাদীস : ১৩৩৬ । হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূল (স) 'বতনে নখল' যুদ্ধে লোকদের নিয়ে যোহরের নামাজ ভয়ের অবস্থায় পড়ছিলেন। তিনি এক দলকে নিয়ে দু রাকআত পড়লেন এবং সালাম ফিরালেন। তারপর দ্বিতীয় দল এল এবং তিনি তাদের নিয়ে দু রাকআত পড়লেন এবং সালাম ফিরালেন।—(শরহে সুবাহ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আসরের নামাজের শুরুত্ব অত্যধিক

হাদীস : ১৩৩৭ । হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে, একবার রাসূল (স) জেহাদ উদ্দেশ্যে যাজনান ও উসফান নামক স্থানের মধ্যবর্তী জায়গায় উপস্থিত হলেন। তখন মুশরিকরা বলল, এ মুসলমানদের একটা নামাজ আছে, যা তাদের কাছে তাদের পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততি অপেক্ষাও অধিক প্রিয়তর, আর তা হলো আসরের নামাজ। সুতরাং তোমরা দলবদ্ধ হও এবং তারা আসর পড়তে থাকাকালে হঠাৎ তাদের উপর আপতিত হও। এ সময় রাসূল (স)-এর কাছে হযরত জিব্রীল (আ) উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে নির্দেশ দিলেন তিনি যেন তার সহচরগণকে দু দলে বিভক্ত করেন এবং এক দলকে নিয়ে নামাজ পড়েন আর অপর দল তাঁদের অপর দিকে শত্রুর মোকাবিলায় দাঁড়িয়ে থাকে; কিন্তু সব সময় এমনকি নামাজেও যেন তাদের পক্ষে সম্ভাব্য সতর্কতা এবং নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করেন। এতে তাদের নামাজ এক এক রাকআত হবে আর রাসূল (স)-এর হবে দু রাকআত।—(তিরমিযী ও নাসাই)

উনত্রিশতম অধ্যায়

দুই ইদের নামাজ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইদের নামাজ ইদগাহে পড়তে হয়

হাদীস : ১৩৩৮ । হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) ইদুল ফিতর ও ইদুল আযহার দিনে ইদগাহের দিকে বের হয়ে যেতেন এবং সেখানে গিয়ে প্রথমে যা করতেন তা হলো নামাজ। তারপর ফিরে জনতার দিকে মুখ করে দাঁড়াতে আর জনতা তখন নিজেদের কাতারে বসা থাকত। তিনি তাদের উপদেশ দিতেন, নসীহত করতেন এবং নির্দেশ দিতেন। আর যদি কোথাও সৈন্য প্রেরণের ইচ্ছা রাখতেন তাদের বাছাই করতে অথবা যদি কাউকে কোনো নির্দেশ দেওয়ার থাকত নির্দেশ দিতেন। এটাই হলো রাসূল (স)-এর খোতবা। তারপর বাড়ি ফিরতেন।—(বোখারী ও মুসলিম)

ইদের নামাজে আজান একাতম নেই

হাদীস : ১৩৩৯ । হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-এর সাথে দুই ইদের নামাজ পড়েছি এক বা দুবার নয়, বহুবার আজান ও একামত ছাড়া।—(মুসলিম)

ঈদের নামাজ খোতবার পূর্বেই পড়তে হয়

হাদীস : ১৩৪০ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) এবং আবু বকর ও ওমর (রা) দু'ঈদের নামাজ খোতবার পূর্বেই পড়তেন আর এটাই সুন্যত।-(বোখারী ও মুসলিম)

মহিলাগণ ঈদগাহে যেতে পারে

হাদীস : ১৩৪১ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-কে একদা জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি রাসূল (স)-এর সাথে কখনো ঈদের নামাজে উপস্থিত ছিলেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, ছিলাম। দেখেছি রাসূল (স) ঈদগাহে বের হলেন এবং প্রথমে নামাজ পড়লেন তারপর খোতবা দান করলেন। পরের রাবী বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) আজান বা একামউল ক্বা উল্লেখ করেননি। তারপর রাসূল (স) মহিলাদের নিকটে এলেন, তাদের ওয়াজ ও নসীহত করলেন এবং সদকা খয়রাত করার জন্য উপদেশ দিলেন। তারপর আমি দেখলাম, মহিলারা নিজেদের কান ও গলার দিকে হাত বাড়ালেন এবং গহনা খুলে খুলে বেলালের কাছে দিতে লাগলেন। তারপর রাসূল (স) ও বেলাল ঘরের দিকে রওনা হলেন।

-(বোখারী ও মুসলিম)

ঈদুল ফিতরের নামাজ দুই রাকআত

হাদীস : ১৩৪২ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) ঈদুল ফিতরের দিন মাত্র দুই রাকআত নামাজ পড়েছেন। এর পূর্বে কোনো নামাজ পড়েননি এবং পরেও পড়েননি।-(বোখারী ও মুসলিম)

ঋতুবতী মহিলাগণ নামাজ পড়বে না

হাদীস : ১৩৪৩ ॥ হযরত উম্মে আতিয়া (রা) বলেন, আমাদের নির্দেশ দেওয়া হলো, আমরা যেন ঋতুবতী ও পর্দানশীন মহিলাদেরও দুই ঈদের দিনে ঈদগাহে বের করি, যাতে তারা মুসলমানদের জামায়াতে এবং তাদের দোয়ায় शामिल হতে পারে। কিন্তু ঋতুবতীগণ যেন তাদের নামাজের স্থান হতে একদিকে সরে বসে। তখন এক মহিলা প্রশ্ন করল, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমাদের কারো কারো শরীর ঢাকবার বড় চাদর নেই। রাসূল (স) বললেন, তার সহচরী তাকে আপন চাদর পরাবে।-(বোখারী ও মুসলিম)

ঈদের দিন আনন্দ করা যায়

হাদীস : ১৩৪৪ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, বিদায় হজ্জে মিনায় অবস্থানকালে হযরত আবু বকর (রা) তার কাছে উপস্থিত হলেন, অথচ তখন আনসারদের দুটি বালিকা সেখানে গান ও দফ বাজাচ্ছিল। অপর বর্ণনায় আছে, তারা সেসব গান গাচ্ছিল, যেসব দ্বারা 'বুআস' যুদ্ধে আনসার গোত্রের লোকেরা গর্ব করেছিল আর রাসূল (স) তখন শুয়ে নিজের কাপড়ে আবৃত করে রেখেছিলেন। এটা দেখে হযরত আবু বকর (রা) বালিকাদের ধমক দিলেন। এ সময় রাসূল (স) কাপড় হতে আপন চেহারা মোবারক উন্মুক্ত করলেন এবং বললেন, এদের ছাড় আবু বকর, এটা ঈদের দিন। অপর বর্ণনায় আছে, হে আবু বকর! প্রত্যেক জাতির একটি আনন্দ রয়েছে, আর এটা হলো আমাদের আনন্দের দিন।-(বোখারী ও মুসলিম)

ঈদুল ফিতরে কিছু খেয়ে ঈদগাহে যেতে হয়

হাদীস : ১৩৪৫ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) রোজার ঈদে বের হতেন না যতক্ষণ না কয়েকটি খেজুর খেতেন। আর খেজুর তিনি বিজোড় খেতেন।-(বোখারী)

ঈদের ময়দানে যাওয়া-আসার রাস্তা পরিবর্তন করতে হয়

হাদীস : ১৩৪৬ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূল (স) ঈদের দিনে যাতায়াতে রাস্তা পরিবর্তন করতেন।

-(বোখারী)

ঈদের নামাজের পূর্বে কোরবানী জায়েজ নেই

হাদীস : ১৩৪৭ ॥ হযরত বারা ইবনে আযের (রা) বলেন, রাসূল (স) এক কোরবানীর ঈদের দিনে আমাদের খোতবা দান করলেন এবং বললেন, এ ঈদের দিনে আমাদের প্রথমে যা করতে হবে তা হলো নামায। তারপর আমরা বাড়ি ফিরব এবং কোরবানী করব। যে ব্যক্তি এরূপ করল সে আমাদের পথে চলল, আর যে ব্যক্তি আমাদের নামাজ পড়ার পূর্বে কোরবানী করল নিশ্চয়ই এটা তার গোশত খাবার বকরি হলো, যা সে তার পরিবারের জন্য তাড়াতাড়ি করে যবেহ করল। এটা কোরবানীর কিছুই নয়।-(বোখারী ও মুসলিম)

নামাজের পূর্বে জবেহ করলে কোরবানী হবে না

হাদীস : ১৩৪৮ ॥ হযরত জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ বাজালী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে নামাজের পূর্বে যবেহ করেছে সে যেন নামাজের পর অপর একটি যবেহ করে। আর যে যবেহ করেনি যতক্ষণ না আমার নামাজ পড়েছি, সে যেন আল্লাহর নামে যবেহ করে তার এটা হবে কোরবানী।—(বোখারী ও মুসলিম)

নামাজের পূর্বে জবেহ করলে তার গোশত খাওয়া যায়

হাদীস : ১৩৪৯ ॥ হযরত বারী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে নামাজের পূর্বে যবেহ করল সে নিশ্চয় নিজের খাওয়ার জন্যই যবেহ করল এবং যে নামাজের পরে যবেহ করল তার কোরবানী পূর্ণ হলো এবং সে মুসলমানদের নীতির পাবন্দী করল।—(বোখারী ও মুসলিম)

পশু জবেহের সময় রক্ত প্রবাহিত করতে হয়

হাদীস : ১৩৫০ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) যবেহ করতেন এবং নরহ করতেন ঈদগাহে।

—(বোখারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ**দুই ঈদের দিন হলো সবচেয়ে উত্তম দিন**

হাদীস : ১৩৫১ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) মদীনায় আগমন করলেন, আর তখন তাঁদের এমন দুটি দিন ছিল, যাতে তারা খেলাধুলা করত। রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের এ দুটি দিন কী? তারা বলল, ইসলাম-পূর্ব জাহেলিয়াত যুগে এতে আমরা খেলাধুলা করতাম। রাসূল (স) বললেন, আল্লাহ তাআলা সে দু দিনের পরিবর্তে সে দুই দিন অপেক্ষা উত্তম দুটি দিন তোমাদের দান করেছেন। আযহার দিন এবং ফিতরের দিন। সুতরাং তোমরা ওই দুই দিন ত্যাগ কর।—(আবু দাউদ)

ঈদুল ফিতরের দিন সকালে কিছু খাওয়া সুন্নত

হাদীস : ১৩৫২ ॥ হযরত বুরায়দা আসলামী (রা) বলেন, রাসূল (স) রোজার ঈদের দিনে নামাজে বের হতেন না যতক্ষণ না কিছু খেতেন এবং কোরবানীর ঈদে কিছু খেতেন না যতক্ষণ না নামাজ পড়তেন।—(তিরমিযী)

ঈদের নামাজ ছয় তাকবীরে পড়তে হয়

হাদীস : ১৩৫৩ ॥ হযরত কাসীর তার পিতা আবদুল্লাহ হতে, তিনি তার পিতা সাহাবী আমার ইবনে আওফ মুযানী হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (স) দু ঈদে প্রথম রাকআতে কেরাআতের পূর্বে সাতবার এবং দ্বিতীয় রাকআতে কেরাতের পূর্বে পাঁচবার তাকবীর বলেছেন।—(তিরমিযী ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

ঈদের ও এন্তেকার নামাজে তাকবীরের বর্ণনা

হাদীস : ১৩৫৪ ॥ হযরত ইমাম জাফর সাদেক ইবনে মুহাম্মদ (স) মুরসালরূপে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) এবং হযরত আবু বকর ও ওমর (রা) দুই ঈদ এবং এন্তেকা এর সামাজে সাতবার ও পাঁচবার তাকবীর বলেছেন এবং নামাজ পড়েছেন খোতবার পূর্বে আর কেরাআত পড়েছেন বড় করে।—(ইমাম শাফেয়ী) হাফ্ফ - ২৭৩

ঈদের নামাজের তাকবীর সম্পর্কে দ্বিমত আছে

হাদীস : ১৩৫৫ ॥ হযরত সায়ীদ ইবনে আস (রা) বলেন, আমি একবার আবু মুসা আশআরী ও হুযায়ফা ইবনে ইয়মানকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল (স) কোরবানীর ঈদে ও রোজার ঈদে কিরূপ কত তাকবীর বলতেন? আবু মুসা (রা) বললেন, চার তাকবীর বলতেন যেক্ষেপ্তে তিনি জানাযায় তাকবীর বলতেন। এটা শুনে হুযায়ফা (রা) বললেন, তিনি ঠিকই বলেছেন।—(আবু দাউদ) হাফ্ফ - ২৭৪ ঈদের তাকবীর - ২১-২২-২৩

লাঠিতে ভর দিয়ে খোতবা দেওয়া সুন্নত

হাদীস : ১৩৫৬ ॥ হযরত বারী ইবনে আযেব (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স)-কে এক ঈদের দিনে একটি ধনুক দেওয়া হলো আর তিনি উহার ওপর ভর দিয়ে খোতবা দান করলেন।—(আবু দাউদ)

বল্লমের ওপর ভর দিয়ে খোতবা দেওয়া যায়

হাদীস : ১৩৫৭ ॥ তাবেরী হযরত আতা হতে মুরসালরূপে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) যখন খোতবা দান করতেন, আপন বল্লমতুল্য লঠির ওপর ভর দিতেন।—(ইমাম শাফেয়ী) হাফ্ফ - ২৭৫

টীকা

১৩৪৮ নং হাদীসের ॥ ঈদের দিন সম্ভব হলে এক রাস্তা দিয়ে গমন করবে এবং অন্য রাস্তা দিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। এটা মোস্তাহাব।

মহিলাগণ ঈদের নামাজের পর দান খয়রাত করেন

হাদীস : ১৩৫৮ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, আমি ঈদের দিনে রাসূল (স)-এর সাথে উপস্থিত ছিলাম। দেখলাম, তিনি খোতবার পূর্বে নামাজ আরম্ভ করলেন আজান ও একামত ছাড়া এবং যখন নামাজ শেষ করলেন বেলালের গায়ে ডর দিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর আল্লাহর মহিমা ও তার প্রশস্তি বর্ণনা করলেন। তারপর লোকদের উদেশ্য দিলেন। তাদের পরকালের কথা স্মরণ করালেন এবং আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ করালেন। তারপর মহিলাদের দিকে অগ্রসর হলেন আর যখন তার সাথে ছিলেন বেলাল, তাদের তিনি আল্লাহভীতির উপদেশ দিলেন। কিছু নসীহত করলেন এবং আখেরাতের কথা স্মরণ করলেন।—(নাসাঈ)

ঈদগাহে নামাজের জন্য যাওয়ার নিয়ম

হাদীস : ১৩৫৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন ঈদের দিনে এক রাস্তায় বের হতেন অপর রাস্তায় ফিরতেন।—(তিরমিযী ও দারেমী)

ঈদের নামাজ মসজিদে পড়া যায়

হাদীস : ১৩৬০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে, এক ঈদের দিনে তাদের সেখানে বৃষ্টি হলো। অতএব রাসূল (স) তাদের নিয়ে ঈদের নামাজ মসজিদে পড়লেন।—(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ) ২৭২০-২৭৩

কোরবানীর ঈদের নামাজ দ্রুত পড়তে হয়

হাদীস : ১৩৬১ ॥ হযরত আবুল হুওয়াইরাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) নাজরানে অবস্থিত তার কর্মচারী আমর ইবনে হাসমের কাছে লিখেছিলেন, কোরবানীর ঈদ তাড়াতাড়ি করবে আর রোজার ঈদ গৌণে করবে এবং লোকদের ওয়াজ নসীহত করবে।—(শাফেঈ) ২৭২০-২৭৭

চাঁদ দেখে রোজা ভাঙতে হয়

হাদীস : ১৩৬২ ॥ হযরত আবু ওমায়র ইবনে আনাস (রা) তার এক চাচা হতে বর্ণনা করেন, যিনি রাসূল (স)-এর সাহাবীদের অন্তর্গত ছিলেন। একবার রাসূল (স)-এর কাছে একদল আরোহী এসে সাক্ষ্য দিল যে, তারা গত দিন শাওয়ালের নতুন চাঁদ দেখেছে। রাসূল (স) তাদের নির্দেশ দিলেন তারা যেন রোজা ভেঙে ফেলে এবং পরের দিন যখন সকাল হবে, ঈদগাহের দিকে রওনা হয়।—(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥ ঈদের নামাজে আজান একামত নেই

হাদীস : ১৩৬৩ ॥ ইবনে জুরাইজ (রা) বলেন, তায়েয়ী আতা আমার কাছে সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন, তারা উভয়ে বলেছেন, না রোজার ঈদে আজান দেওয়া হতো, না কোরবানীর ঈদে। ইবনে জুরাইজ বলেন, এর কিছুদিন পর আমি আতাকে আবার জিজ্ঞেস করলাম। তখন আতা বললেন, আমাকে জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, রোজার ঈদের নামাজের জন্য আযান নেই যখন ইমাম নামাজের জন্য বের হয় আর না যখন এর পর খোতবার জন্য বের হয় এবং না আছে একামত, আর না অন্যকিছু। মোট কথা সে দিন আজান আকামত কিছুই নেই।—(মুসলিম)

রাসূল (স) দান করার নির্দেশ দিতেন

হাদীস : ১৩৬৪ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত আছে রাসূল (স) কোরবানীর ঈদের দিন এবং রোজার দিন বের হতেন এবং প্রথমে নামাজ আরম্ভ করতেন। যখন নামাজ সম্পন্ন করতেন উঠে দাঁড়াতেন এবং জনতার দিকে ফিরতেন। আর লোক তখন নিজ নিজ নামাজের স্থানে বসা থাকত। তখন যদি তার কোথাও সৈন্য প্রেরণের আবশ্যক থাকত লোকদের তা বলতেন, আর এটা ছাড়া অন্য কোনো আবশ্যক থাকলেও তাদের সে ব্যাপারে নির্দেশ দিতেন। তিনি এটাও বলতেন যে, দান কর। দান কর। দান কর। আর দানকারীদের অধিকাংশই হতো মহিলা। তারপর তিনি বাড়ি ফিরতেন।

অবস্থা এরূপই ছিল, যতক্ষণ না হযরত মুআবিয়ার পক্ষ হতে মারওয়ান ইবনে হাকাম মদীনার শাসক হয়। এ সময় এক ঈদে আমি মারওয়ান হাত ধরাধরি করে বের হলাম এবং আমরা ঈদগাহে পৌছলাম। দেখি কি কাসীর ইবনে সালত মাটি ও কাঁচা ইট দ্বারা একটি মিম্বর তৈরি করছেন। এমন সময় মারওয়ান আমার সাথে টানাটানি আরম্ভ করল। সে তার হাত দ্বারা আমাকে খোতবাদানের জন্য মিম্বরের দিকে টানতে লাগল আর আমি তাকে নামাজের দিকে টানতে লাগলাম। আমি যখন তার এ অবস্থা দেখলাম, বললাম, নামাজ প্রথমে আরম্ভ করার কথা কোথায় গেল? সে বলল, না আবু সায়ীদ, আপনি যা জানেন তা এখন পরিত্যক্ত হয়ে গেছে। আমি বললাম, কখনো না, আমার প্রাণ যার হাতে সেই আল্লাহর কসম। আমি যা জানি তা অপেক্ষা উত্তম কিছু তোমরা কখনো করতে পারবে না। পরবর্তী রাবী বলেন, এটা তিনবার বর্ণনেন এবং ঈদগাহ হতে চলে গেলেন।—(মুসলিম)

ত্রিশতম অধ্যায় কোরবানী প্রথম পরিচ্ছেদ

কোরবানী করতে গিয়ে রাসূল (স) কী বলতেন

হাদীস : ১৩৬৫ । হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) এক ঈদে ধূসর রঙের শিংদার দুটি দুধা কোরবানী করলেন। তিনি আপন হাতে যবেহ করলেন এবং যবেহ করার সময় বিসমিল্লাহি আল্লাহ আকবার বললেন। আনাস (রা) বলেন, আমি তাকে যবেহের সময় উহাদের পাঁজরের উপর নিজের পা রাখতে এবং বিসমিল্লাহি আল্লাহ আকবার বলতে দেখেছি।—(বোখারী ও মুসলিম)

কোরবানীর জন্য দুধা উৎকৃষ্ট পণ্ড

হাদীস : ১৩৬৬ । হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত আছে, একবার রাসূল (স) আদেশ করলেন এমন একটি শিংদার দুধা আনতে, যা কালোতে হাঁটে কালোতে শোয় ও কালোতে দেখে অর্থাৎ যার পা, পেট ও চোখ কালো, যাতে তিনি কোরবানী করতে পারেন। সুতরাং তার জন্য এরূপ একটি দুধা আনা হলো। তখন তিনি বললেন, হে আয়েশা! ছুরিটি দাও, তারপর বললেন, পাখরে উহাকে ধারালো কর। আয়েশা (রা) বলেন, আমি তাই করলাম। তারপর তিনি উহা গ্রহণ করলেন এবং দুধাকে ধরলেন, তারপর দুধাটিকে পার্শ্বের উপর শোয়ালেন এবং যবেহ করতে গিয়ে বললেন, বিসমিল্লাহ। হে আল্লাহ! তুমি এটা মুহাম্মদ, মুহাম্মদের পরিবার এবং মুহাম্মদের উম্মতদের পক্ষ হতে কবুল কর। তারপর উহা দ্বারা তিনি লোকদের সকালের খানা খাওয়ালেন।—(মুসলিম)

যবেহ করার হুকুম

হাদীস : ১৩৬৭ । হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মুসলিম ছাড়া যবেহ করবে না, কিন্তু যদি মুসলিম জোগাড় করা তোমাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়, তবে মেঘের 'জায়আ' যবেহ করতে পার।—(মুসলিম)

কোরবানী পণ্ড বন্টন করা হলো

হাদীস : ১৩৬৮ । হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত আছে, একবার রাসূল (স) তার সাহাবীদের মধ্যে কোরবানীর নিমিত্ত বন্টনের জন্য তাকে উকবাকে কতকগুলো ছাগল-ভেড়া দিলেন। বন্টনের পর একটি এক বছরের বাচ্চা ছাগল বাকি রইল। তিনি তা রাসূল (স)-এর কাছে উল্লেখ করলেন। রাসূল (স) বললেন, এটা দ্বারা তুমি নিজে কোরবানী কর। অপর বর্ণনা মতে, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার ভাগে তো মাত্র একটি বাচ্চা ছাগল রইল। রাসূল (স) বললেন, তুমি এটাই কোরবানী কর।—(বোখারী ও মুসলিম)

ঈদগাহে কোরবানী করা ভালো

হাদীস : ১৩৬৯ । হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) ঈদগাহেই যবেহ করতেন বা নহর করতেন।—(বোখারী)

একটি গরু সাতজন কোরবানী দেওয়া যায়

হাদীস : ১৩৭০ । হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, গরু সাতজনের পক্ষ থেকে এবং উট সাতজনের পক্ষ থেকে কোরবানী করা যেতে পারে।—(মুসলিম ও আবু দাউদ)

কুরবানীদাতার মাথার চুল কাটা উচিত নয়

হাদীস : ১৩৭১ । হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশক আসে আর তোমাদের কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা রাখে, সে যেন নিজের কেশ ও চর্মের কোনো কিছু স্পর্শ না করে, না কাটে। অপর বর্ণনায় আছে, সে যেন কোনো কেশ না ছাঁটে এবং কোনো নখ না কাটে। আরেক বর্ণনায় রয়েছে, যে ব্যক্তি যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখবে এবং কুরবানীর ইচ্ছা রাখবে, সে যেন নিজের চুল ও নিজের নখসমূহের কিছু না কাটে।—(মুসলিম)

প্রতিদিনই আল্লাহর কল্যাণ বর্ষিত হয়

হাদীস : ১৩৭২ । হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দিনসমূহের মধ্যে এমন কোনো দিন নেই, যাতে কোনো আমল আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রিয়তম এ দশ দিন অপেক্ষা। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অপর দিনে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদও নয়? রাসূল (স) বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জেহাদও নয়; কিন্তু যে ব্যক্তি আপন জান ও মাল নিয়ে বের হয়েছে আর তার মধ্য থেকে কিছুই নিয়ে ফিরে নাই।—(বোখারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কিবলার দিকে মুখ করে কুরবানীর পশু যবেহ করবে

হাদীস : ১৩৭৩ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূল (স) এক কুরবানীর দিনে দুটি ধূসর রঙের শিংওয়ালা খাসি-দুধা যবেহ করলেন এবং যখন তাদের কিবলামুখী করলেন, বললেন, আমি আমার চেহারাকে কিরলাম তার দিকে, যিনি আসমানসমূহ ও যমীনকে সৃষ্টি করেছেন, সকল দীন হতে বিমুখ হয়ে এবং নিজকে ইব্রাহীমের দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত করে; আর আমি মুশরিকদের অন্তর্গত নই, যারা দেব-দেবীর নামে যবেহ করে থাকে। উপরন্তু আমার নামায, আমার জীবন ও আমার মরণ সবই বিশ্বমণ্ডলের পালনকর্তা আল্লাহর উদ্দেশ্যে। তার কোনো শরীক নেই। আমি এটার জন্য আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি মুসলমানদের আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্গত। হে আল্লাহ! তোমার পক্ষ হতেই প্রাপ্ত এবং তোমারই জন্য উৎসর্গিত। তুমি কবুল কর মুহাম্মদের পক্ষ হতে এবং তার উম্মতগণের পক্ষ হতে। তারপর রাসূল (স) বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর বলে যবেহ করলেন। -(আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী। কিন্তু আহমদ, আবু দাউদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন, আপন হাতে যবেহ করলেন এবং বললেন, বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবার। হে আল্লাহ! এটা আমার পক্ষে এবং আমার উম্মতগণের মধ্যে যারা কুরবানী করতে পারেনি তাদের পক্ষে কবুল কর।

যহীহ - ২৭৮ তবে শেখ আবু হাশিম

রাসূল (স) দুটি দুধা কুরবানী করেছিলেন

হাদীস : ১৩৭৪ ॥ তাবৈঈ হানাশ (র.) বলেন, আমি হযরত আলীকে দুটি লম্বা কুরবানী করতে দেখলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, এটা কী? দুটি কেন? তিনি উত্তর করলেন, রাসূল (স) আমাকে অসিয়ত করে গিয়েছেন, আমি যেন তাঁর পক্ষ হতে কুরবানী করি? সুতরাং আমি তাঁর পক্ষ হতে একটি কুরবানী করছি। -(আবু দাউদ, তিরমিযী ও অনুরূপ)

যহীহ - ২৭৮ কান কাটা পশু কুরবানী হবে না

হাদীস : ১৩৭৫ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন কুরবানীর পশুর চোখ ও কান উত্তমরূপে দেখে নিই এবং আমরা যেন কুরবানী না করি যে পশুর কানের অগ্রভাগ কাটা গেছে, যার কানের শেষ ভাগ কাটা গেছে অথবা কান গোলাকারে ছেদিত হয়েছে বা যার কান পাশের দিকে ফিরে গেছে তার দ্বারা। -(তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও দারেমী। ইবনে মাজাহ 'কান দেখে লই' পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন)

শিং ভাঙা পশু কুরবানী হবে না

হাদীস : ১৩৭৬ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন, আমরা যেন শিং ভাঙা ও কান কাটা পশু দ্বারা কুরবানী না করি। -(ইবনে মাজাহ)

চার রকমের পশু কুরবানী হবে না

হাদীস : ১৩৭৭ ॥ হযরত বারী ইবনে আযেব (রা) হতে বর্ণিত আছে, একবার রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হল, কুরবানীতে কোন রকমের পশু হতে বাঁচা উচিত? রাসূল (স) আপন হাত দ্বারা ইশারা করে বললেন, চার রকমের পশু হতে। খোঁড়া, যার খোঁড়ামি সুস্পষ্ট, কানা, যার কানামি সুস্পষ্ট, রুগুণ যার রোগ সুস্পষ্ট এবং দুর্বল, যার হাড়ের মজ্জা নেই। অর্থাৎ শুকিয়ে গেছে। -(মালিক, আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

শক্তিশালী পশু কুরবানী দিতে হবে

হাদীস : ১৩৭৮ ॥ হযরত আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূল (স) শিংওয়ালা খুব বলবান দুধা দ্বারা কুরবানী করতেন, যার চোখ কালো, মুখ কালো এবং পা কালো। আরবে এরূপ দুধাকে খুব সুন্দর বলে মনে করা হয়। -(তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

ছয় মাস বয়সী ছাগল কুরবানী দেওয়া হয়

হাদীস : ১৩৭৯ ॥ বনী সুলাইম গোত্রীয় সাহাবী হযরত মুজাশে (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলতেন, ছয় মাস পূর্ণ ভেড়া এক বছরী ছাগলের স্থান পূর্ণ করে। -(আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

ছয় মাস বয়সী ভেড়ার কুরবানী দেওয়া যায়

হাদীস : ১৩৮০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, ছয় মাস পূর্ণ ভেড়া কি উত্তম কুরবানী। অর্থাৎ তা দ্বারা কুরবানী জায়েয। -(তিরমিযী)

যহীহ - ২৮২

ত্রিশতম অধ্যায়

কোরবানী

প্রথম পরিচ্ছেদ

কোরবানী করতে গিয়ে রাসূল (স) কী বলতেন

হাদীস : ১৩৬৫ । হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) এক ঈদে খুসর রঙের শিংদার দুটি দুধা কোরবানী করলেন। তিনি আপন হাতে যবেহ করলেন এবং যবেহ করার সময় বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বললেন। আনাস (রা) বলেন, আমি তাকে যবেহের সময় উহাদের পাজরের উপর নিজের পা রাখতে এবং বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলতে দেখেছি।—(বোখারী ও মুসলিম)

কোরবানীর জন্য দুধা উৎকৃষ্ট পণ্ড

হাদীস : ১৩৬৬ । হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত আছে, একবার রাসূল (স) আদেশ করলেন এমন একটি শিংদার দুধা আনতে, যা কালোতে হাঁটে কালোতে শোয় ও কালোতে দেখে অর্থীং যার পা, পেট ও চোখ কালো, যাতে তিনি কোরবানী করতে পারেন। সুতরাং তার জন্য এরূপ একটি দুধা আনা হলো। তখন তিনি বললেন, হে আয়েশা! ছুরিটি দাও, তারপর বললেন, পাথরে উহাকে ধারালো কর। আয়েশা (রা) বলেন, আমি তাই করলাম। তারপর তিনি উহা গ্রহণ করলেন এবং দুধাকে ধরলেন, তারপর দুধাটিকে পার্শ্বের উপর শোয়ালেন এবং যবেহ করতে গিয়ে বললেন, বিসমিল্লাহ। হে আল্লাহ! তুমি এটা মুহাম্মদ, মুহাম্মদের পরিবার এবং মুহাম্মদের উম্মতদের পক্ষ হতে কবুল কর। তারপর উহা দ্বারা তিনি লোকদের সকালের খানা খাওয়ালেন।—(মুসলিম)

যবেহ করার হুকুম

হাদীস : ১৩৬৭ । হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মুসিনা ছাড়া যবেহ করবে না, কিন্তু যদি মুসিনা জোগাড় করা তোমাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়, তবে মেঘের 'জাযআ' যবেহ করতে পার।—(মুসলিম)

কোরবানী পণ্ড বন্টন করা হলো

হাদীস : ১৩৬৮ । হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত আছে, একবার রাসূল (স) তার সাহাবীদের মধ্যে কোরবানীর নিমিত্ত বন্টনের জন্য তাকে উকবাকে কতকগুলো ছাগল-ভেড়া দিলেন। বন্টনের পর একটি এক বছরের বাচ্চা ছাগল বাকি রইল। তিনি তা রাসূল (স)-এর কাছে উল্লেখ করলেন। রাসূল (স) বললেন, এটা দ্বারা তুমি নিজে কোরবানী কর। অপর বর্ণনা মতে, আমি বললাম, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমার ভাগে তো মাত্র একটি বাচ্চা ছাগল রইল। রাসূল (স) বললেন, তুমি এটাই কোরবানী কর।—(বোখারী ও মুসলিম)

ঈদগাহে কোরবানী করা ভালো

হাদীস : ১৩৬৯ । হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) ঈদগাহেই যবেহ করতেন বা নহর করতেন।—(বোখারী)

একটি গরু সাতজন কোরবানী দেওয়া যায়

হাদীস : ১৩৭০ । হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, গরু সাতজনের পক্ষ থেকে এবং উট সাতজনের পক্ষ থেকে কোরবানী করা যেতে পারে।—(মুসলিম ও আবু দাউদ)

কুরবানীদাতার মাথার চুল কাটা উচিত নয়

হাদীস : ১৩৭১ । হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশক আসে আর তোমাদের কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা রাখে, সে যেন নিজের কেশ ও চর্মের কোনো কিছু স্পর্শ না করে, না কাটে। অপর বর্ণনায় আছে, সে যেন কোনো কেশ না ছাঁটে এবং কোনো নখ না কাটে। আরেক বর্ণনায় রয়েছে, যে ব্যক্তি যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখবে এবং কুরবানীর ইচ্ছা রাখবে, সে যেন নিজের চুল ও নিজের নখসমূহের কিছু না কাটে।—(মুসলিম)

প্রতিদিনই আল্লাহর কল্যাণ বর্ধিত হয়

হাদীস : ১৩৭২ । হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দিনসমূহের মধ্যে এমন কোনো দিন নেই, যাতে কোনো আমল আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রিয়তম এ দশ দিন অপেক্ষা। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলান্নাহ! অপর দিনে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদও নয়? রাসূল (স) বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জেহাদও নয়; কিন্তু যে ব্যক্তি আপন জান ও মাল নিয়ে বের হয়েছে আর তার মধ্য থেকে কিছুই নিয়ে ফিরে নাই।—(বোখারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কিবলার দিকে মুখ করে কুরবানীর পশু যবেহ করবে

হাদীস : ১৩৭৩ ৷ হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূল (স) এক কুরবানীর দিনে দুটি ধূসর রঙের শিংওয়ালা খাসি-দুখা যবেহ করলেন এবং যখন তাদের কিবলামুখী করলেন, বললেন, আমি আমার চেহারাকে ফিরালাম তার দিকে, যিনি আসমানসমূহ ও যমীনকে সৃষ্টি করেছেন, সকল দীন হতে বিমুখ হয়ে এবং নিজকে ইব্রাহীমের দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত করে; আর আমি মুশরিকদের অন্তর্গত নই, যারা দেব-দেবীর নামে যবেহ করে থাকে। উপরন্তু আমার নামায, আমার জীবন ও আমার মরণ সবই বিশ্বমণ্ডলের পালনকর্তা আল্লাহর উদ্দেশ্যে। তার কোনো শরীক নেই। আমি এটার জন্য আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি মুসলমানদের আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্গত। হে আল্লাহ! তোমার পক্ষ হতেই প্রাপ্ত এবং তোমারই জন্য উৎসর্গিত। তুমি কবুল কর মুহাম্মদের পক্ষ হতে এবং তার উম্মতগণের পক্ষ হতে। তারপর রাসূল (স) বিসমিল্লাহি আল্লাহ আকবর বলে যবেহ করলেন। - (আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)। কিন্তু আহমদ, আবু দাউদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন, আপন হাতে যবেহ করলেন এবং বললেন, বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবার। হে আল্লাহ! এটা আমার পক্ষে এবং আমার উম্মতগণের মধ্যে যারা কুরবানী করতে পারেনি তাদের পক্ষে কবুল কর।

যহুদ - ২৭৮ তবে শেষ অংশ যহুদ ১

রাসূল (স) দুটি দুখা কুরবানী করেছিলেন

হাদীস : ১৩৭৪ ৷ তাবৈঈ হানাশ (র.) বলেন, আমি হযরত আলীকে দুটি লম্বা কুরবানী করতে দেখলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, এটা কী? দুটি কেন? তিনি উত্তর করলেন, রাসূল (স) আমাকে অসিয়ত করে গিয়েছেন, আমি যেন তাঁর পক্ষ হতে কুরবানী করি? সুতরাং আমি তাঁর পক্ষ হতে একটি কুরবানী করছি। - (আবু দাউদ, তিরমিযী ও অনুরূপ)

কুরবানী ফকর কলন কান কাটা পশু কুরবানী হবে না যহুদ - ২৭২

হাদীস : ১৩৭৫ ৷ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন কুরবানীর পশুর চোখ ও কান উত্তমরূপে দেখে নিই এবং আমরা যেন কুরবানী না করি যে পশুর কানের অগ্রভাগ কাটা গেছে, যার কানের শেষ ভাগ কাটা গেছে অথবা কান গোলাকারে ছেদিত হয়েছে বা যার কান পাশের দিকে ফিরে গেছে তার দ্বারা। - (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও দারেমী)। ইবনে মাজাহ 'কান দেখে লই' পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

শিং ভাঙা পশু কুরবানী হবে না যহুদ - ২৬০

হাদীস : ১৩৭৬ ৷ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন, আমরা যেন শিং ভাঙা ও কান কাটা পশু দ্বারা কুরবানী না করি। - (ইবনে মাজাহ) যহুদ - ২৬২

চার রকমের পশু কুরবানী হবে না

হাদীস : ১৩৭৭ ৷ হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) হতে বর্ণিত আছে, একবার রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হল, কুরবানীতে কোন রকমের পশু হতে বাঁচা উচিত? রাসূল (স) আপন হাত দ্বারা ইশারা করে বললেন, চার রকমের পশু হতে। খোঁড়া, যার খোঁড়ামি সুস্পষ্ট, কানা, যার কানামি সুস্পষ্ট, রুগুণ যার রোগ সুস্পষ্ট এবং দুর্বল, যার হাড়ের মজ্জা নেই। অর্থাৎ শুকিয়ে গেছে। - (মালিক, আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

শক্তিশালী পশু কুরবানী দিতে হবে

হাদীস : ১৩৭৮ ৷ হযরত আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূল (স) শিংওয়ালা খুব বলবান দুখা দ্বারা কুরবানী করতেন, যার চোখ কালো, মুখ কালো এবং পা কালো। আরবে এরূপ দুখাকে খুব সুন্দর বলে মনে করা হয়। - (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

ছয় মাস বয়সী ছাগল কুরবানী দেওয়া হয়

হাদীস : ১৩৭৯ ৷ বনী সুলাইম গোত্রীয় সাহাবী হযরত মুজাশে (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলতেন, ছয় মাস পূর্ণ ভেড়া এক বছরী ছাগলের স্থান পূর্ণ করে। - (আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

ছয় মাস বয়সী ভেড়ার কুরবানী দেওয়া যায়

হাদীস : ১৩৮০ ৷ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, ছয় মাস পূর্ণ ভেড়া কি উত্তম কুরবানী। অর্থাৎ তা দ্বারা কুরবানী জায়েয। - (তিরমিযী)



যহুদ - ২৬২

একটি উটে দশজন কুরবানী দেওয়া যায়

হাদীস : ১৩৮১ ৷ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমরা রাসূল (স)-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। তখন কুরবানী উপস্থিত হল আর আমরা একটি গরুতে সাতজন এবং একটি উটে দশজন করে শরীক হলাম। -(তিরমিযী, নাসাই ও ইবনে মাজাহ। তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান গরীব)

কুরবানীর দিন কুরবানীর চেয়ে প্রিয় আর কিছু নেই

হাদীস : ১৩৮২ ৷ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কুরবানীর দিনে বনী আদম এমন কোন কাজ করতে পারে না, যা আল্লাহর কাছে রক্ত প্রবাহিত করা অর্থাৎ কুরবানী করা অপেক্ষা প্রিয়তম হতে পারে। কুরবানীর পশুসকল তাদের শিং, পশম ও খুরসহ কিয়ামতের দিন কুরবানীকারীর পাল্লায় এসে হাজির হবে। এবং কুরবানীর পশুর রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই আল্লাহর কাছে সম্মানের স্থানে পৌঁছে যায়। সুতরাং তোমরা প্রযুক্তিগত কুরবানী করবে। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ) ২৫২০-২৬৬

প্রতিদিনই আল্লাহর ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট

হাদীস : ১৩৮৩ ৷ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দিনসমূহের মধ্যে এমন কোনো দিন নেই, যাতে আল্লাহর ইবাদত করা তার প্রিয়তম হতে পারে যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন অপেক্ষা। তার প্রত্যেক দিনের রোযা এক বছরের রোযার সমান এবং তার প্রত্যেক রাতের নামায কদরের রাতের নামাযের সমান। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটির সনদ যরীফ) ২৫২০-২৬৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ঈদের নামাযের আগে পশু যবেহ করার হুকুম

হাদীস : ১৩৮৪ ৷ হযরত জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, এক কুরবানীর ঈদে কুরবানীর তারিখে আমি রাসূল (রা)-এর সাথে উপস্থিত ছিলাম। দেখলাম, তিনি অধিক কিছু করলেন না নামায পড়লেন এবং সালাম ফিরিয়ে নামায থেকে অবসর গ্রহণ করলেন। এমন সময় কতক কুরবানীর গোশত দেখলেন, যা তাঁর নামায হতে অবসর গ্রহণ করার আগেই যবেহ করা হয়েছিল। তখন তিনি বললেন, যে নামায পড়ার আগে অথবা 'আমরা নামায পড়ার আগে' রাবীর সন্দেহ কুরবানীর পশু যবেহ করেছে সে যেন তার স্থলে অপর একটি যবেহ করে।

অপর এক বর্ণনায় আছে, জুনদুব বলেন, রাসূল (স) কুরবানীর তারিখে নামায পড়লেন, তারপর খোতবা দান করলেন, তারপর কুরবানীর পশু যবেহ করলেন এবং বললেন, যে নামায পড়ার আগে কুরবানীর পশু যবেহ করেছে, সে যেন তার স্থলে অপর একটি যবেহ করে। আর যে যবেহ করেনি সে যেন আল্লাহর নামে যবেহ করে। -(বোখারী ও মুসলিম)

দশই যিলহজ্জ কুরবানীর দিন

হাদীস : ১৩৮৫ ৷ তাবৈঈ নাফে (রা) হতে বর্ণিত আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেছেন, কুরবানী কুরবানীর দিনের অর্থাৎ দশই যিলহজ্জের পরেও দুই দিন। ইমাম মালিক এটা বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, হযরত আলী (রা) হতেও এরূপ একটি উক্তি রয়েছে।

রাসূল (স) প্রতি বছর কুরবানী দিয়েছেন

হাদীস : ১৩৮৬ ৷ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) মদীনায় দশ বছর অবস্থান করেছেন আর প্রতি বছর কুরবানী করেছেন। -(তিরমিযী) ২৫২০-২৬৫

কুরবানী হল হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর সুন্নত

হাদীস : ১৩৮৭ ৷ হযরত যায়দ ইবনে আরকাম (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স)-এর সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূল্লাহ! এ কুরবানী কী? রাসূল (স) উত্তর করলেন, তোমাদের পিতা হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর সুন্নত নিয়ম। তাঁরা পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, এতে আমাদের কী সওয়াব রয়েছে ইয়া রাসূল্লাহ! রাসূল (স) বললেন, কুরবানীর পশুর প্রত্যেক লোমের পরিবর্তে একটি নেকী রয়েছে। তাঁরা আবার জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের পিতা হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর সুন্নত নিয়ম। তাঁরা পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, এতে আমাদের কী সওয়াব রয়েছে ইয়া রাসূল্লাহ! রাসূল (স) বললেন, কুরবানীর পশুর প্রত্যেক লোমের পরিবর্তে একটি নেকী রয়েছে। তাঁরা আবার জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূল্লাহ! পশমওয়ালা পশুদের পরিবর্তে কী হবে? এদের পশম তো অনেক বেশি। রাসূল (স) বললেন, পশমওয়ালা পশুর প্রত্যেক পশমের পরিবর্তেও একটি নেকী রয়েছে। আল্লাহর দানের ভাণ্ডারকে কি তোমরা সংকীর্ণ মনে করছ? -(আহমদ ও ইবনে মাজাহ) ২৫২০-২৬৬

একত্রিশতম অধ্যায় রজব মাসের কুরবানীর গুরুত্ব প্রথম পরিচ্ছেদ

দেবতার উদ্দেশ্যে মানত করা হারাম

হাদীস : ১৩৮৮ ৷ হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, এখন আর 'ফারা' নাই এবং 'আতীরাও' নাই। রাবী বলেন, 'ফারা' হল উট বা ছাগল ভেড়ার প্রথম বাচ্চা, যা তারা তাদের ঠাকুর দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করত। আর আতীরা হল রজব মাসে যা করত। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রতিটি পরিবারেই কুরবানী আছে

হাদীস : ১৩৮৯ ৷ হযরত মেখনাফ ইবনে সুলাইম (রা) বলেন, আমরা বিদায় হজ্জে রাসূল (স)-এর সাথে আরাফাতে ছিলাম। তাঁকে বলতে শুনলাম-হে লোকসকল! প্রত্যেক পরিবারের পক্ষে প্রত্যেক বছরই একটি কুরবানী ও একটি আতীরা রয়েছে। তোমরা জান 'আতীরা' কী? তা হল যাকে তোমরা 'রজবিয়া' বল। -(তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কুরবানীর দিন মানে ঈদের দিন

হাদীস : ১৩৯০ ৷ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি ওহী প্রাপ্ত হয়েছি, আল্লাহতায়ালার কুরবানীর দিনকে এ উম্মতের জন্য ঈদরূপে পরিণত করেছেন। এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূল্লাহ! আমি যদি মাদী 'মানীহা' ছাড়া অপর কোন পশু না পাই, তবে কি তা দ্বারা কুরবানী করব? রাসূল (স) বললেন না, কিন্তু তুমি তোমার চুল ও নখ কাটবে, তোমার গোঁফ খাটো করবে এবং নাভির নিচেকার কেশ ক্ষৌরী করবে এটাই আল্লাহর কাছে তোমার পূর্ণ কুরবানী। -(আবু দাউদ ও নাসাঈ) গ্রন্থ - ২৬৭

বত্রিশতম অধ্যায় সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের গুরুত্ব প্রথম পরিচ্ছেদ

সূর্য গ্রহণের কারণে নামায পড়তে হয়

হাদীস : ১৩৯১ ৷ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর যমানায় একবার সূর্যগ্রহণ হল। তখন তিনি 'আসসালাতু জামেআতুন' নামাযের জামায়াত তৈয়ার, নামাযের জামায়াত তৈয়ার হবে লোকদের আহ্বান করার জন্য একজন আহ্বায়ক পাঠালেন। তিনি সামনে অগ্রসর হলেন এবং দু' রাকআত নামায পড়লেন চার রুকু ও চার সিজদা দিয়ে। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি কখনও এমন কোন রুকু করি নি, কখনও এমন কোনো সিজদা দেইনি যা এটা অপেক্ষা দীর্ঘতর ছিল। -(বোখারী ও মুসলিম)

প্রতিবার গ্রহণের পর নামায আছে

হাদীস : ১৩৯২ ৷ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) গ্রহণের নামাযে তাঁর কেরাআতকে বড় করেছিলেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

সূর্য গ্রহণের সময় দু রাকআত নামায পড়তে হয়

হাদীস : ১৩৯৩ ৷ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর যমানায় একবার সূর্যগ্রহণ হল। রাসূল (স) নামায পড়লেন, আর লোকেরাও তাঁর সাথে নামায পড়ল। কেরাআতে তিনি প্রায় সূরা বাকারার পড়ার পরিমাণ দীর্ঘ সময় দাঁড়ালেন, তারপর দীর্ঘ রুকু করলেন প্রথম রুকু। তারপর রুকু করলেন দীর্ঘ রুকু, তবে প্রথম রুকু অপেক্ষা কম। তারপর মাথা উঠালেন তারপর সিজদা করলেন। তারপর দীর্ঘ রুকু করলেন, তবে প্রথম রুকু অপেক্ষা কম। তারপর রুকু হতে মাথা উঠালেন। তারপর সিজদায় গেলেন এবং নামায হতে অবসরগ্রহণ করলেন, আর ততক্ষণে সূর্য দীপ্তিমান হয়ে গেছে।

তখন রাসূল (স) বললেন, সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনসমূহের মধ্যে দুটি নিদর্শন। কারও মৃত্যুর কারণে বা জনের কারণে গ্রহণগ্রস্ত হয় না। যখন তোমরা গ্রহণ দেখবে, আল্লাহর স্মরণ করবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূল্লাহ! আপনাকে দেখলাম আপনি যেন আপনার এ স্থানে কিছু গ্রহণ করছেন, তারপর দেখলাম পিছনে সরে গেলেন। তিনি বললেন, তখন আমি বেহেশতকে দেখতে পেলাম এবং তথা হতে একটি আঙ্গুরের ছড়া গ্রহণ করতে উদ্যত হলাম। যদি আমি তা গ্রহণ করতাম তাহলে দুনিয়া বাকি থাকা পর্যন্ত তোমরা তা খেতে পারতে; আর তখন আমি দোযখকেও দেখতে পেলাম, যার মতো বীভৎস দৃশ্য আমি আর কখনও দেখিনি, আর আমি এটাও দেখলাম যে, দোযখের অধিকাংশ অধিবাসীই নারী। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, কী কারণে ইয়া রাসূল্লাহ! রাসূল (স) বললেন, তাদের কুফরীর কারণে। পুনরায় তাকে জিজ্ঞেস করা হল, তারা কি আল্লাহর সাথে কুফরী করে থাকে? রাসূল (স) বলেন না; বরং স্বামীর সাথে কুফরী করে থাকে এবং তারা এহসান ভুলে যায়। যদি তুমি তাদের কারও সাথে আজীবন এহসান কর, তারপর সে যদি তোমার পক্ষ হতে সামান্য মন্দ দেখে, বলে উঠে, আমি কখনও তোমার কাছে হতে সদ্যবহার পেলাম না। -(বোখারী ও মুসলিম)

সূর্য গ্রহণের নামাযে সিজদা রুকু দীর্ঘ করতে হয়

হাদীস : ১৩৯৪ ৥ হযরত আয়েশা (রা) হতে হযরত ইবনে আব্বাসের অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত আছে। হযরত আয়েশা বলেছেন, রাসূল (স) সিজদা করলেন এবং দীর্ঘ করলেন সিজদা, তারপর নামায হতে অবসরগ্রহণ করলেন আর তখন সূর্য আলোকময় হয়ে গেছে। তারপর তিনি লোকদের খোতবা দান করলেন এবং প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা ও প্রশস্তি বর্ণনা করলেন, তারপর বললেন, সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নির্দেশনাবলীর মধ্যে দুটি নিদর্শন। তারা কারও মউত বা হায়াতের কারণে গ্রহণগ্রস্ত হয় না। যখন তোমরা গ্রহণ দেখবে, আল্লাহর কাছে দোয়া করবে এবং তার মহিমা ঘোষণা করবে, নামায পড়বে এবং দান-খয়রাত করবে। তারপর রাসূল (স) বললেন, হে মুহাম্মদের উম্মতীগণ! আল্লাহর কসম, আল্লাহ অপেক্ষা অধিক ঘৃণাকারী আর কেউই নাই। তিনি ঘৃণা করেন যে, তাঁর কোনো বান্দা যেনা করবে অথবা তাঁর কোনো বাদী যেনা করবে। যে মুহাম্মদের উম্মতীগণ! আল্লাহর কসম, যদি তোমরা জানতে যা আমি জানি, তাহলে তোমরা নিশ্চয় কম হাসতে এবং নিশ্চয় অধিক কাঁদতে।

সূর্য গ্রহণ বিপদের লক্ষণ

হাদীস : ১৩৯৫ ৥ হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) বলেন, একবার সূর্যগ্রহণ হল। এতে রাসূল (স) ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন এবং আশঙ্কা করতে লাগলেন, না জানি কিয়ামত হয়ে যায়। তখন তিনি মসজিদে আসলেন এবং নামায পড়লেন বহু দীর্ঘ কিয়াম, রুকু ও সিজদা সহকারে, যা আমি তাকে কখনও করতে দেখিনি। তারপর বললেন, এ সকল হচ্ছে আল্লাহর নির্দশন, যা তিনি কোনো কোনো সময় দেখিয়ে থাকেন। এরা কারও মউত বা হায়াতের কারণ হয় না, এটা দ্বারা তিনি তার বান্দাদের ভয় দেখিয়ে থাকেন। সুতরাং তোমরা যখন এর কোনটি দেখবে, আল্লাহর স্মরণ করবে, তার কাছে দোয়া ও ক্বমা প্রার্থনায় ব্যস্ত থাকবে -(বোখারী ও মুসলিম)

কারও মৃত্যুর সাথে সূর্য গ্রহণের নির্ভর নয়

হাদীস : ১৩৯৬ ৥ হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর যমানায় একবার সূর্যগ্রহণ হল, যেদিন রাসূল (স)-এর পুত্র ইব্রাহীম মৃত্যুবরণ করলেন। তখন রাসূল (স) লোকদের নিয়ে দুই রাকআত নামায পড়লেন ছয় রুকু এবং চার সিজদা দ্বারা অর্থাৎ, প্রত্যেক রাকআতে তিন রুকু ও দু সিজদা দ্বারা। -(মুসলিম)

সূর্য গ্রহণের নামায দু রাকআত

হাদীস : ১৩৯৭ ৥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) দু রাকআত নামায পড়লেন, যখন সূর্যগ্রহণ হল আট রুকু ও চার সিজদা দ্বারা অর্থাৎ, প্রত্যেক রাকআতে চার রুকু ও দু সিজদা দ্বারা। হযরত আলী (রা) হতেও অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত আছে। -(মুসলিম)

সূর্য গ্রহণে রাসূল (স) ভীত হয়ে পড়তেন

হাদীস : ১৩৯৮ ৥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে সামুরা (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর যমানায় মদীনায় আমি আমার তীরসমূহ চালনা করছিলাম। ইহাৎ সূর্যগ্রহণ হল। আমি তীরসমূহ ছুড়ে ফেললাম এবং মনে মনে বললাম, আল্লাহর কসম, আমি লক্ষ্য করব এ সূর্যগ্রহণে রাসূল (স)-এর কী অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। তারপর আমি তার কাছে আসলাম, তখন তিনি নামাযে দাঁড়ান আছেন এবং আপন দুই হাত উঠিয়ে আল্লাহর তাসবীহ, তাহলীল, তকবীর ও হামদ করছেন এবং তার কাছে দোয়ায় রত আছেন, যতক্ষণ না সূর্যগ্রহণ ছেড়ে গেল। যখন গ্রহণ ছেড়ে গেল, তিনি দুটি সূরা পড়লেন এবং আরও দু রাকআত নামায পূর্ণ করলেন। -(মুসলিম)

সূর্য গ্রহণ হলে গোলাম আজাদ করার নিয়ম আছে

হাদীস : ১৩৯৯ ৷ হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা) বলেন, রাসূল (স) সূর্যগ্রহণে গোলাম আজাদ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। -(বোখারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গ্রহণের নামাযে শব্দ করতে হয় না

হাদীস : ১৪০০ ৷ হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাদেরকে নিয়ে এক গ্রহণে নামায পড়লেন, অথচ আমরা তার কোনো শব্দ শুনেতে পেলাম না। -(তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাই ও ইবনে মাজাহ)

নবী (স)-এর জীর্ণের মৃত্যুই বড় নিদর্শন ১৪০১-২৬০

হাদীস : ১৪০১ ৷ তাবেই ইকরামা (রা) বলেন, একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে সংবাদ বলা হল রাসূল (স)-এর অমুক জীর্ণ ইন্তেকাল করেছেন। শোনামাত্র তিনি সিজদায় পড়ে গেলেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনি কি এ সময় সিজদা করছেন? উত্তরে তিনি বললেন, যখন তোমরা কোনো নিদর্শন দেখবে আল্লাহর সমীপে সিজদা করবে। আর রাসূল (স)-এর কোনো জীর্ণ তিরোধান অপেক্ষা বড় নিদর্শন কী হতে পারে?

-(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সূর্য গ্রহণ না ছাড়া পর্যন্ত দোয়া করতে হয়

হাদীস : ১৪০২ ৷ হযরত উবাই ইবনে কাব (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর যমানায় একবার সূর্যগ্রহণ হল। রাসূল (স) তাদের নিয়ে নামায পড়লেন এবং তেওয়ালে মোফাসসাল দ্বারা কেরাআত পড়লেন, তারপর প্রথম রাকআতে পাঁচটি রুকু করলেন এবং দুটি সিজদা করলেন, তারপর দ্বিতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়ালেন এবং তেওয়ালে মোফাসসালের একটি সূরা দ্বারা কেরাআত পড়লেন। তারপর পাঁচটি রুকু করলেন এবং দুটি সিজদা দিলেন। তারপর কিবলামুখী হয়ে বসে রইলেন এবং দোয়া করতে থাকলেন যতক্ষণ না সূর্যের গ্রহণ ছেড়ে গেল। -(আবু দাউদ)

গ্রহণ না ছাড়া পর্যন্ত নামায পড়া যায় ১৪০৩-২৭০

হাদীস : ১৪০৩ ৷ হযরত নোমান ইবনে বশীর (রা) বলেন, রাসূল (স) যমানায় একবার সূর্যগ্রহণ হল। তিনি দুই দুই রাকআত করে নামায পড়তে রইলেন এবং গ্রহণের অবস্থা জিজ্ঞেস করতে রইলেন, যতক্ষণ না সূর্য পরিষ্কার হয়ে গেল। -(আবু দাউদ)

নাসাইর বর্ণনায় আছে, যখন সূর্যগ্রহণ হল, রাসূল (স) নামায পড়লেন আমাদের নিয়মিত নামাযের মতো রুকু সিজদা দিয়ে। নাসাইর অপর বর্ণনায় আছে, নোমান বলেন, রাসূল (স) একদিন তাড়াতাড়ি মসজিদের দিকে বের হলেন আর তখন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। তখন তিনি নামায পড়তে রইলেন যতক্ষণ না সূর্য পরিষ্কার হয়ে গেল। তারপর বললেন, জাহেলী যুগের লোকেরা বলত, চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণশস্ত্র হয় না পৃথিবীর মহান ব্যক্তিদের মধ্য হতে কোনো মহান ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ ছাড়া। অথচ সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণশস্ত্র হয় না কারণ মরণ বা জীবনের কারণে। তারা হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টি জগতের দুটি সৃষ্টি। তিনি তাঁর সৃষ্টিতে যা ইচ্ছা সৃষ্টি করতে পারেন। সুতরাং তাদের যেটি গ্রহণশস্ত্র হয় তোমরা নামায পড়তে থাকবে, যতক্ষণ না তা আলোকময় হয় অথবা তিনি অন্য কোনো ব্যাপার সৃষ্টি করেন।

হাদীসটি মুনকার হিসেবে ১৪০৪-২৮০

তেরিশতম অধ্যায়

কৃতজ্ঞতার সিজদা

প্রথম পরিচ্ছেদ

কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য সিজদা করতে হয়

হাদীস : ১৪০৪ ৷ হযরত আবু বকর (রা) বলেন, যখন রাসূল (স)-এর কাছে কোনো আনন্দ সংবাদ বা এমন কিছু পৌঁছত যা দিয়ে তিনি খুশি হতেন, তখন তিনি আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে সিজদায় পড়ে যেতেন। -(আবু দাউদ ও তিরমিযী। তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান গরীব)

বামনকে দেখে সিজদায় গেলেন

হাদীস : ১৪০৫ ৷ হযরত আবু জাফর বলেন, রাসূল (স) একদিন এক বামনকে দেখলেন এবং সাথে সাথে পড়ে গেলেন। - (দারা কুতনী) **হাদীস - ২৯২**

প্রতি-পালকের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য সিজদা করতে হয়

হাদীস : ১৪০৬ ৷ হযরত হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বলেন, একবার আমরা রাসূল (স)-এর সাথে মক্কা হতে মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। যখন আমরা গায়ওয়াযা নামক স্থানের কাছে পৌঁছলাম, রাসূল (স) সওয়াযী হতে অবতরণ করলেন। তারপর দু হাত উঠালেন এবং আল্লাহর কাছে কিছু সময় আপন হস্তদ্বয় উঠিয়ে রাখলেন। তারপর সিজদায় পড়লেন। বললেন, আমি আমার প্রভুর সমীপে প্রার্থনা করলাম এবং আমার উম্মতের জন্য সুপারিশ করলাম। তিনি আমাকে আমার উম্মতের এক-তৃতীয়াংশ দান করলেন। তাই আমি আমার প্রভুর শোকর আদায়ের জন্য সিজদায় পড়লাম। তারপর আমি আমার মাথা উঠালাম এবং আমার প্রভুর কাছে আমার উম্মতের জন্য পুনঃ প্রার্থনা করলাম। এবার তিনি আমাকে আমার উম্মতের আরেক তৃতীয়াংশ দান করলেন। তাই আমি আমার প্রভুর শোকর আদায়ের জন্য দ্বিতীয়বার সিজদায় পড়লাম। তারপর আমি পুনরায় আমার মাথা উঠালাম এবং আমার প্রভুর কাছে আমার উম্মতের জন্য প্রার্থনা করলাম। এবার তিনি আমাকে আমার উম্মতের শেষ তৃতীয়াংশ দান করলেন। তাই আমি আমার প্রভুর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য সিজদায় পড়লাম। - (আহমদ ও আবু দাউদ) **হাদীস - ২৯৬**

চৌত্রিশতম অধ্যায়

বৃষ্টি প্রার্থনার নামায

প্রথম পরিচ্ছেদ

বৃষ্টি প্রার্থনা করে নামায পড়া যায়

হাদীস : ১৪০৭ ৷ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ (রা) বলেন, একবার রাসূল (স) বৃষ্টি চাওয়ার উদ্দেশ্যে লোকদের নিয়ে ঈদগাহের দিকে বের হলেন এবং তাদের নিয়ে দু রাকআত নামায পড়লেন, যাতে কেরাআত পড়লেন বড় করে। এ সময় তিনি নিজের হস্তদ্বয় উঠালেন এবং কেবলামুখী হয়ে দোয়া করলেন। আর যখন কিবলামুখী হলেন আপন চাদর ঘুরিয়ে দিলেন। - (বোখারী ও মুসলিম)

দোয়ার সময় বুকের উপরে হাত উঠানো উচিত নয়

হাদীস : ১৪০৮ ৷ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) তাঁর কোনো দোয়াতেই (বন্ধস্থলের উপরে) হাত উঠাতেন না ইন্তেকা ছাড়া। তাতে তিনি এত উপরে হাত উঠাতেন যাতে তার বগলদ্বয়ের শুভ্রতা দেখা যেত।

- (বোখারী ও মুসলিম)

বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য দোয়া করা

হাদীস : ১৪০৯ ৷ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) একবার আল্লাহর কাছে পানি তলব করলেন এবং হাতলীদ্বয়ের পিঠ আসমানের দিকে রাখলেন। - (মুসলিম)

উপকারী বৃষ্টি বর্ষণের দোয়া

হাদীস : ১৪১০ ৷ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন বৃষ্টি দেখতেন, বলতেন, হে আল্লাহ! প্রচুর ও উপকারী বৃষ্টি বর্ষাও। - (বোখারী)

বৃষ্টির সময় রাসূল (স) গায়ের চাদর খুলে ফেলতেন

হাদীস : ১৪১১ ৷ হযরত আনাস (রা) বলেন, একবার আমাদের উপর বৃষ্টি পড়তে লাগল, তখন আমরা রাসূল (স)-এর সাথে ছিলাম। হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) তখন আপন গায়ের কাপড় খুলে ফেললেন যাতে বৃষ্টি তার পায়ের পড়ে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূল্লাহ! আপনি এরূপ করলেন কেন? রাসূল (স) বললেন, এ বৃষ্টি এমনই প্রভুর কাছ থেকে আসল। - (মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইন্তেকার নামাযে চাদর উল্টায়ে দিতে হয়

হাদীস : ১৪১২ ৷ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ (রা) বলেন, রাসূল (স) একবার ইন্তেকার উদ্দেশ্যে ঈদগাহের

দিকে বের হলেন এবং চাদর ঘুরিয়ে দিলেন যখন তিনি কিবলামুখী হলেন। তিনি চাদরের ডান দিককে বাম কাঁধের উপরে এবং তার বাম দিককে ডান কাঁধের উপরে রাখলেন। তারপর আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন। -(আবু দাউদ)

রাসূল (স) কাঁধের উপর চাদর ঘুরিয়ে দিলেন

হাদীস : ১৪১৩ । হযরত আবদুল্লাহ (রা) বলেন, একবার রাসূল (স) বৃষ্টি প্রার্থনা করলেন আর তখন তার গায়ে ছিল একটি চতুষ্কোণ কাল চাদর। তিনি ইচ্ছা করলেন এটার নিচের দিক ধরে উপরে করে দিত। কিন্তু যখন তা ভারী বোধ হল, দু কাঁধের উপর ঘুরিয়ে দিলেন। অর্থাৎ ডান কাঁধের দিক বাম কাঁধে এবং বাম কাঁধের দিক ডান কাঁধে দিলেন! -(আহমদ ও আবু দাউদ)

দাঁড়িয়ে বৃষ্টির জন্য দোয়া করতে হয়

হাদীস : ১৪১৪ । হযরত ওমায়র মাওলা আবিল্লাহম (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূল (স)-কে আহজারুখযায়ত নামক স্থানের কাছে যাবার কাছাকাছি বৃষ্টি প্রার্থনা করতে দেখেছেন। রাসূল (স) তখন দাঁড়িয়ে হস্ত দ্বয় চেহারার দিকে উঠিয়ে দোয়া করছিলেন এবং বৃষ্টি প্রার্থনা করছিলেন; কিন্তু তার হস্ত তার মাথা অতিক্রম করেনি। -(আবু দাউদ এবং তিরমিযী ও নাসাই তার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন)

নম্রতা ও বিনয় সহকারে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে

হাদীস : ১৪১৫ । হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) একবার ইস্তেক্বায় বের হলেন, সাধারণ বেশে কাজকর্মের কাপড় পরে নম্রতা ও বিনয় সহকারে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করতে করতে। -(তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাই ও ইবনে মাজাহ)

রাসূল (স) বৃষ্টির জন্য দোয়া করতেন

হাদীস : ১৪১৬ । আমরা ইবনে শোআইব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, তাঁর দাদা বলেছেন, রাসূল (স) যখন বৃষ্টি প্রার্থনা করতেন বলতেন, হে আল্লাহ! তুমি তোমার বান্দাদের ও তোমার পশুদের পানি দান কর এবং তাদের প্রতি তোমার রহমত বর্ষণ কর এবং তোমার মৃত বমীনকে জীবিত কর। -(মালিক ও আবু দাউদ)

রাসূল (স) প্রার্থনা করার সাথে বৃষ্টি হত

হাদীস : ১৪১৭ । হযরত জাবির বলেন, আমি রাসূল (স)-কে ইস্তেক্বায় হস্ত প্রসারিত করতে এবং এ বলতে দেখেছি, আল্লাহ! আমাদের পানি দান কর যা সুপাচ্য, ফসল উৎপাদনকারী, উপকারী, ক্ষতিকর নয়, সহসা আগমনকারী ও বিলম্বকারী নয়। তাদের উপর মুঘলধারে বৃষ্টি বর্ষিতে লাগল। -(আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর ইবাদত করলে কল্যাণ প্রাপ্ত হবে

হাদীস : ১৪১৮ । হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একবার লোকেরা রাসূল (স)-এর কাছে অনাবৃষ্টির অভিযোগ করল। তিনি একটি মিম্বর স্থাপন করতে বললেন, সে মতে তার জন্য ঈদগাহে একটি মিম্বর স্থাপন করা হল। তিনি এক নির্দিষ্ট তারিখে ঈদগাহে বের হবেন বলে লোকদেরকে কথা দিলেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, সে মতে রাসূল (স) ঈদগাহের দিকে বের হলেন যখন সূর্যের কিনারা দেখা দিল এবং মিম্বরে উঠে বসলেন। তারপর আল্লাহর মহন্ত ঘোষণা করলেন ও তার প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন, তোমরা তোমাদের শহরে অনাবৃষ্টি এবং বৃষ্টির নির্দিষ্ট মৌসুম অতিক্রম করার অভিযোগ করেছ। আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন তোমরা যেন তাঁকে ডাক এবং তিনি ওয়াদা দিয়েছেন তোমাদের ডাকে তিনি সাড়া দিবেন। তারপর বললেন, 'আল্লাহরই সব প্রশংসা যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক, প্রভু, দয়াময় ও দয়ালু, প্রতিফল দিবসের মালিক। আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি যা ইচ্ছে তা করেন। হে আল্লাহ! তুমিই আল্লাহ। আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তুমি বেনিয়ায, কারও মুখাপেক্ষী নও আর আমরা তোমার মুখাপেক্ষী। আমাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণ কর। আর যা বর্ষণ করবে তাকে আমাদের শক্তির কারণ এবং দীর্ঘ সময়ের পাথের কর।' তারপর আপন হস্তদ্বয় উঠালেন এবং এত উঠালেন, যাতে তার বগলের সাদা অংশ প্রকাশিত হয়ে গেল। তারপর জনতার দিকে পিঠ দিলেন এবং আপন চাদর ঘুরিয়ে নিলেন, অথচ তখনও তার হস্তদ্বয় উঠান ছিল। তারপর লোকের দিকে মুখ করলেন এবং নেমে পড়লেন এবং দু রাকআত নামায পড়লেন। তখন আল্লাহ পাক এক মেঘের সৃষ্টি করলেন, মেঘ গর্জন করল এবং বিদ্যুৎ চমকাল। তারপর আল্লাহর হুকুমে বৃষ্টি বর্ষিত হল এবং তিনি তার

মসজিদে পর্যন্ত না পৌঁছতেই ঢল নেমে গেল। এ সময় যখন তিনি লোকদেরকে আশ্রয়ের দিকে দৌড়াতে দেখলেন, হাসলেন যাতে তার সামনের দাঁতসমূহ প্রকাশিত হয়ে গেল অথচ তিনি কখনও দাঁত খুলে হাসতেন না। তখন তিনি বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ পাক প্রত্যেক বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান এবং এটাও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি আল্লাহর বান্দা এবং তার রাসূল। -(আবু দাউদ)

বৃষ্টির জন্য আক্বাস (রা) প্রার্থনা করেছেন

হাদীস : ১৪১৯ ৷ আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, লোক যখন অনাবৃষ্টির কষ্টে পতিত হত, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) রাসূল (স)-এর চাচা আক্বাস ইবনে আবদুল মোত্তালিব-এর উসিলায় আল্লাহর কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করতেন। তিনি বলতেন, হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে প্রথমে আমাদের নবীর উসিলা পেশ করতাম আর তুমি আমাদের বৃষ্টি দান করত, এখন আমরা তোমার কাছে আমাদের নবীর চাচার উসিলা পেশ করছি। তুমি আমাদের বৃষ্টি দান কর। আনাস (রা) বলেন, এর ফলে তাদেরকে বৃষ্টি দান করা হত। -(বোখারী)

পিপিলিকা প্রার্থনা করে

হাদীস : ১৪২০ ৷ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, নবীগণের মধ্যে এক নবী লোকদের নিয়ে বৃষ্টি প্রার্থনায় বের হলেন। দেখলেন, একটি পিপড়া নিজের সামনের পা দুটি আকাশের দিকে উঠিয়ে রেখেছে অর্থাৎ বৃষ্টি প্রার্থনা করছেন। এটা দেখে নবী (স) বললেন, তোমরা ফিরে যাও। এ পিপড়াটির কারণে তোমাদের প্রার্থনায় সাড়া দেয়া হয়েছে। -(দারাসুততালী) ২৮৪

পঁয়ত্রিশতম অধ্যায়

ঝড়-ভূকান ও মেঘ বৃষ্টির সময় করণীয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

আদ জাতি পশ্চিমা হাওয়ায় ধ্বংস হয়েছে

হাদীস : ১৪২১ ৷ হযরত ইবনে আক্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি পূর্বী হাওয়া দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছি এবং আদ জাতি পশ্চিমা হাওয়া দ্বারা ধ্বংস হয়েছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

বাতাস প্রবাহিত হলে ভালো মন্দ দুটিই হতে পারে

হাদীস : ১৪২২ ৷ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, যখন ঝঞ্ঝা বইতে শুরু করত, রাসূল (স) বলতেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি এটার ভালো দিক, এতে যা ভালো রয়েছে তা এবং এটা যে উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছে তার ভালো দিক এবং আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি এটার মন্দ দিক থেকে, এতে যা মন্দ রয়েছে তা থেকে এবং এটা যে উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছে তার মন্দ দিক থেকে। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, যখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হত তার রং পরিবর্তিত হয়ে যেত এবং তিনি বিপদের আশঙ্কায় একবার বাইরে যেতেন একবার ভিতরে প্রবেশ করতেন এবং একবার সামনে অগ্রসর হতেন একবার পিছনে সরে আসতেন। তারপর যখন স্বাভাবিকভাবে বৃষ্টি হত, তার চেহারা পরিষ্কার হয়ে উঠত। রাবী বলেন, একবার হযরত আয়েশা (রা) তা বুঝতে পারলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে তিনি বললেন, হে আয়েশা! এটা এমনও তো হতে পারে, যেমন আদ জাতি ভেবেছিলেন। আল্লাহ পাক কুরআনে বলেন, 'তারা যখন তাকে তাদের মাঠের দিকে আসতে দেখল, বলল এটা তো মেঘ, আমাদের প্রতি পানি বর্ষাবে।' অপর বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (স) যখন স্বাভাবিক বৃষ্টি দেখতেন, বলতেন আল্লাহর রহমত।

-(বোখারী ও মুসলিম)

কিয়ামতের খবর সম্পর্কে আল্লাহ পাক অবগত

হাদীস : ১৪২৩ ৷ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) বললেন, গায়েবের অদৃশ্য বস্তুর কুঞ্জি পাঁচটি। তারপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন, নিচয় আল্লাহ তার কাছে রয়েছে কিয়ামতের এলম আর তিনিই প্রেরণ করেন মেঘ ও বৃষ্টি। -(বোখারী)

বৃষ্টি নামলে ফসল বুনতে হয়

হাদীস : ১৪২৪ ৷ আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দুর্ভিক্ষ এটা নহে, তোমরা বৃষ্টি লাভ করবে না; বরং দুর্ভিক্ষ এটা যে, তোমরা বৃষ্টির পর বৃষ্টি লাভ করবে, অথচ যমীন কিছু উৎপাদন করবে না। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাতাসের খারাবি হতে আত্মাহর আশ্রয় প্রার্থনা

হাদীস : ১৪২৫ । হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, বাতাস আত্মাহর পক্ষ হতে আগমনকারী। রহমত নিয়েও আসে আবার আযাব নিয়েও আসে। সুতরাং বাতাসকে গালি দিও না; বরং আত্মাহর কাছে বাতাসের কল্যাণ প্রার্থনা কর এবং তার মন্দ হতে তাঁর কাছে আশ্রয় চাও। -(শাফেঈ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও বায়হাকী দাওয়াতুল কবীরে)

বাতাস আত্মাহর নির্দেশে প্রবাহিত হয়

হাদীস : ১৪২৬ । হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর সামনে বাতাসকে অভিশাপ দিল। তিনি বললেন, বাতাসকে অভিশাপ দিও না। কেননা, বাতাস নির্দেশপ্রাপ্ত, আর যে এমন কোনো বস্তুকে অভিশাপ দেয় বা অভিশাপের উপযুক্ত নয়, অভিশাপ তার নিজের দিকেই ফিরে আসে। (তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বস্তুছেন, হাদীসটি গরীব।)

বাতাসকে গালি দেয়া জায়েয নেই

হাদীস : ১৪২৭ । হযরত উবাই ইবনে কাব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বাতাসকে গালি দিও না; বরং যখন তোমরা মন্দ কিছু দেখবে, বলবে, হে আত্মাহ! আমরা তোমার কাছে আশ্রয় চাই এ বাতাসের ভাল দিক, তাতে যা ভাল নিহিত রয়েছে তা এবং যে জন্য নির্দেশিত হয়েছে তার ভাল দিক। আমরা আশ্রয় চাচ্ছি তোমার কাছে এ বাতাসের মন্দ দিক থেকে, যা মন্দ রয়েছে তা থেকে এবং যে জন্য নির্দেশিত হয়েছে তার মন্দ দিক থেকে। -(তিরমিযী)

ঝড়ের সময় আত্মাহর সাহায্য কামনা

হাদীস : ১৪২৮ । হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যখন বায়ু প্রবাহিত হতে শুরু করত, রাসূল (স) জানু ঠাঙ্গ দিয়ে বসতেন এবং বলতেন, আত্মাহ! এটাকে রহমতস্বরূপ কর, আযাবস্বরূপ কর না। আত্মাহ! এটাকে বাতাসে পরিণত কর এবং ঝড়ে পরিণত কর না।

মুহাম্মদ - ২০৫

মেঘের গর্জন শুনে রাসূল (স) যা করতেন

হাদীস : ১৪২৯ । হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন আকাশে মেঘ দেখতেন, কাজকর্ম ত্যাগ করে তার দিকেই নিবিষ্ট হয়ে যেতেন এবং বলতেন হে আত্মাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই এতে যা মন্দ রয়েছে তা হতে। এতে যদি আত্মাহ মেঘ পরিষ্কার করে দিতেন তিনি আত্মাহর শোকর করতেন; আর যদি বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হত, বলতেন, হে আত্মাহ! উপকারী পানি দান কর। -(আবু দাউদ, নাসাই, ইবনে মাজাহ ও শাফেঈ)

মেঘের গর্জনের সময় রাসূল (স) কী করতেন

হাদীস : ১৪৩০ । হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) যখন মেঘের গর্জন ও বজ্রপাতের শব্দ শুনতেন তখন বলতেন, আত্মাহ! আমাদেরকে তোমার রোষের দ্বারা হত্যা করো না এবং তোমার আযাবের দ্বারা আমাদের ধ্বংস করো না; বরং এর আগেই আমাদের শান্তি দান করো। -(আহমদ ও তিরমিযী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ মুহাম্মদ - ২০৬

মেঘের গর্জন শুনে কী করা উচিত

হাদীস : ১৪৩১ । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুযায়র (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি যখন মেঘের গর্জন শুনতেন, কথাবার্তা ত্যাগ করতেন এবং কুরআনের এ আয়াত পড়তেন।

“আমি পবিত্রতা বর্ণনা করছি সে সত্তার, যা পবিত্রতা বর্ণনা করে মেঘের গর্জন তাঁর প্রশংসায় সাথে এবং ফেরেশতাগণ বর্ণনা করেন তাঁর ভয়ে।” -(মালিক)

গ্রন্থটি সম্পর্কে তথ্য

১. পুরো বইটি নেয়া হয়েছে সোলেমানিয়া বুক হাউস পাবলিকেশন্স থেকে।
২. আরবী ইবারত নেই শুধুমাত্র বাংলা বিদ্যমান
৩. অনবাদ ও টীকা অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত
৪. হাদীসগুলো তাহক্বীক শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ) রচিত তাহক্বীক মিশকাত থেকে নেয়া হয়েছে।
৫. মুযাফফর বিন মুহসিন রচিত মিশকাতে যইফ ও জাল হাদীস এর ১ম ও ২য় খন্ড থেকে ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী কলম দিয়ে লেখা হয়েছে
৬. বিস্তারিত তাহক্বীক এর জন্য তাহক্বীক মিশকাত পড়ার অনুরোধ রইলো
৭. হাদীসের পরিচ্ছেদ গুলোর নামকরণ অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত
৮. কিছু কিছু ক্ষেত্রে হাদীস মিসিং রয়েছে সেগুলো পরবর্তীতে সাজিয়ে সংযোজন করার চেষ্টা করা হবে ইনশাআল্লাহ
৯. বইটি পছন্দ হলে বাজার থেকে অবশ্যই কিনবেন | বইটির দাম বেশী না| কোন প্রকাশক বা লেখকের ক্ষতি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।
১০. যে কোন প্রকার পরামর্শ, সমালোচনা ও মন্তব্যের জন্য আমাদের ফেসবুকে পেজ এ লিখুন অথবা মেইল করুন এই ঠিকানা |

Mail : pureislam4u@gmail.com

Facebook Page: www.facebook.com/WaytoJannahCom

